২৪ ঘণ্টা ব্যবহারিক জীবনে আমলযোগ্য

রাসূলুল্লাহ স. এর ১০০০ সুন্নাত

শাইখ খালীল আল হোসেনান
থেকে
ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম
মোহাম্মাদ নাছের উদ্দিন

২৪ ঘণ্টা ব্যবহারিক জীবনে আমলযোগ্য

রাসূলুল্লাহ সা. এর ১০০০ সুন্নাত

মূল

শাইখ খালীল আল হোসেনান

রূপান্তর ও সম্পাদনা

ডক্টর শাহ মুহাম্মদ 'আবদুর রাহীম

সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সোনালী সোপান প্রকাশন

৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১২৩৭১৬, ০১৭১৫৮১৯৮৬৯

পৃষ্ঠপোষকতায়

মোসাম্মাৎ সকিনা খাতুন

প্রতিষ্ঠাতা

ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার

মোবাইল : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯ , ০১৭৩৩১১৩৪৩৩

পরিচালক

মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার

সহকারী পরিচালক

মুজতাবা যাকওয়ান

মিজানুর রহমান

সফওয়ান গালিব

ফাওযুল আযিম ফাওযান

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০১২

বর্ণবিন্যাস

এম. এন কম্পিউটার ডিজাইন

৪৫, বাংলাবাজার, (৪র্থ তলা) ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র।

ISBN- 978-984-90188-0-3

যাঁরা
দৈনন্দিন জীবনে
রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাত
অনুসরণ করতে চায়
তাঁদের জন্য

কেন এই বই

বাংলাদেশের মানুষের ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দরুন আজ এদেশে ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান একটি বিরাট স্থান দখল করে আছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়- 'দৈনন্দিন জীবনে ২৪ ঘণ্টায় আমরা যে সকল কাজ করি, তার সুন্নাত তরীকা কী' এরকম বই আজ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি। তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আমলগুলোকে সঠিক জ্ঞানের অভাবে শয়তানের অন্যতম থাবা 'বিদ'আত' এর সাথে মিশিয়ে নষ্ট করে দিচ্ছি। হঠাৎ করে এমন একটি চমৎকার বই পেলাম যেখানে দৈনন্দিন জীবনের আমলগুলো কুর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে উল্লেখ রয়েছে। বইটি হলো: শাইখ খালীল আল হোসেনান রচিত "1000 SUNAN EVERY DAY AND NIGHT" বাংলা ভাষাভাষীদের কথা চিন্তা করে বইটি রূপান্তরের কাজে হাত দিই। বইটিতে কিছু কিছু বিষয় উল্লেখ ছিল না সে বিষয়গুলো আমরা এতে সংযোজন করেছি।

বইটি অনুবাদ গ্রন্থ হলেও এতে আমরা কিছু মৌলিক বিষয়াদি সংযোজন ও সম্পাদনা করে এর ক্রমধারা নতুনভাবে বিন্যাস করেছি।

বইটিকে মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে রূপায়ণ করতে এতে 'Footnote' এর পাশাপাশি বইটির শেষে একটি 'গ্রন্থপঞ্জি' উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটিতে উল্লিখিত হাদীসের রেফারেন্স বর্তমানে বহুল প্রচলিত 'মাকতাবাতুশ শামেলা' সফটওয়ার থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ আমাদের সকল কাজ সুন্নাত অনুসারে করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

ডক্টর শাহ মুহাম্মদ 'আবদুর রাহীম
মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

প্রকাশকের কথা

শাইখ খালীল আল হোসেনান রচিত "২৪ ঘণ্টা ব্যবহারিক জীবনে আমলযোগ্য রাসূলুল্লাহ সা. এর ১০০০ সুন্নাত" (1000 SUNAN EVERY DAY AND NIGHT) গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রূপান্তর ও সম্পাদনা করেছেন ডক্টর শাহ মুহাম্মদ 'আবদুর রাহীম ও মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন। বইটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদু লিল্লাহ। দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি মানবতার মুক্তির দূত রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর পরিবার এবং অনুসারীদের প্রতি।

আশা করি **২৪ ঘণ্টা ব্যবহারিক জীবনে আমলযোগ্য রাসূলুল্লাহ স. এর ১০০০ সুন্নাত** নামক বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য এটি একটি অতীব প্রয়োজনীয় বই। বইটিতে কুর'আন ও হাদীসের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক, ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান, ওযূ, গোসল, নামায, রোযা, দু'আ, দরূদ ইত্যাদি সাবলীল ভাষায় সুচারুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য বইটি মু'মিন জীবনের আয়না স্বরূপ। এ বই পড়ার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ স. এর সুন্নাত অনুসারে ২৪ ঘণ্টা ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের অনুসরণ ও অনুকরণ করা যাবে।

বইটির মূল লেখক, অনুবাদক-সম্পাদক তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি রইল। আল্লাহ আমাদের এই প্রয়াস কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার

সূচি নির্দেশিকা

বিষয়বস্তু পৃষ্ঠা

ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই দু'আসমূহ পড়ার উপকারিতা ও ফযিলত

ঘুম থেকে জেগে উঠে পালনীয় সুন্নাত

প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশ এবং বের হওয়ার সুন্নাত নিয়ম

কখন মিস্ওয়াক করা সুন্নাত

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা

মিসওয়াক করার উপকারিতা ও ফযিলত

ওযুর বিধি-বিধান

ওযুর সুন্নাত নিয়ম

সুন্নাত নিয়মে ওযু করার ফযিলত

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা

বিষয়বস্তু পৃষ্ঠা

সুত্‌রা দিয়ে নামায পড়ার উপকারিতা ও ফযিলত

সালাতে যা পাঠ করা সুন্নাত

বিষয়বস্তু পৃষ্ঠা

নামাযের বৈঠকে পালনীয় সুন্নাত

তাশাহহুদ (উভয় বৈঠক) বৈঠকে পালনীয় সুন্নাত

পাঁচ ওয়াক্ত ফরযের আগে-পরের সুন্নাত সালাতসমূহ

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা

এ সকল যিকির পাঠের উপকারিতা ও ফযিলত

সালাতুল ফজরের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

সালাতুল যোহরের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

সালাতুল আসরের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

সালাতুল মাগরিবের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

সালাতুল ইশার সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

বিষয়বস্তু পৃষ্ঠা

জুমু'আর সালাত এর সুন্নাতসমূহ

সাহু সিজদা

নিয়মিত নফল সালাত পড়া সুন্নাত

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা

সিয়াম বা রোযা পালন সম্পর্কিত সুন্নাত

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা

বিষয়বস্তু পৃষ্ঠা

শবে ক্বদর ও এর ফযিলত

সকাল-সন্ধ্যায় পঠিত কিছু মাসনূন দু'আ বা আল্লাহর যিকির

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা

বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, সর্বশক্তিমান এবং যিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুই অবলোকন করেন। সকাল সন্ধ্যা আমরা তারই নিকট প্রর্থনা করি। দরূদ ও সালাম মহান আল্লাহ প্রেরিত শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সা. এর উপর এবং তাঁর স্ত্রী, পরিজন, সাহাবী ও কিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা তাঁর অনুসরণ করবে তাদের উপর। আলোচ্য বইয়ের উদ্দেশ্য হলোঃ একজন মুসলিম তার দৈনন্দিন জীবনে রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করে পথ চলতে সাহায্য করা। আর রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাত অনুসরণের মাধ্যমেই দুনিয়ার শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. এর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে যে সকল আমল প্রমাণিত হয়েছে তা দ্বারা একজন মুসলমান সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুন্নাতী জীবন অতিবাহিত করতে পারেন।

যূননুন মিসরী রহ. বলেনঃ "আল্লাহকে ভালোবাসার নির্দশন হলো তাঁর রাসূলুল্লাহ সা. যা বলেছেন, যা করেছেন এবং যাতে সম্মতি দিয়েছেন তা করা আর যাতে নিষেধ করেছেন তা না করা।"

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।"[১]

হাসান আল বসরী রহ. বলেন, 'বান্দার আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হচ্ছে তাঁর নবী সা. এর সুন্নাহর প্রতি তাদের আমল বা অনুগামিতা।'

ঈমানদারদের মর্যাদাকে পরিমাপ করা হয় তাঁর নবীর সুন্নাহর অনুসরণ অনুযায়ী। আল্লাহর নিকট সেই অতি প্রিয় যে তাঁর রাসূলুল্লাহ সা. এর

---

[১] আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান ৩:৩১

সুন্নাহ অনুসরণে যত বেশি অগ্রগামী। এই জন্যই আমি এটিকে সংকলন করেছি যাতে মুসলিমদের কাজকর্মে নবী করীম সা. এর সুন্নাহকে পুনর্জাগরিত করা যায়। তাদের দৈনন্দিন জীবন, ইবাদত, ঘুম, পানাহার, লোকদের সাথে আচার-আচরণ, পবিত্রতা, ঘরে প্রবেশ এবং বাইরে যাওয়া, পোশাক পরিধান এবং বাকি অন্যান্য ক্ষেত্রে। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, যদি আমাদের কেউ কিছু অর্থ হারায় সে কত মনোযোগ দেয় এবং এই ব্যাপারে কত চিন্তিত হয় ও কত চেষ্টা করে এটাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য। অথচ কত সুন্নাহ আমাদের জীবনে আমরা হারাচ্ছি? এটা কি আমাদেরকে চিন্তিত করে? আমরা কি এগুলোকে আমাদের জীবনে ফিরিয়ে আনতে মুজাহাদা বা চেষ্টা-সাধনা করি? সমস্যা হচ্ছে আমরা দিনার-দিরহাম তথা টাকা-পয়সাকে সুন্নাহর চাইতে বেশি প্রাধান্য দেই। যদি মানুষকে বলা হতো রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাতসমূহ থেকে একটি সুন্নাত অনুসরণ করলে এত পরিমাণ অর্থ দেয়া হবে, তবে দেখা যেত যে মানুষজন সকাল-সন্ধ্যা রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাত অনুসরণ করা শুরু করে দিত। কিন্তু এই টাকা-এই সম্পদ কোনো উপকারে আসবে না যখন আমাদেরকে আমাদের কবরে শোয়ানো হবে এবং জমিনের মাটি আমাদের উপর চাপা দেয়া হবে।

মহান আল্লাহ বলেন:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ.

"কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই বেশি প্রাধান্য দাও। অথচ আখিরাত হচ্ছে খাইর (উত্তম) এবং স্থায়ী।"[২]

আমি এ বইয়ে এমন কতগুলো সুন্নাত সংকলন করেছি যা মানুষ সকাল-সন্ধ্যা অনুসরণের মাধ্যমে পরকালীন পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত। এ সকল সুন্নাহ প্রতিটি মানুষ খুব সহজেই সকাল-সন্ধ্যা অনুসরণ ও আমল করতে পারবে। আমি লক্ষ্য করলাম যদি কেউ যথাসাধ্য চেষ্টা করে তবে সে তার জীবনের সব প্রয়োজন পূরণ করতে যে সুন্নাত পালন করতে হবে তা এক হাজারের কম নয়। এ ছোট পুস্তিকাটি সুন্নাতকে সহজে

[২] আল কুর'আন, সূরা আ'লা ৮৭:১৭-১৯

বাস্তবায়নের উপায় ব্যতীত আর কিছুই নয়। যদি একজন মুসলিম চায় তাহলে এক হাজার সুন্নাহ দৈনিক পালন করতে পারে এবং তা স্বভাবতই এক মাসে ত্রিশ হাজারে পরিগণিত হবে। ঐ লোকটির দিকে তাকাও যে এই সুন্নাহগুলো সর্ম্পকে জানে না অথবা এই সুন্নাহগুলো জানলেও এগুলো পালন করছে না। তাহলে তার জন্য পরকালে কি প্রতিদান অপেক্ষা করছে? অবশ্যই সে পরকালে বঞ্চিত হবে। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার উপকারিতার মধ্যে রয়েছে–

১. ভালোবাসার মর্যাদায় পৌছাবার জন্য: আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা পাওয়ার সহজ উপায়, যা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের জন্য।

২. এটি হচ্ছে ফরয কাজগুলোর কাঠিন্যতা লাঘব করার উপায়।

৩. এটি হচ্ছে বিদআতে পতিত হওয়া থেকে সুরক্ষার পথ।

৪. আল্লাহর দ্বীন যা উপস্থাপন করে তাকে মর্যাদা দেওয়ার এটি একটি নিদর্শন।[৩]

আল্লাহর নামে বলছি, হে মুসলিম উম্মাহ, তোমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমাদের রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাতকে জাগরিত করো, কারণ সুন্নাহ হচ্ছে তোমাদের জীবনে রাসূলুল্লাহ সা. কে পরিপূর্ণ ভালোবাসার প্রমাণ এবং তাঁকে অনুসরণ করা তোমাদের ঈমান ও ইখলাসের বহিঃপ্রকাশ।

সকল কাজে বিশুদ্ধ নিয়্যত করা

আপনি মু'মিন-মুসলিম বান্দা, কাজেই পার্থিব-অপার্থিব যেকোনো কাজে আপনি বিশুদ্ধ নিয়্যত করুন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى.

---

[৩] অর্থাৎ কোন কিছুকে মর্যাদা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার সাথে লেগে থাকা অর্থাৎ সুন্নাহ অনুসরণে লেগে থাকা।

"হযরত ওমর বিন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই সকল আমলই নিয়্যত অনুযায়ী হয়ে থাকে, প্রত্যেকে তাই লাভ করে যা সে নিয়্যত করে।"[৪]

কোন কোন কাজে নিয়ত করবে

সকল কাজের শুরুতেই নিয়ত করা সুন্নাত, কারণ সঠিক নিয়তের কারণেই কাজটি করে অনেক সাওয়াব লাভ করা যায়। ঘুমানো, খাওয়া, কাজ করা এবং অন্যান্য বৈধ কাজগুলো আল্লাহর আনুগত্যের কাজ এবং তাঁর নৈকট্যের উপায় হতে পারে। একজন মু'মিন-মুসলমান বান্দা হিসেবে আপনার এইসব কার্যাবলীর জন্য আপনি অনেক সাওয়াব লাভ করতে পারেন, যখন আপনি এগুলো করার সময় আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়্যত করেন। যেমন আপনি যদি তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যান এই নিয়্যতে যে, আপনি যেন ক্বিয়ামুল লাইল অথবা ফজরের নামাযের জন্য জাগতে পারেন, তাহলে আপনার সারারাতের ঘুমটি ইবাদতে পরিণত হবে। এটি সকল বৈধ কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ঘুমোতে যাওয়ার আদব

১। পবিত্র অবস্থায় ওযু করে বিছানায় যাওয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: "إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ. فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ..

"হযরত বারা বিন আযেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তুমি ঘুমানোর ইচ্ছা করো তখন নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করো।"[৫]

২। ডান কাতে শয়ন করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

[৪] বুখারী, হাদীস নং: ১, মুসলিম, হাদীস নং: ১৯০৮।
[৫] আল বুখারী, হাদীস নং: ২৭১০।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ.

"হযরত বারা বিন আযেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমরা ঘুমানোর ইচ্ছা করো তখন নামাজের ওযুর ন্যায় ওযু করো এবং ডান কাতে শয়ন করো।"[৬]

৩। শোয়ার সময় ডান হাতকে ডান গালের নিচে স্থাপন করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ..

"হযরত হুযাইফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. যখন রাতের বেলায় ঘুমাতেন তখন ডান হাতকে ডান গালের নিচে স্থাপন করতেন।"[৭]

৪। ঘুমানো আগে বিছানাকে ঝেড়ে নেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ..

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় যাবার ইচ্ছা করে সে যেন বিছানা ঝেড়ে নেয়, কারণ সে তো জানে না তার বিছানায় কী ছিলো।"[৮]

---

[৬] প্রাগুক্ত।

[৭] আল বুখারী, হাদীস নং: ৬৩১৪।

[৮] আল বুখারী, হাদীস নং: ৬৩২০।

৫। ঘুমানো আগে সূরা কাফিরুন পাঠ করা সুন্নাত

ঘুমানো আগে সূরা কাফিরুন পাঠ করা সুন্নাত যা শিরক থেকে মুক্ত করে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي، قَالَ: "اقْرَأْ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

"হযরত ফারওয়া বিন নওফাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, যখন তুমি ঘুমাতে যাও তখন সূরা কাফিরুন তিলাওয়াত করো, কারণ এটা শিরক থেকে মুক্ত করে।"[৯]

ইমাম আন নববী রহ. বলেন, প্রত্যেকের উচিত উল্লিখিত বিষয়সমূহ মেনে চলা। তবে যদি উক্ত সুন্নাতসমূহ যথাযথ পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে যথাসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ যিকিরসমূহ পড়া উচিত।

মানুষ দিনে-রাতে যখনই ঘুমাবে তখনই উক্ত বিষয়সমূহ পড়ার চেষ্টা করবে। কমপক্ষে ২/৩ টি দু'আ পড়ার চেষ্টা করবে। বিশেষ করে রাতের ঘুমের আগে এই দু'আসমূহ পড়ার চেষ্টা করবে। বাস্তবিক অর্থে দিনেও এই দু'আসমূহ পড়া যেতে পারে।

৬। এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে চিত হয়ে না শোয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

"হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমাদের কেউ যেন কখনো তার এক পা অন্য পায়ের উপর রেখে চিত হয়ে শয়ন না করে।"[১০]

---

[৯] তিরিমিযী, হাদীস নং: ৩৪০৩।

[১০] তিরিমিযী, হাদীস নং: ২৭৬৬।

৭। ঘুম সম্পর্কিত একটি নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা সুন্নাত

ইশার আগে ঘুমানো এবং ইশার পর তাড়াতাড়ি না ঘুমিয়ে গাল-গল্প করতে রাসূলুল্লাহ সা. এর নিষেধ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَعَنِ السَّمَرِ بَعْدَهَا.

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইশার (নামাযের) আগে ঘুম যেতে এবং ইশার (নামাযের) পর গাল-গল্প করতে নিষেধ করেছেন।"[১১]

ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দু'আসমূহ

ঘুমোতে যাওয়ার আগে পালনীয় সুন্নাতসমূহ হচ্ছে-

১। ঘুমোতে যাওয়ার দু'আ পাঠ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ حُذَيْفَةَ. قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ:

"হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সা. ঘুম থেকে ওঠতেন তখন বলতেন

بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا.

'হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়েই আমি শয়ন করছি এবং তোমার নাম নিয়েই উঠবো'।"[১২]

২। ঘুমোতে যাওয়ার আগে যে সূরা পড়ে শরীর মাসেহ করতে হয়

ঘুমোতে যাওয়ার আগে সূরা ইখলাস,[১৩] সূরা ফালাক্ব,[১৪] সূরা নাস[১৫] পাঠ করে তিনবার দেহকে মাসেহ করা সুন্নাত।

---

[১১] মুসনাদে আবি ইয়ালা; হাদীস নং:৪০৩৯।

[১২] আল বুখারী, হাদীস নং: ৬৩২৪।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ. ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ. يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. প্রতি রাতে যখন ঘুমোতে যেতেন, তখন তিনি তাঁর দু'হাতের তালু মেলাতেন তারপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁ দিতেন। তারপর উক্ত দু'হাতের তালু দ্বারা সমগ্র শরীর ও মুখমণ্ডল হাত দ্বারা মাসেহ করতেন। তিনি মাসেহ শুরু করতেন মাথা, মুখমণ্ডল ও দেহের সামনের দিক থেকে। এভাবে রাসূলুল্লাহ সা. তিনবার করতেন।"[১৬]

বি. দ্রঃ সূরা ফাতিহা একবার এবং সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস তিনবার পড়া সুন্নাত।

৩। ঘুমোতে যাওয়ার আগে সূরা বাক্বারাহ-এর শেষ দুই আয়াত পাঠ করা সুন্নাত

সূরা বাক্বারাহ এর শেষ দুই আয়াত পাঠ করা সুন্নাত। যে এগুলো পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত হলোঃ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا

[১৩] আল কুর'আন ১১২:১-৪।
[১৪] আল কুর'আন ১১৩:১-৫।
[১৫] আল কুর'আন ১১৪:১-৬।
[১৬] আল বুখারী, হাদীস নং: ৫০১৭।

وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

"রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কারোর উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী অর্জন করবে তার ফল তার নিজের জন্যই এবং যে গুনাহ করবে কার ফলও তারই উপর বর্তাবে। হে আমার রব! ভুল-ভ্রান্তিতে আমরা যেসব গুনাহ করে বসি, তুমি সেগুলো পাকড়াও করো না। হে প্রভু! আমাদের উপর এমন কোনো বোঝা চাপিয়ে দিও না, যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই, সে বোঝা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না। আমাদের প্রতি কোমল হও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো। তুমি আমাদের অভিভাবক। কাফিরদের মোকাবিলায় তুমি আমাদের সাহায্য কর।"[১৭]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

---

[১৭] আল কুর'আন ২:২৮৫-২৮৬।

"হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সূরা বাক্বারাহ্ এর শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্য সকল ব্যাপারে যথেষ্ট হবে।"[১৮]

ইমাম আন নববী রহ. বলেন, ইসলামী চিন্তাবিদগণ কাফতা এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ বান্দাকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে হিফাযত করবে এবং তাকে সকল অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখবে।

৪। ঘুমোতে যাওয়ার আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা সুন্নাত

আয়াতুল কুরসী হলোঃ

اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

"আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।"[১৯]

---

[১৮] আল বুখারী, হাদীস নং: ৫০০৯।

[১৯] আল কুর'আন ২:২৫৫-২৫৬।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় যাবার ইচ্ছা করে সে যেন আয়াতুল কুরসী পাঠ করে। যে তা পাঠ করবে সে আল্লাহর নিকট থেকে নিরাপত্তা পাবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার কাছে আসতে পারবে না।"[২০]

৫। ঘুমোতে যাওয়ার আগে আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পড়া সুন্নাত

এ প্রসঙে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ عَشَرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পড়তেন।"[২১]

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত ঘুমোতে যাওয়ার আরো কিছু মাসনূন দু'আ

১। 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' বর্ণিত ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দু'আ

ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দু'আ সম্পর্কে 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' তথা সহীহ আল বুখারী ও মুসলিমে মোট তিনটি দু'আ রয়েছে।

---

[২০] আল বুখারী, হাদীস নং: ৫০১০।

[২১] মু'জামুল আওসাত ইমাম আহমদ: ৬৭৭৭।

ক. প্রথম দু'আ: রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقُولُ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় যাবার ইচ্ছা করে সে যেন বিছানা ঝেড়ে নেয়, কারণ সে তো জানে না তার বিছানায় কী ছিলো। অতঃপর পড়ে:

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

'হে রব! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশকে শয্যায় স্থাপন করছি (আমি শয়ন করছি), আর তোমারই নাম নিয়ে আমি তাকে উঠাব (শয্যা ত্যাগ করবো), যদি তুমি (আমার নিদ্রিত অবস্থায়) আমার প্রাণ কবজ করো, তবে তুমি তাকে ছেড়ে দাও (বাঁচিয়ে রাখো), তাহলে সে অবস্থায় তুমি তার হিফাযত করো যেমনভাবে তুমি তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণকে হিফাযত করে থাকো।"[২২]

খ. দ্বিতীয় দু'আ: রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ:

"হযরত বারা বিন আযেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমরা ঘুমানোর ইচ্ছা করো তখন নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করো এবং ডান কাতে শয়ন করো এবং পড়বে:

[২২] মুসলিম, হাদীস নং: ২৭১৪ বুখারী, হাদীস নং: ৬৩২০।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ، وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلَامِكَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ: فَرَدَّدْتُهُنَّ لِأَسْتَذْكِرَهُنَّ فَقُلْتُ: آمَنْتُ بِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ.

'হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার প্রতি সঁপে দিলাম, আর আমার সমগ্র কার্যক্রম তোমার উদ্দেশেই নিবেদন করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে স্থাপন করলাম, আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার দিকেই ঝুঁকিয়ে দিলাম, আর এ সমস্তই করলাম তোমার রহমতের আশায় এবং তোমার শাস্তির ভয়ে। কোনো আশ্রয় নেই এবং মুক্তির কোনো উপায় নেই একমাত্র তোমার আশ্রয় এবং উপায় ছাড়া, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি তোমার সেই কিতাবের প্রতি যা তুমি নাযিল করেছো এবং তোমার সেই মহানবী সা. এর প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছো।"[২৩]

গ. তৃতীয় দু'আ: ৩৩ বার পড়তে হয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ، وَقَالَ: تَمَامُ الْمِائَةِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

---

[২৩] বুখারী, হাদীস নং: ৬৩১৩, মুসলিম, হাদীস নং: ২৭১০।

"হযরত আবু হুরাইরা রা. রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর سُبْحَانَ اللهِ 'সুবহানাল্লাহ' তেত্রিশবার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 'আলহামদুলিল্লাহ' তেত্রিশবার, ও اَللهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহু আকবার' তেত্রিশবার এভাবে নিরানব্বই বার এবং

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

এই দু'আ পড়ার মাধ্যমে একশ বার পূর্ণ করবে, তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।"[২৪]

২। 'সহীহ মুসলিমে' বর্ণিত ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দু'আ

ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দু'আ সম্পর্কে 'সহীহ মুসলিমে' মোট তিনটি দু'আ রয়েছে।

ক. প্রথম দু'আ: রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا. إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ:

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে আদেশ দিয়ে বললেন, যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন পড়বে:

اَللّٰهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا. لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا. إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا. وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

'হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছো আর তুমি এর মৃত্যু ঘটাবে (অতএব) তার জীবন ও মরণ যেন একমাত্র তোমার জন্য হয়। যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখো তাহলে তুমি তার হিফাযত করো, আর যদি তার মৃত্যু ঘটাও নিদ্রাবস্থায়, তবে তাকে মাফ করে দিও। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।"[২৫]

---

[২৪] মুসলিম, হাদীস নং: ৫৯৭।
[২৫] মুসলিম, হাদীস নং: ২৭১২।

২. দ্বিতীয় দু'আ: রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا، إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَقُولُ:

হযরত সুহাইল রা. বলেন, হযরত আবু সালেহ আমাদেরকে বলেন, যখন তোমরা ঘুমাতে যাও তখন ডান কাতে শোও এবং পাঠ করো:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

"হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশ মণ্ডলীর প্রভু! এবং মহীয়ান আরশের রব এবং প্রত্যেক বস্তুর রব। হে আল্লাহ! বীজ ও আঁটি চিরে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি! তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের নাযিলকারী তুমি! আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে তোমার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমার হাতে রয়েছে সকল বস্তুর ভাগ্য। হে আল্লাহ তুমি অনাদি, তোমার পূর্বে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, তুমি অনন্ত, তোমার পরে কোনো কিছুই থাকবে না, তুমি প্রকাশমান, তোমার উপরে কিছুই নেই, তুমি অপ্রকাশ্য, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই। হে রব! তুমি আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দাও, আর আমাকে দরিদ্রতা থেকে মুক্ত রাখো।"[২৬]

---

[২৬] মুসলিম, হাদীস নং: ২৭১৩।

গ. তৃতীয় দু'আ: রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ:

"হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন, যখন তোমরা বিছানার দিকে যাও তখন পড়:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ.

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেছেন। এমন বহুলোক রয়েছে যাদের পরিতৃপ্ত করার কেউই নেই, যাদের আশ্রয় দানকারী কেউই নেই'।"[২৭]

৩। 'আবু দাউদ ও তিরমিযীতে' বর্ণিত ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দু'আ

রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ:

"উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ঘুমানোর সময় ডান হাতকে গালের নিচে দিতেন এবং তিনবার পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ; ثَلَاثَ مِرَارٍ.

'হে আল্লাহ! আমাকে তোমার আযাব হতে রক্ষা করো সেই দিবসে যখন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থান করবে।"[২৮]

---

[২৭] মুসলিম, হাদীস নং: ২৭১৫

[২৮] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৪৫, তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৩৯৮।

৪। 'সহীহ কালিমুত তাইয়্যেবে' বর্ণিত ঘুমোতে যাওয়ার আগের মাসনূন দুআ

রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

اَللّٰهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكِهِ وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا اَوْ اَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ۔

"হে আল্লাহ! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান। আকাশ ও পৃথিবীর তুমি সৃষ্টিকর্তা। তুমি সব বস্তুর প্রতিপালক এবং সমস্ত কিছুর মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোনো মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।"[২৯]

৫। রাসূলুল্লাহ সা. এর সকাল হতো যে সূরা দিয়ে

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ: وَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ، لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا}.

"হযরত জায়েদ বিন আসলাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট আসলাম এবং তাকে সালাম করলাম, অতপর তিনি রাসূলুল্লাহ সা. বললেন: রাতের বেলায় একটি সূরা অবতীর্ণ হয়, আর

---

[২৯] সহীহ কালিমুত তাইয়্যেব, হাদীস নং: ২১।

সেটি হল আমার নিকট অধিক প্রিয়, যা আমার সকাল পর্যন্ত প্রসারিত হত। অতপর তিনি পাঠ করলেন– إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (সূরা ফাতাহ)।"[৩০]

৬। দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ সা. এর পছন্দনীয় দু'আ

রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট দুনিয়াতে ৪টি যিকির অধিক প্রিয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: নিশ্চয় আমি বলে থাকি:

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ

"আল্লাহ পবিত্রময় এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর আল্লাহ মহান।" طلعت عليه الشّمس . যখন থেকে সূর্য উদয় হয় তখন থেকে এর যিকির করা আমার নিকট অধিক প্রিয়।"[৩১]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ:

"হযরত সামুরায় বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: আল্লাহর নিকট চারটি অধিক প্রিয় বাক্য হলো:

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

"পবিত্রতম আল্লাহ। আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা আর আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান।"

---

[৩০] সূরা ফাতহ আয়াত নং -১, সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৪১৭৭ ।
[৩১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৬৯৫ ।

لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ. যে কোন একটি শুরু করাতে তোমাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[৩২]

ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই দু'আসমূহ পড়ার উপকারিতা ও ফযিলত

১। ১০০টি নেক কাজের সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে

একজন মুসলমান যদি এই দু'আগুলো ঘুমানোর পূর্বে পড়ে তার জন্য ১০০টি নেক কাজের সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ..

"হযরত আবু যার রা. রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. প্রতিটি তাসবীহ সাদকাহ, প্রতিটি তাকবীর সাদকাহ, প্রতিটি তাহমীদ সাদকাহ এবং প্রতিটি তাহলীল সাদকাহ।"[৩৩]

ইমাম নববী রহ. বলেন, কোনো ব্যক্তি এই দু'আসমূহ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর পথে দানের ন্যায় সাওয়াব অর্জন করে।

২। বেহেশতে ১০০টি গাছ লাগানোর সাওয়াব লিপিবদ্ধ হবে

যদি একজন মুসলমান ঘুমানোর আগে নিম্নোক্ত তাসবিহ পাঠ করে তার জন্য বেহেশতে ১০০টি গাছ লাগানো হবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

---

[৩২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২১৩৭।

[৩৩] মুসলিম, হাদীস নং:৭২০।

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, বল: 'আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ' প্রতিটি দু'আর জন্য তোমার নামে জান্নাতে একটি করে গাছ লাগানো হবে।"[৩৪]

৩। শয়তানের কুপ্রভাব এবং পাপ থেকে দূরে রাখে

এ সকল যিকির করার ফলে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে শয়তানের কুপ্রভাব থেকে এবং সকল পাপ থেকে নিরাপদে রাখেন।

৪। আল্লাহর ইবাদত ও গুণকীর্তনের মাধ্যমে দিন শেষ হয়

এ সকল যিকির করার মাধ্যমে বান্দা এক আল্লাহর ইবাদত, গুণকীর্তন ও তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে তার দিন শেষ করে।

ঘুম থেকে জেগে উঠে পালনীয় সুন্নাত

১। নিজ হাত দ্বারা চেহারা থেকে ঘুমের ভাব দূর করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী :

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ " وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি বিছানার চওড়া দিকে শয়ন করলাম। রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর স্ত্রী বিছানার লম্বা দিকে শয়ন

---

[৩৪] ইবনে মাজাহ, হাদীস নং:৩৮০৭। শায়খ আলবানি উক্ত হাদিসকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সা. ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনিভাবে রাত যখন অর্ধেক হয়ে গেল অথবা তার কিছু পরে রাসূলুল্লাহ সা. ঘুম থেকে উঠলেন। তিনি বসে হাত দিয়ে মুখ থেকে ঘুমের আবেশ মুছতে লাগলেন।"[৩৫]

ইমাম আন নববী ও ইবনে হাজার আসকালানী ঘুম থেকে উঠে প্রথম কাজ হিসেবে নিজ হাত দ্বারা চেহারা থেকে ঘুমের ভাব দূর করাকে সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

২। ঘুম থেকে জেগে উঠে নিম্নের দু'আ পাঠ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ. قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ قَالَ:

"হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন নবী করীম সা. ঘুম থেকে উঠতেন তখন বলতেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাকে (পুনর্জাগরিত করে) জীবিত করলেন এবং যার নিকট (আমাদের) সকলের পুনরুত্থান হবে।"[৩৬]

৩। ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ حُذَيْفَةَ. قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ. يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

"হযরত হুযাইফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী করীম সা. রাতে উঠতেন তখন তিনি মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।"[৩৭]

---

[৩৫] আল বুখারী, হাদীস ১৮৩।
[৩৬] আল বুখারী, হাদীস ৬৩১২।
[৩৭] আল বুখারী, হাদীস ২৪৫। মুসলিম, হাদীস ২৫৫।

৪। ঘুম থেকে উঠে দুই হাত তিনবার ধৌত করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'ঘুম থেকে উঠে যেন কেউ তার হাত তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে ডুবিয়ে না দেয়। কেননা, সে তো জানে না ঘুমের অবস্থায় তার হাত কোথায় অবস্থান করেছে।"[৩৮]

৫ । ঘুম থেকে উঠে নাকে তিনবার পানি দেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهِ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে জেগে উঠবে সে যেন তখন তার নাক তিনবার ঝাড়ে, কেননা নাকের ছিদ্রে শয়তান রাত যাপন করে থাকে।"[৩৯]

---

[৩৮] মুসলিম, হাদিস ২৭৮।

[৩৯] আল বুখারী, হাদীস ৩২৯৫, মুসলিম, হাদীস ২৪৫।

প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশ এবং বের হওয়ার সুন্নাত নিয়ম

১। প্রস্রাব-পায়খানায় বাম পায়ে প্রবেশ এবং ডান পায়ে বের হওয়া সুন্নাত[৪০]

২। প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশের দু'আ

প্রস্রাব-পায়খানায় সময় এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ:

"আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. পায়খানায় প্রবেশের সময় এ দু'আটি পড়তেন,

"اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ".

'হে আল্লাহ আমি দুষ্ট পুরুষ জ্বিন ও দুষ্ট মেয়ে জ্বিনের (অনিষ্ট) হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৪১]

'খুবুস ও খাবায়েস' [৪২] হলো পুরুষ ও নারী শয়তান। আর শয়তানের হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে প্রর্থনা করা উচিৎ। কারণ টয়লেট হলো শয়তানদের বসবাসের একটি অন্যতম জায়গা।

৩। প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার দু'আ

প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত।

---

[৪০] টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পায়ে এবং বের হবার সময় ডান পায়ে এর কোনো নির্ধিষ্ট কোনো দলিল নেই, সাধারণত ভালো কোনো কাজ ডান দিক থেকে শুরু হয়। সে অর্থে টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা ও বের হবার সময় ডান পা ব্যবহৃত হয়। কেননা, টয়লেট একটি অপবিত্র জায়গা, যেখানে, ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

[৪১] বুখারী; হাদীস ১৪২, মুসলিম; হাদীস ২৭৫, আবু দাউদ; হাদীস ৪, তিরমিযী; হাদীস ৫, নাসায়ী; হাদীস ১০, ইবনে মাজাহ; হাদীস ২৯৬, আহমদ; হাদীস ৯৯/৩-১০১।

[৪২] 'খুবুস ও খাবায়েস' অর্থ কী? এ ব্যপারে দুটি মতামত রয়েছে। প্রথম মতামত হলো: এর দ্বারা শয়তান ও শয়তানের দোসরদেরকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় মতামত হলো: এর দ্বারা পুরুষ ও নারী শয়তানদেরকে বুঝানো হয়েছে। শেখ খালিদ আল হুসাইন শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ.

"আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন বলতেন, "غُفْرَانَكَ" 'গুফরানাকা' (তোমার নিকট ক্ষমা চাইছি)।"[৪৩]

মানুষ দিন রাতে বহুবার টয়লেট ব্যবহার করে। যদি তারা টয়লেট ব্যবহারের সুন্নাহসমূহ অনুসরণ করে, তবে তারা টয়লেটে প্রবেশের সময় দুটি ও টয়লেট থেকে বের হবার সময় দুটি সুন্নাহ প্রতিপালন করতে পারে।

৪। কিবলামুখী অথবা কিবলাকে পিছনে ফেলে ইস্‌তিনজা করা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ حَاجَتِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ ইসতিনজা করতে বস, তবে সে যেন কাবাকে মুখ করে কিংবা পেছনে রেখে না বসে।"[৪৪]

৫। বিজোড় সংখ্যক ঢিলা দিয়ে ইস্‌তিনজা করা সুন্নাত

৬। ডান হাতে ইসতিনজা করা নিষেধ

৭। হাড় অথবা গোবর দিয়ে ইসতিনজা করা নিষেধ

আলোচ্য তিনটি সুন্নাত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُوْنَ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ: أَجَلْ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا

---

[৪৩] আবু দাউদ; হাদীস ৩০, নাসায়ী; হাদীস ৭৯, তিরমিযী, হাদীস ৭, ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩০০/১৪৪৪, হাকেম; হাদীস ১৮০, আহমদ; হাদীস ৬৫৫) ৫ জনে। আবু হাতেম (রহ.) ও হাকেম (রহ.) একে সহীহ বলেছেন।।

[৪৪] মুসলিম; হাদীস ২৬৫।

بِيَمِيْنِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ: لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُوْنِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

"হযরত সালমান ফারসী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মুশরিকরা আমাকে বলল: এটা কেমন কথা, তোমাদের নবী তোমাদেরকে সকল কিছুই শিক্ষা দেন এমনকি মল-মূত্র ত্যাগ করাও। তখন তিনি (সালমান ফারসী) বলেন: হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে মল-মূত্র ত্যাগ করাও শিক্ষা দেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? অতপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে কিবলামুখী হয়ে মল-মূত্র ত্যাগ, ডান হাতে ইসতিনজা, তিন ঢিলার কম ইসতিনজা এবং গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইসতিনজা করতে নিষেধ করেছেন।"[৪৫]

মিসওয়াক

১। প্রত্যেক সালাতের আগে মিসওয়াক করা সুন্নাত

মুসলমানগণ দিনে-রাতে বহুবার মিসওয়াক করতে পারে, তবে দিনে অন্তত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে পাঁচ বার মিসওয়াক করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আমি আমার উম্মতের ওপর কঠিন হবে বলে বিবেচনা না করলে প্রত্যেক ওযুর সঙ্গে মিসওয়াক (দাঁতন) করার নির্দেশ দিতাম।"[৪৬]

[৪৫] মুসলিম; হাদীস ২৬২

[৪৬] আল বুখারী, হাদীস নং: ৮৮৭, মুসলিম, হাদীস নং: ২৫২। মুসনাদে আহমাদ, ১০ জন সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীদের হাদীস/৭।

২। ঘরে প্রবেশ করে মিসওয়াক করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ.

"হযরত মিকদাম বিন শুরাই রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা রা. কে জিজ্ঞাসা করি: রাসূলুল্লাহ সা. ঘরে প্রবেশ করে কোনো কাজটি প্রথমে করতেন? তিনি বললেন, সর্বপ্রথম তিনি মিসওয়াক করতেন।" [৪৭]

৩। কুর'আন তিলাওয়াত করার আগে মিসওয়াক করা সুন্নাত

৪। যখনই মুখের গন্ধ পরিবর্তন হয় তখনই মিসওয়াক করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ.

"হযরত আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, নিশ্চয়ই মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা রক্ষা করে।"[৪৮]

৫। ঘুম থেকে জেগে ওঠে মিসওয়াক করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

'হযরত হুযাইফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী সা. রাতে উঠতেন তখন তিনি মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করতেন।[৪৯]

---

[৪৭] মুসলিম, হাদীস নং: ২৫৩।
[৪৮] সুনানে নাসায়ী/৫।

১। ওযু করার সময় মিসওয়াক ব্যবহার করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لَفَرَضْتُ عَلٰى أُمَّتِي السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الطُّهُوْرَ.

"হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলি রা. কিছুসংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমি আমার উম্মতের ওপর কঠিন হবে বলে বিবেচনা না করলে প্রত্যেক ওযুর সঙ্গে মিসওয়াক (দাঁতন) করার নির্দেশ দিতাম।"[৫০]

মিসওয়াক করার উপকারিতা ও ফযিলত

১। আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন

২। এতে মুখের পবিত্রতা অর্জিত হয়

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতেও মিসওয়াকের মাঝে মানবজাতির জন্য উপকার রয়েছে। মিসওয়াকের দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং দাঁতে জীবাণু জমাট বাঁধতে পারে না, ফলে দাঁতের ক্ষমতা অক্ষত থাকে। সর্বোপরি মিসওয়াক হলো মুখ পরিষ্কারক ও স্রষ্টার সন্তুষ্টির মাধ্যম।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

"হযরত আয়িশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, মিসওয়াক হলো মুখ পরিষ্কারক ও স্রষ্টার সন্তুষ্টির মাধ্যম।"[৫১]

৩। এটা বেহশতীদের অভ্যাস

মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত আছে যে, "বেহেশতের সুবসংবাদ প্রাপ্তরা সকলেই সর্বদা মিসওয়াক করতেন।"

---

[৪৯] আল বুখারী, হাদীস নং: ২৪৫ মুসলিম, হাদীস নং: ২৫৫।

[৫০] মুসনাদে আহমাদ, ১০ জন সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীদের হাদীস।

[৫১] আল বুখারী, হাদীস নং: ১৯৩৪।

ওযুর বিধি-বিধান

ওযুর ফরয

ওযুর ফরজ মোট ৪টি :

ক. সমস্ত মুখ ধোয়া

খ. দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া

গ. মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা

ঘ. দুই পা টাখনু গিরাসহ ধোয়া

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

" হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পাদু'টি টাকনুসহ ও মাথা মাসেহ কর।"[৫২]

ওযুর সুন্নাত

এক নজরে ওযুর সুন্নাত সমূহ :

অযুর সুন্নাত মোট ১৬টি

ক. নিয়ত করা

খ. ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলা

গ. দুই হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া

ঘ. তিনবার মিসওয়াক করা

ঙ. তিনবার কুলি করা সুন্নাত

চ. তিনবার নাকে পানি দেয়া সুন্নাত

ছ. সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া সুন্নাত

জ. ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত

ঝ. বাম হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত

---

[৫২] আল কুর'আন, সূরা মায়িদা ৫:৬।

ঞ. দুই হাতের আঙুলী খিলাল করা সুন্নাত

ট. সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নাত

ঠ. কান মাসেহ করা সুন্নাত

ড. গর্দান মাসেহ করা সুন্নাত

ঢ. ডান পায়ের টাকনুহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত

ণ. বাম পায়ের টাকনুহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত

ত. দুই পায়ের আঙুলী খিলাল করা সুন্নত

১। বিসমিল্লাহ বলে ওযু শুরু করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, (ওযুর শুরুতে) যে 'বিসমিল্লাহ' বলে না তার ওযু শুদ্ধ হয় না।"[৫৩]

২। ওযুর শুরুতে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'ঘুম থেকে উঠে যেন কেউ তার হাত তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে ডুবিয়ে না দেয়। কেননা, সে তো জানে না ঘুমের অবস্থায় তার হাত কোথায় অবস্থান করেছে।"[৫৪]

---

[৫৩] আবু দাউদ,, হাদীস নং: ১০১, তিরমিযী,, হাদীস নং: ২৫। হাদীস বিশারদগণের মাঝে এ হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মতবেধ রয়েছে। কিন্তু শেখ নাসির উদ্দিন আলবানী আলোচ্য হাদিসটিকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে মত দেন।

[৫৪] বুখারী ১৬২, মুসলিম ২৭৮।

৩। ওযুর সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন হবে বলে বিবেচনা না করলে প্রত্যেক ওযুর সঙ্গে মিসওয়াক (দাঁতন) করার নির্দেশ দিতাম।"[৫৫]

৪। গড়গড়ার সাথে কুলি করা সুন্নাত[৫৬]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا. يُمَضْمِضُ وَيَنْثُرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِيْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ.

"আলী রা. হতে ওযুর বিবরণ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, 'নবী করীম সা. তারপর কুলকুচা করলেন ও নাকে পানি দিয়ে তিনবার ঝাড়লেন। তিনি কুলি ও নাক ঝাড়ার কাজ একই দফায় গৃহীত হাতের পানিতেই করলেন।"[৫৭]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ فِيْهِ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ.

"হযরত ইবনে জুরায়েজ রা. হতে উপরিউক্ত হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, তাঁর উক্ত হাদীসে আরো আছে, মহানবী সা. বলেন, যখন তুমি ওযু কর তখন কুলি করবে।"[৫৮]

---

[৫৫] মুসনাদে আহমাদ,, হাদীস নং: ৯৯২৮ও বুখারী, হাদীস নং: ৮৮৭। মালেক, আহমদ, নাসায়ী। ইবনে খুযায়মা একে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহ) এর হাদীসটিকে মুআল্লাক রূপে বর্ণনা করেছেন।

[৫৬] কুলি করা মানে হচ্ছে মুখের সব অংশে পানি পৌঁছানো, আর গড়গড়া মানে হচ্ছে নাকের উপরিভাগের অংশ পর্যন্ত পানি পৌঁছানো। রোযাদার ব্যক্তি দিনের বেলায় গড়গড়া করবে না।

[৫৭] আবু দাউদ ১১১।

৫। পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِيْ أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْثُرْ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ ওযু করে তখন সে যেন নাকে পানি দেয় এবং নাক ঝেড়ে নেয়।"[৫৯]

৬। সমস্ত মুখ ৩ বার ধোয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى إِلَى الْمَرَافِقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا.

"হোমরান রা. হতে বর্ণিত, একদা উসমান রা. [৩য় খলিফা ও মহানবী সা. এর জামাতা] ওযুর পানি নিয়ে ডাকলেন এবং তিনি প্রথমে দু'হাত (কব্জি) পর্যন্ত ৩ বার ধুলেন। তারপর ডানহাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন এবং বাম হাতও ঐরূপভাবে ধুলেন। তাপর ডান পা 'টাখনু' (গিরা) সহ তিনবার ধুলেন, তারপর বাম পা ঐভাবে ধুলেন। তাপরপর বললেন, 'আমার এই ওযুর মতই ওযু করতে রাসূলুল্লাহ সা. কে দেখেছি।"[৬০]

---

[৫৮] আবু দাউদ,, হাদীস নং: ১৪৪।

[৫৯] আল বুখারী,, হাদীস নং: ১৬৪, মুসলিম,, হাদীস নং: ২২৬। আলোচ্য হাদিসে বাম হাতের কথা বলা হয়নি। কিন্তু ইমাম দারেমী সূত্রে বর্ণিত হাদিসে বাম হাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। শেখ নাসির উদ্দিন আলবানী আলোচ্য হাদিসের বর্ণনাসূত্র ও সনদকে সহীহ বলেছেন যাহা মিশকাতে বর্ণিত হয়েছে।

[৬০] আল বুখারী, হাদীস নং: ১৫৯, মুসলিম, হাদীস নং: ২২৬।

৭। মুখ ধোয়ার সময় ঘন দাড়ির মধ্যে আঙুল চালানো সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوْءِ.

"উসমান রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. তাঁর দাড়ি মুবারক ওযুর সময় খেলাল করতেন (ভিজা আঙুল দিয়ে দাড়ির গোড়া ভিজাতেন)।"[৬১]

৮। দুই হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত

দ্রষ্টব্য: ৬ নং শিরোনামের (সমস্ত মুখ ৩বার ধোয়া সুন্নাত) এর হাদীস দেখুন।

৯। ডান হাত এবং ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوْا بِيَمِيْنِكُمْ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যখন তোমরা ওযূ করবে তখন তোমরা ডান দিক হতে আরম্ভ করবে।"[৬২]

১০। ওযুর সময় মাথা মাসেহ করা ফরয

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ قَالَ: وَمَسَحَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ.

"আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সা. তাঁর (মাথা মাসেহের সময়) দু'হাতকে আগে হতে পিছে এবং পিছে হতে আগে নিয়ে এলেন।"[৬৩]

---

[৬১] আত তিরমিযী,, হাদীস নং: ৩১ ও ইবনে খুযায়মা ৭৬৮-৭৯/১ একে সহীহ বলেছেন ।

[৬২] বুখারী, ১৩৬, মুসলিম ২৪৬, আবু দাউদ ৪১৪১, তিরমিযী ১৭৬৬, নাসায়ী ৪৮২/৫, ইবনে মাজাহ ৪০২, ইবনে খুযায়মা ১৭৮) ৪ জনে। ইবনে খুযায়মা সহীহ্ বলেছেন ।

[৬৩] আল বুখারী, হাদীস নং: ১৮৫, মুসলিম, হাদীস নং: ২৩৫।

১১। দুই পায়ের টাকনুসহ ১ বার ধোয়া ফরয এবং ৩ বার ধোয়া সুন্নাত

দ্র: সূরা মায়েদার ৬ নং আয়াত এবং ৬ নং পয়েন্টের হাদীস দেখুন।

১২। ওযুর সময় আঙুল এবং পায়ের পাতায় পানি পৌছানো সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صُبْرَةَ...... فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِيْ، عَنِ الْوُضُوْءِ، قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ.

"হযরত লকিত বিন সাবুরা রা. হতে বর্ণিত,......(একটি বৃহৎ হাদিসের শেষাংশ) হে রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে ওযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন পরিপূর্ণভাবে ওযু করবে এবং অঙ্গুলিসমূহ খিলাল করবে।"[৬৪]

১৩। পানি পৌছানোর অঙ্গগুলো ঘষা বা মর্দন করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ.

"আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রা. হতে বর্ণিত, 'নবী করীম সা. এর নিকট দুই তৃতীয়াংশ মুদ পরিমাণ পানি আনা হলে তিনি তা তাঁর উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত রগড়িয়ে ধুতে লাগলেন।"[৬৫]

১৪। ওযু শেষে কালিমাহ শাহাদাহ পাঠ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

فَإِذَا عُمَرُ قَالَ: إِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا. قَالَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ:

---

[৬৪] আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৪২, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৭৮৮, আন নাসায়ী, হাদীস নং: ১১৪।

[৬৫] ইবনে খুজাইমাহ, হাদীস নং: ১১৮।

"ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখলাম তুমি এখন এসেছো, এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সা. যা বলেছেন তা হলো: 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে ওযু সমাধা করে অতঃপর, এই দু'আ পাঠ করবে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهٗ

("আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা' ও রাসূল।"

إِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

আর যে ব্যক্তি এ দু'আ পড়বে তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে ইচ্ছা করলে যেকোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"[৬৬]

১৫। বাড়িতে ওযু করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী:

أَبَا سَعِيْدِنِ الْخُدْرِى قَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِىْ حَاجَتَهُ. ثُمَّ يَأْتِىْ أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন যুহরের নামাযের সময় হতো তখন আমরা উঠে দাঁড়াতাম এবং আমাদের হাজত সারতে বাড়িতে যেতাম এবং ওযু করে মসজিদে আসতাম।"[৬৭]

১৬। হিসাব করে পানি ব্যবহার করা সুন্নাত

হিসাব করে পানি ব্যবহার করা সুন্নাত, যেমন: এক মুদ।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

---

[৬৬] মুসলিম, হাদীস নং: ২৩৪।

[৬৭] মুসলিম, হাদীস নং: ৬৬৬

"আনাস রা. হতে আরো বর্ণিত, নবী করীম সা. এক 'মুদ্দ' পানিতে ওযু এক 'সা' হতে পাঁচ 'মুদ্দ' পরিমাণ পানিতে গোসল করতেন।"[৬৮]

১৭। হাত এবং পায়ের ফরয অঙ্গগুলো ধোয়ার সময় এর সীমা বাড়ানো সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ أُمَّتِيْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ، مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছেন, 'আমার উম্মত কিয়ামতের দিনে ওযুর নিদর্শনবাহী নিজেদের উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও হাত-পাসহ উপস্থিত হবে। তাই যারা তাদের ঐ উজ্জ্বলতা বাড়াতে চায় তারা যেন তা বাড়িয়ে নেয়।"[৬৯]

১৮। ওযুর শেষে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করা সুন্নাত

ওযু শেষে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করা সুন্নাত। আর এ দু'রাকা'আত সালাত এর সাওয়াব হচ্ছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِيْ فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

---

[৬৮] আল বুখারী, হাদীস নং: ২০১, মুসলিম, হাদীস নং: ৩২৫ ।

[৬৯] মুসলিম, হাদীস নং: ২৪৬ ।

"হযরত ওকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের উপর উট চরানোর দায়িত্ব ছিলো। একদিন আমার পালা এলে আমি উটগুলো সন্ধ্যায় চারণভূমি থেকে নিয়ে দেখলাম রাসূল দাঁড়িয়ে লোকদের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন। আমি তাঁর বক্তৃতার যে অংশ শুনতে পেলাম তা হলো: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে ওযু সমাধা করে অতঃপর একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দু'রাকাআত নামায পড়ে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।" [৭০]

একজন মুসলমান দিন ও রাতে অনেকবার ওযু করে থাকে। কেউ কেউ দিনে পাঁচবার ওযু করে আবার এমন অনেক আছে বিভিন্ন সময়ে অনেক বার ওযু করে থাকে, তারা হলো যারা ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য নামায আদায় করে। যথা: সালাতুল যোহা, কিয়ামুল লাইল তথা: তাহাজ্জুদ নামায।

সুন্নাত নিয়মে ওযু করার ফজিলত

১। এর দ্বারা নেককার বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত হওয়া যায়

যে ব্যক্তি উপরের নিয়মে উত্তমভাবে ওযু সম্পাদন করবে সে নেককার বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত হবে । এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

"হযরত ওসমান রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ওযু সম্পাদন করে, গুনাহ্ তার শরীর থেকে ঝরে পরে এমনকি তার আঙুলের নখের নিচ থেকেও।"[৭১]

২। তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়

যে ব্যক্তি উপরের নিয়মে উত্তমভাবে ওযু সম্পাদন করবে এবং ওযুর পরে দুই রাকাআত সালাত আদায় করে, তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

---

[৭০] মুসলিম, হাদীস নং: ২৩৪।
[৭১] মুসলিম, হাদীস নং: ২৪৫।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এ হাদীস

عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيْثَ لَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِي هٰذَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"হযরত উসমান রা. এর আযাদকৃত দাস হুমরান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওসমান ইবনে আফফান রা. এর জন্য ওযুর পানি নিয়ে আসলে তিনি ওযু করে বললেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করে থাকে। সে হাদীসগুলো কি তা আমার জানা নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে আমার এ ওযুর ন্যায় ওযু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি আমি যেভাবে ওযু করি এর মতো করে ওযু করে, অতঃপর দুই রাকা'আত সালাত আদায় করে এবং এ সময় কোনো কিছু চিন্তা না করে (সালাতের সাথে জড়িত বিষয় ব্যতীত), তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৭২]

৩। ওযুর উপকারিতা বা ফযিলত সম্পর্কে ইমাম নববী রহ. এর বক্তব্য

১. যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে ওযু করে, সে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবে। আর এভাবে শয়তান তার কাছ থেকে পিছু হটতে বাধ্য হবে এবং সে কোনোরূপ কষ্ট ব্যতীত নিরাপদে থাকতে পারবে।

২. ওযু হলো শারীরিক ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষার জন্য শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা দেয়ালস্বরূপ।

ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ

১. পায়খানা প্রসাবের রাস্তা দিয়া কোনো কিছু (পেশাব, পায়খানা, বীর্য, মযী, হাওয়া, রক্ত, কৃমি, পাথর ইত্যাদি) বের হলে ওযু ভঙ্গ হয়।[৭৩]

---

[৭২] আল বুখারী, হাদীস নং: ১৫৯, মুসলিম ২২৬।

[৭৩] আলমুমতে, শরহে ফিক্হ, ইবনে উশাই, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২০।।

অনুরূপভাবে দেহের অন্যান্য অঙ্গ থেকে (যেমন অপারেশন করে পেচ থেকে পাইপের মাধ্যমে) অপবিত্র (বিশেষ করে পেশাব-পায়খানা) বের হলেও ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।[৭৪]

২. মুখ ভরিয়া বমি হওয়া।

৩. শরীরের কোনো জায়গা হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।

৪. থুতুর সাথে রক্তের ভাগ সমান বা বেশী হওয়া।

৫. চিৎ বা কাত হয়ে হেলান দিয়া ঘুম যাওয়া।

এ প্রসঙে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

"রাসূলুল্লাহ সা. বলেনঃ চোখ হলো মলদ্বারের বাঁধন। সুতরাং যে ঘুমিয়ে যায়, সে যেন ওযু করে।"[৭৫]

অবশ্য হালকা ঘুম বা ঝিমালে (তন্দ্রা) আসলে ওযু ভঙ্গ হয় না। সাহাবায়ে কেরাম নবী সা. এর যুগে এশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যেতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. এলে তাঁরা নামায পড়তেন, কিন্তু নতুন করে ওযু করতেন না।[৭৬]

৬. পাগল, মাতাল বা অচেতন হওয়া।

৭. নামাযে উচ্চস্বরে হাসা।

৮. উটের গোশত (কলিজা ও ভুঁড়ি) খাওয়া।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

"এক ব্যক্তি মহানবী সা. কে জিজ্ঞাসা করলো, উটের গোশত খেলে ওযু করবো কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ উটের গোশত খেলে ওযু করো।"[৭৭]

৯. পেশাব-পায়খানার দ্বার (গুপ্তাঙ্গ) সরাসরি স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়। কিন্তু কাপড়সহ স্পর্শ করলে ওযু ভেঙ্গে যাবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

"মহানবী সা. বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিনা পর্দায় গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করবে , তার ওযু ওয়াজিব হয়ে যাবে।"[৭৮]

---

[৭৪] আলমুমতে, শরহে ফিক্‌হ, ইবনে উশাই, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২১।।

[৭৫] আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩১৬, সহীহুল জামে'৪১৪ নং হাদীস।

[৭৬] সহীহ মুসলিম ৩৭৬ নং হাদীস, সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং: ১৯৯-২০১।

[৭৭] সহীহ মুসলিম ৩৬০ নং হাদীস।

[৭৮] সিলসিলায়ে সহীহাহ, আলবানী ১২৩৫ নং হাদীস।

তায়াম্মুমের বিধি-বিধান

কোন কোন অবস্থায় তায়াম্মুম করা যাবে

১. পবিত্র পানি পাওয়া না গেলে

২. পানি পর্যন্ত পৌছতে গেলে নামায কাযা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে

৩. পানি পর্যন্ত পৌছার রাস্তায় কোন বিপদ বা জীবনের ঝুঁকি থাকলে।

৪. পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে

৫. পান করার পানি শেষ হবার সম্ভাবনা থাকলে

ফরয গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার দরকার হলে উপরোক্ত নিয়মেই করবে। এর জন্য আলাদা কোনো নিয়ম নেই। তবে পানি পাওয়ার সাথে-সাথেই গোসল করতে হবে। ওযুর জন্য পানি কিংবা তায়াম্মুমের জন্য মাটি কোনটিই না পাওয়া গেলে ওযু-তায়াম্মুম ব্যতীতই নামায পড়বে।

তায়াম্মুমের ফরজ

তায়াম্মুমের ফরজ ৩টি

১. নিয়ত করা

২. সমস্ত মুখ একবার মাসেহ করা

৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসেহ করা

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ.

"যদি তোমরা অসুস্থ হও, অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রসাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অত:পর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-অর্থাৎ, স্বীয় মুখ-মন্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মাসেহ কর।"[৭৯]

---

[৭৯] আল কুর'আন, সূরা মায়িদা ৫:৬।

যে সকল বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয

পবিত্র মাটি এবং মাটির ন্যায় সকল বস্তু (যেমন: পাথর, বালি, কাঁকর, সিমেন্ট প্রভৃতি) দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। ধুলাযুক্ত মাটি পাওয়া না গেলে ধুলাহীন পাথর বা বালিতে তায়াম্মুম করা যাবে।[৮০]

তায়াম্মুম করার সহীহ পদ্ধতি

সহীহ হাদীস অনুসারে তায়াম্মুম করার পদ্ধতি হলো:

(নিয়ত করার পর 'বিসমিল্লাহ' বলে) দুই হাতের তালু মাটির উপর মারতে হবে। তারপর তুলে নিয়ে তার উপর ফুঁক দিয়ে অতিরিক্ত ধুলোবালি উড়িয়ে দিয়ে উভয় হাত দ্বারা চেহারা মাসেহ করতে হবে। এরপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।[৮১]

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

যে যে কারণে ওযু ভঙ্গ হয়, ঠিক সে সে কারণে তায়াম্মুমও ভেঙে যায়। কারণ তায়াম্মুম হলো ওযুর বিকল্প। এ ছাড়া যে কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছে, সেই অসুবিধা দূর হয়ে গেলে তায়াম্মুম ভেঙে যায়। যেমন পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করলে, পানি পাওয়ার সাথে তায়াম্মুম ভেঙে যায়। অসুস্থতার জন্য তায়াম্মুম করলে, সুস্থ হওয়ার পর তায়াম্মুম ভেঙে যায়।[৮২]

তায়াম্মুমের মাসয়ালা-মাসায়েল

১। নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়ার বিধান

পানি খোঁজখোঁজির পর পানি না পেয়ে নামাযের আওয়াল ওয়াক্তেই নামায পড়া উচিত। শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা বা শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত পানি খোঁজা জরুরী নয়। আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ার পর, ওয়াক্ত থাকা অবস্থায় পানি পেলে পুনরায় নামায পড়ার প্রয়োজন নেই।

---

[৮০] ফাতাওয়া ইসলামিয়া, সাউদি উলামা-কমিটি,১/২১১৮।

[৮১] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুত মাসাবীহ ৫২৮।

[৮২] ফিকহুস সুনান, উর্দু, ১ম খণ্ড, পৃ নং: ৬৩।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

"হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে বের হলো। নামাযের সময় হলে তারা উভয়ে পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিল। অত:পর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা পানি পেয়ে গেল। একজন পানি দ্বারা ওযু করে পুনরায় নামায পড়লেন এবং অপরজন পড়লো না। অত:পর তারা রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট ঘটনাটি খুলে বললো। তিনি যে নামায পুনরায় পড়েনি তাকে উদ্দেশ্য করে বরলেন, 'তোমার নামায সুন্নাতের অনুসারী হয়েছে এবং তোমার নামায শুদ্ধ হয়েছে।' এবং যে নামায পুনরায় পড়লো তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব।" [৮৩]

কিন্তু সুন্নাত সম্পর্কে জেনে তায়াম্মুম করে একবার নামায পড়ার পর ওয়াক্ত থাকা অবস্থায় পানি পেয়ে পুনরায় ওযু করে নামায পড়া উচিত নয়।[৮৪]

২। পাশেই মজুদ পানি রেখে খোঁজখোঁজি না করে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার বিধান

পানি খোঁজখোঁজি না করেই তায়াম্মুম করে নামায পড়লে এবং পানি তার আশে-পাশে মজুদ থাকলে নামায বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাকে পুনরায় ওযু করে নামায পড়তে হবে।[৮৫]

৩। তায়াম্মুম করে নামায পড়া অবস্থায় পানি পাওয়া গেলে কী করবে

যে ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় পানি পাবে সে নামায ছেড়ে দিয়ে ওযু করে পুনরায় নামায পড়বে।[৮৬]

গোসল করার সহীহ নিয়ম

গোসল আরবী শব্দ এর অর্থ: পানি দিয়ে ধৌত করা।

মহান আল্লাহর বাণী:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا.

[৮৩] সুনানে ইবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে দারেমী, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং: ৫৩৩।
[৮৪] আলমুমতে, শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাই ১/৩৪৪।
[৮৫] আলমুমতে, শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাই ১/৩৪৩।
[৮৬] সুনানে ইবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে দারেমী, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং: ৫৩৩।

"যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও (গোসল করে নাও)।"[৮৭]

ফরজ গোসল করতে হলে প্রথমে গোসলের নিয়ত করে ৩ বার উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করবে। অত:পর বাম হাতের উপর পানি ঢেলে দেহের নাপাকী ধুয়ে ফেলবে। অত:পর বাম হাতকে মাটি অথবা সাবান দ্বারা ধুয়ে নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করবে। ওযুর পর ৩ বার মাথায় পানি ঢেলে ভাল করে চুলগুলো ধুয়ে নিবে, যাতে সমস্ত চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সারা শরীরে ৩ বার পানি ঢেলে ভালভাবে পরিষ্কার করবে। এবং গোসলের জায়গা পরিষ্কার না হলে গোসল শেষে উভয় পা ভালোভাবে ধুয়ে নিবে।[৮৮]

মহিলাদের গোসল পুরুষদের গোসলেন ন্যায়। মহিলার মাথার চুলের বেণী বাঁধা থাকলে তা খোলা জরুরী নয়, তবে ৩ বার পানি নিয়ে চুলের গোড়া অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে।[৮৯] নখ পালিস থাকলে গোসলের পূর্বেই তা তুলে ফেলতে হবে, নতুব গোসল হবে না তবে মেহেদী লাগানো অবস্থায় গোসল হয়ে যাবে।

ফরজ গোসল ও সুন্নাত গোসল এক গোসল দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে এজন্য আলাদা আলাদা গোসলে প্রয়োজন নেই। গোসলের পর নামাযের জন্য পৃথক ওযুর প্রয়োজন নেই। গোসলের পর ওযু ভাঙ্গার কোনো কারণ সংঘটিত না হলে গোসলের ওযুতেই নামায পড়া যাবে।[৯০]

যে সকল পানি দ্বারা ওযু-গোসল করা যাবে

পবিত্রতা অর্জন কেবল এমন পানি দিয়েই হতে পারে যা নিজে পাক। অপবিত্র পানি দিয়ে ওযু-গোসল করা যায় না। যে সকল পানি দ্বারা ওযু-গোসল করা যায় সেগুলো হলো: বৃষ্টি, নদ-নদী, খাল-বিল, ঝর্ণা, সমুদ্র, পাকা কুয়া ও পুকুরের পানি, ইহা মিঠা হোক কিংবা লোনা হোক।

---

[৮৭] আল কুর'আন, সূরা মায়িদা ৫:৬।

[৮৮] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীস নং: ৪৩৫-৪৩৬।

[৮৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৪৩৮।

[৯০] সুনানে ইবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং:৪৪৫।

যে সকল কারণে গোসল ফরজ হয়

পাঁচ কারণে গোসল ফরজ হয়। (ক) কামভাব সহকারে বীর্যপাত (খ) সহবাস: যদিও বীর্যপাত না হয় (গ) স্বপ্নদোষ: যদি বীর্যপাত হয় (ঘ) হায়েয এর পর ও (ঙ) নেফাস এর পর।

যে সকল কারণে গোসল ওয়াজিব হয়

তিন কারণে গোসল ওয়াজিব হয়।

১. যদি কেউ নতুন মুসলমান হয় এবং কাফির অবস্থায় গোসল ফরজ হয়ে থাকে, অথচ গোসল করেনি অথবা শরীয়ত অনুসারে গোসল না করে থাকে তবে তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়।

২. যদি কেউ পনের বছরের পূর্বে বালেগ হয় অর্থাৎ স্বপ্নদোষ হয় তার প্রথম স্বপ্নদোষের জন্য গোসল ওয়াজিব হয়। কিন্তু এরপর যে স্বপ্নদোষ হয় তাতে গোসল করা ফরজ হয়।

৩. মৃত মুসলমানকে গোসল দেয়া জীবিত মুসলামনেদের উপর ফরযে কিফায়া।

সুন্নাত গোসলের বিবরণ

চার ধরণের সুন্নাত গোসল রয়েছে: (ক) জুম'আর নামাযের জন্য গোসল (খ) ঈদের নামাযের জন্য গোসল (গ) হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার জন্য গোসল এবং (ঘ) আরাফাতের ময়দানে হজ্জ করার জন্য গোসল করা সুন্নাত।

জুতো পরার সুন্নাত নিয়ম

১। ডান দিক থেকে পরা এবং বাম দিক থেকে খোলা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُوْرِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

"আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর জুতা পরা, কেশ বিন্যাস, ওযু ইত্যাদি যাবতীয় শুভ কাজ ডান দিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।'"[৯১]

---

[৯১] বুখারী /১৬৮।

একজন মুসলিম বহুবার দিনে জুতো পরিধান এবং খুলে থাকে, যেমন মসজিদে প্রবেশ ও বের হবার সময়, টয়লেটে প্রবেশ ও বের হবার সময়, বাস-বাড়ি থেকে বের হবার সময় এবং ঘরে প্রবেশের সময়। যখন সে নিয়্যত এবং আন্তরিকতাসহ সুন্নাহ অনুযায়ী এই কাজটি করবে সে অনেক সওয়াব ও পুরস্কার অর্জনে সক্ষম হবে।

২। দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরিধান করা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

"হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।"[৯২]

৩। জুতা অথবা মোজার একপাট পরিধান করে চলাফেরা করা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا يَمْشِ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِيْ خُفٍّ وَاحِدٍ.

"হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জুতার একটি পাট পরে চলাফেরা না করে যতক্ষণ না সে অন্য পাটটি ঠিক করে নেয়, এবং একটি মোজা পরে চলাফেরা না করে।।"[৯৩]

কাপড় পরিধান এবং খোলায় সুন্নাত

১। কাপড় পরা এবং খুলে রাখার সময় বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম" আল্লাহর নামে খুলে রাখলাম।"[৯৪]

---

[৯২] আবু দাউদ শরীফ:, হাদীস নং: ৪১৩৫।

[৯৩] মুসলিম শরীফ:, হাদীস নং: ২০৯৯।

[৯৪] তিরমিযী-২/৫০৫, প্রমুখ এরওয়াউল গালীল এর ৪৯ এবং সহীহ আল জামে' এর ৩/২০৩ পৃ. দ্রষ্টব্য।

ইমাম আন নববী রহ. বলেন, সকল কাজের শুরুতেই বিসমিল্লাহ পড়া উচিত।[৯৫]

২। পোশাক পরিধানের সময় দু'আ পাঠ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ، وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

"হযরত সাহল বিন মুয়ায বিন আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কাপড় পরিধান করার সময় বলবে: 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এটা পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই তিনি আমাকে এটা দান করেছেন'। আর যে এটা পড়বে তার অতীত-বর্তমান গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[৯৬]

৩। কাপড় পরিধানের সময় ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوْا بِأَيَامِنِكُمْ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: যখন তোমরা পোশাক পরিধান করবে এবং ওযু করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে।"[৯৭]

---

[৯৫] যদি পোশাক পরিধান ও খোলার সময় বিসমিল্লাহ বলার কোনো দললি নেই, কিন্তু সাধারণভাবে সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার নিয়মানুসারে এখানেও বিসমিল্লাহ বলা উচিত।

[৯৬] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪০২৩।

[৯৭] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪১৪১।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখনই জামা পরতেন তখন ডান দিক দিয়ে শুরু করতেন।"[৯৮]

৪। পরিধেয় বস্তু বাম দিক থেকে খোলা[৯৯] সুন্নাত

৫। পুরুষদের উত্তম পোষাক হলো পাঞ্জাবী

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصَ.

"উম্মে সালমাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলের (স) কাছে অতি পছন্দনীয় কাপড় ছিল পাঞ্জাবি।"[১০০]

৬। রাসূলুল্লাহ সা. রেশমী কাপড় পরিধান করা অপছন্দ করতেন

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، وَقَالَ: «لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ.

'হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রেশমী কাপড়ের একটি জামা। রাসূলুল্লাহ (স) কে উপহার দেয়া হলো। তিনি তা পরিধান করলেন। এরপর সে অবস্থায় নামায পড়লেন। যখন নামায শেষ

---

[৯৮] সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং: ১৭৬৬।

[৯৯] বাম দিক থেকে খোলার কোন দলিল নেই, কিন্তু সাধারণ নিয়মানুসারে সকল ভালো কাজ ডান দিক থেকে শুরু হয় এবং বিপরীত কাজগুলো বাম দিক থেকে শুরু হয়। সুতরাং পোশাক পরিধান করার সময় ডান দিক খেকে ও খোলার সময় বাম দিক থেকে শুরু করতে হয়।

[১০০] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪০২৫।

করলেন তখন তা অপছন্দ করে খুবই দ্রুত খুলে ফেললেন। এরপর বললেন, এটা পরহেজগারদের জন্য পরিধান করা উচিত নয়।[১০১]

৭। রেশমী কাপড় পুরুষদের জন্য হারাম

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ حُذَيْفَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيْبَاجَ.

"হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি "তোমরা রেশমী কাপড় এমনকি এ জাতীয় কোন পোশাক পরিধান করো না।"[১০২]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.

"হযরত ওমর বিন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চই রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী কাপড় পড়ে যার পরকালে কোনো অংশ থাকবে না এবং তাকওয়া কথাটি সব মু'মিনের জন্য প্রযোজ্য। তবে সে ক্ষেত্রে মানুষের স্তর ভেদে মর্যাদা রয়েছে।"[১০৩]

৮। পুরুষদের জন্য হলদে কাপড় পরা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ. قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ. فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ، فَقَالَ: «مَا هٰذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ؟» فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ. فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُوْنَ

---

[১০১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৩৭৫।

[১০২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৫৪২৬।

[১০৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৫৮৩৫।

تَنُّورًا لَهُمْ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ.

"হযরত শুয়াইব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে একটি সরুপথ বেয়ে নামছিলাম, সে সময় তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন তখন আমার গায়ে হলুদ দ্বারা রং করা একটি কাপড়ের টুকরা ছিল (যা ওড়নার মত তবে তা পুরুষদের গামছা বা তোয়ালে জাতীয়)। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমার গায়ে এ কাপড়ের টুকরা কী? তখন আমি বুঝতে পারলাম, তিনি কী অপছন্দ করেছেন তখন আমি আমার পরিবারের কাছে এসে দেখলাম তারা রান্না করছে। অতপর সেই কাপড় আগুনে নিক্ষেপ করলাম। এরপর দিন আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে আসলাম, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দা, তুমি সেই কাপড়ের অংশ কী করেছ? তখন আমি তাঁকে সে ঘটনা জানালাম। তখন তিনি বললেন তোমার পরিবারে কাউকে পরিধান করতে দাওনি কেন? তা মহিলাদের জন্য কোনো দোষের নয়।"[১০৪]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্য এক হাদীসে বলেন

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.

"হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কষ্টদায়ক বা শক্ত কাপড় এবং রুকু সিজদায় কিরায়াত পড়তে ও হলদে রঙ্গের কাপড় পরিধান করতেও নিষেধ করেছেন।"[১০৫]

---

[১০৪] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪০৬৬।

[১০৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২০৭৮।

৯। চিত্রাঙ্কিত কাপড় পরিধান করা নিষেধ

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي».

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. কামিস বা একটি পাতলা কাপড়ের ওপর নামায আদায় করলেন। অতপর তাতে অংকিত ছবির প্রতি একবার দৃষ্টি দিলেন। যখন তিনি নামায সমাপ্ত করলেন। তখন বললেন, তোমরা এ কাপড়টি নিয়ে আবু জাহামে (বাজারে) নিয়ে যাও এবং আবু জাহাম (বাজার) থেকে বেগুনী রঙের অন্য একটি কাপড় আন, কেননা তা আমার নামাযে একাগ্রতার বদলে বেখেয়াল করে রেখেছে।"[১০৬]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي».

"হযরত আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত। তিন বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, 'আমি কাপড়টির চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলাম যখন আমি ছিলাম নামাযে তখন আমি ভয় করলাম, তা আমাকে ফিতনা, তথা বিপদগ্রস্থ করে ফেলবে।"[১০৭]

১০। প্রসিদ্ধতা বা অহংকার প্রকাশ পোশাক পরিধান করা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا».

---

[১০৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৩৭৩।
[১০৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৩৭৩।

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতি অর্জনের কাপড় পরিধান করে পরকালে আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছনাকর কাপড় পরিধান করাবেন। অতপর তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে।"[১০৮]

ঘরে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সুন্নাত

১। বিসমিল্লাহ বলে ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়া

ইমাম আন নববী রহ. বলেন, বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ বৃদ্ধি পায় এবং মানুষকে মহৎ করে তোলে।

২। ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্মরণ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيْتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ.

"হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি: যখন একজন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করার সময় এবং খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম নেয়, শয়তান বলে (অন্য শয়তানকে) তোমাদের জন্য কোনো বাসস্থানও নেই এবং কোনো খাবারও নেই।"[১০৯]

৩। ঘরে প্রবেশের সময় এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَلْيَقُلْ:

---

[১০৮] সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদীস নং: ৩৬০৭।

[১০৯] মুসলিম,, হাদীস নং: ২০১৮।

"হযরত আবু মালিক আশআরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সর্বোত্তম প্রবেশ এবং সর্বোত্তম বের হওয়া কামনা করি। আল্লাহর নামেই আমরা প্রবেশ করি এবং আল্লাহর নামেই আমরা বের হই এবং আমাদের রবের প্রতি আমরা তাওয়াক্কাল করি।"[১১০]

৪। ঘরে প্রবেশ করে মিসওয়াক করা সুন্নাত

(ওযু অধ্যায়ে উল্লিখিত হাদীস দেখুন) [১১১]

৫। ঘরে প্রবেশ করে ঘরের বাসিন্দাদের সালাম দেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

"অতপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করো, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহ্র কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দু'আ।"[১১২]

আর এখানে সালামকেই আল্লাহর প্রশংসা বলা হয়েছে।

৬। এই দু'আ পাঠ করে ঘর থেকে বের হওয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ

---

[১১০] আবু দাউদ,, হাদীস নংঃ ৫০৯৬।

[১১১] মুসলিম,, হাদীস নংঃ ২৫৩।

[১১২] আল কুর'আন, সূরা আন নুর ২৪ঃ৬১।

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয় তখন সে যেন বলে:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

'আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই অসৎ কাজ থেকে বাঁচার এবং সৎ কাজ করার।"

যে এটা বলে তাকে বলা হয়।

يُقَالُ حِيْنَئِذٍ: هُدِيْتَ، وَكُفِيْتَ، وَوُقِيْتَ. فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ.

"তোমার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তুমি নিরাপত্তা পাবে এবং শয়তান পশ্চাদপসারণ হবে।"[১১৩]

বি. দ্র: মুসলমানদেরকে দিন ও রাতে বহুবার মসজিদ, ঘর-বাড়ি, কাজ-কর্ম ইত্যাদির উদ্দেশে প্রবেশ ও বের হতে হয়। সুতরাং যখন সে প্রবেশ ও বের হবার সময় উক্ত সুন্নাতসমূহ পালন করে, তবে সে দুনিয়াবি উপকারিতার পাশাপাশি পরকালেও পুরস্কৃত হবে।

উক্ত সুন্নাহসমুহ পালনের উপকারিতা ও ফযিলত

১. বান্দা, এর দ্বারা বিশ্বজনীন ও ধর্মীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়মানুসারে করতে পারবে।

২. বান্দা, এর দ্বারা সকল পাপ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

৩. বান্দা, এর দ্বারা আল্লাহর অভিভাবকত্ব পাবে।

অন্যের ঘরে প্রবেশের সুন্নাত নিয়ম

১। অনুমতি নিয়ে অন্যের ঘরে প্রবেশ করা সুন্নাত

২। সালামের মাধ্যমে ঘরে প্রবেশের অনুমতি নেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

---

[১১৩] আবু দাউদ,, হাদীস নং: ৫০৯৬ এবং আত তিরমিযী,, হাদীস নং: ৩৪২৬।

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি না নেও এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা মনে রাখ।"[১১৪]

৩। কারো ঘরে প্রবেশের সময় নিজের পূর্ণ পরিচয় দেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُوْلُ: أَتَيتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِى، فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: «مَنْ ذَا» فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: «أَنَا أَنَا» كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

"হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাবার ঋণের ব্যাপারে আলোচনার জন্য নবী করীম সা. এর কাছে আসলাম। তারপর দরজায় কড়া নাড়লাম। অতপর তিনি বললেন, দরজায় কে? আমি বললাম, আমি, তারপর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আমি আমি কী? যেন তিনি তা অপছন্দ করলেন।"[১১৫]

৪। সালাম ব্যতীত কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে, তাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীসঃ

عَنْ جَابِرٍ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأ بِالسَّلَامِ.

"হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি সালাম না দিয়ে কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি চায়, তোমরা তাকে প্রবেশের অনুমতি দিও না।" [১১৬]

---

[১১৪] আল কুর'আন; সূরা আর নূর ২৪ : আয়াত নং:২৭।
[১১৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬২৫০।
[১১৬] মুসনাদে আবু ইয়ালা; হাদীস নং:১৮০৯ ।

৫। কোনো বিবাহিত মহিলার ঘরে একাকী প্রবেশ করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ... قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هٰذَا، عَلٰى مُغِيْبَةٍ، إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ.

"হযরত ওমর বিন হারিস রা. থেকে বর্ণিত, . . . রাসূলুল্লাহ সা. মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বললেন: আজকের পরে কোনো ব্যক্তি যেন স্বামী অনুপস্থিত এমন বিবাহিত নারীর ঘরে প্রবেশ না করে। তবে তার সাথে আরো একজন অথবা দু'জন পুরুষ থাকলে কোনো অসুবিধা নেই।"[১১৭]

৬। কারো ঘরে উঁকি দেওয়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: যদি কেউ অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরে উঁকি মারে, তবে তুমি পাথর মেরে তার চোখ নষ্ট করে দিলে এতে তোমার কোনো গুনাহ হবে না।"[১১৮]

মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত সমূহ

১। তাড়াতাড়ি মসজিদে যাওয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا

---

[১১৭] মুসলিম শরীফ; হাদীস নং:২১৭৩ ।

[১১৮] মুসলিম শরীফ; হাদীস নং:২১৫৬ ।

عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যদি মানুষ জানত কী পুরস্কার রয়েছে আযানে এবং প্রথম কাতারে এবং এটি পুরস্কার অর্জনের আর কোনো পথ না পেত লটারি করা ব্যতীত, তাহলে তার লটারি করত। যদি তারা জানতো যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করার কী পুরস্কার রয়েছে তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করতো। যদি তারা জানত ইশা এবং ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযিলাত, তাহলে তারা তা আদায় করতে আসত এমনকি যদি তাদেরকে হামাগুড়ি দিয়েও আসতে হতো।"[১১৯]

ইমাম নববী রহ. বলেন, তা'যীর অর্থ নামাযের জন্য তাড়াহুড়া অর্থাৎ দ্রুত গতিতে ছুটে যাওয়া।

২। মসজিদে যাওয়ার সময় এ দু'আ পড়া সুন্নাত

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَبَقِيْتُ كَيْفَ يُصَلِّيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَقُوْلُ

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা মাইমুনা রা. এর গৃহে রাত যাপন করছিলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি তা হলোঃ মুয়াযি্যন আযান দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সা. ঘর থেকে বের হলেন এবং বললেনঃ

: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا.

---

[১১৯] আল বুখারী, হাদীস নং: ৬১৫ এবং মুসিলিম, হাদীস নং: ৪৩৭।

"হে আল্লাহ! আমার ক্বলবে আপনি নূর দান করুন, আমার জিহ্বায় নূর দিন, আমার কানের মধ্যে নূর দিন, আমার চোখের মধ্যে নূর দিন, আমার পেছনে নূর দিন, আমার সামনে নূর দিন এবং আমার উপরে নূর দিন এবং আমার নিচে নূর দিন। হে আল্লাহ আমার উপর নূর বর্ষণ করুন।"[১২০]

৩। মসজিদে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত

মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদগণ বলেন, মসজিদে হেঁটে যাওয়ার মাধ্যমে পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ইসলামী শরী'আহ তাড়াহুড়া ব্যতীত মসজিদে হেঁটে যাওয়ার মাঝে নানা উপকার ও ফযিলত বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমি কী তোমাদেরকে এমন কথা জানাবো না, যা করলে আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন? লোকেরা বললো হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা. আপনি বলুন। তিনি বললেন: কষ্টকর অবস্থায় থেকেও পূর্ণাঙ্গভাবে ওযু করা, নামাযের জন্য বারবার মসজিদে যাওয়া, এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা; আর এ কাজগুলো হলো সীমান্ত প্রহরার মতো সাওয়াবের কাজ।"[১২১]

৪। ধীরস্থির ও প্রশান্তচিত্তে মসজিদে হেঁটে আসা সুন্নাত

ধীরস্থির ও প্রশান্তচিত্তে অর্থাৎ সাকিনাহ[১২২] এবং ওয়াকার[১২৩] সহ মসজিদে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. হাদীস

---

[১২০] মুসলিম, হাদীস ৭৬৩।

[১২১] মুসলিম, হাদীস নং: ২৫১।

[১২২] সাকিনাহ হচ্ছে ধীরে সুস্থে যাওয়া এবং তাড়াহুড়া বর্জন করা।

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি: যখন নামায শুরু হয়ে যায় তোমরা তাতে শরীক হওয়ার জন্য দৌড়াবে না বা তাড়াহুড়া করবে না। বরং ধীরস্থিরভাবে হেঁটে হেঁটে যাও। তোমাদেরকে গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে। এভাবে ইমামের সাথে নামাযের যে অংশ পাবে তাই পড়বে। আর যা পাবে না তা পূর্ণ করে নেবে।"[১২৪]

৫। মসজিদে প্রবেশের সময়ে দু'আ পাঠ করা সুন্নাত

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. হাদীস

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ.

"হযরত ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন তিনি বলতেন,

بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

'আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর। হে আল্লাহ, তুমি আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং হে আল্লাহ, তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও।"[১২৫]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য আরেকটি হাদীস

---

[১২৩] ওয়াকার হচ্ছে দৃষ্টিকে নামিয়ে রাখা এবং কণ্ঠকে নীচু রাখা এবং এদিক সেদিক অধিক তাকানো বর্জন করা।

[১২৪] আল বুখারী, হাদীস নং: ৬৩৬ এবং মুসলিম, হাদীস নং: ৬০২।

[১২৫] আন নাসায়ী, হাদীস নং: ৭২৮ এবং ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৭৭১।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন রাসূলুল্লাহ সা. এর ওপর দরূদ পাঠ করে এবং বলে:

.اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

'হে আল্লাহ, তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও।" [১২৬]

৬। ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ، يَقُوْلُ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنٰى.

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমাদের জন্য সুন্নাত হলো যখন তোমরা মসজিদে প্রবেশ করো তখন তোমরা ডান পায়ে প্রবেশ করবে।"[১২৭]

৭। তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় করা সুন্নাত

মসজিদে প্রবেশ করে (বসার আগে) তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

"হযরত আবু কাতাদাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন বসার পূর্বেই দু'রাকাআত নামায পড়ে নেয়।[১২৮]

---

[১২৬] সহীহ ইবনে মুহাম্মাদ আলবানী, হাদীস ২৬৭।

[১২৭] মুসতাদারক আল হাকিম, হাদীস নং: ৮২২।

[১২৮] আল বুখারী, হাদীস নং: ১১৬৩ এবং মুসিলিম, হাদীস নং: ৭১৪।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, 'নিষিদ্ধ সময়েও তাহিয়্যাতুল-মসজিদ সালাত আদায় বৈধ।'

ইমাম হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: 'মুজতাহিদগণের ঐক্যমত্য সিদ্ধান্ত হলো তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায একটি সুন্নাত[১২৯] নামায।

৮। প্রথম কাতারে বসা সুন্নাত

প্রথম কাতারে বসা সুন্নাত, যেমন রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، .

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যদি মানুষ জানত কী (পুরস্কার) রয়েছে আযানে এবং প্রথম কাতারে এবং এটি (পুরস্কার) অর্জনের আর কোনো পথ না পেত লটারি করা ব্যতীত, তাহলে তারা লটারি করত ..."[১৩০]

৯। মসজিদ থেকে বের হবার সময় এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদ থেকে বের হয়; তখন সে যেন বলে, "হে আল্লাহ, আমি তোমার কছে তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।"[১৩১]

ইমাম আবু দাউদ উক্ত হাদীসের সাথে দরূদ পাঠানো বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেন।

---

[১২৯] সুন্নাহ হলো এমন আমল যা পালন করা বাধ্যতামূলক নয়।

[১৩০] আল বুখারী, হাদীস নং: ৬১৫ এবং মুসলিম, হাদীস নং: ৪৩৭।

[১৩১] মুসলিম, হাদীস নং: ৭১৩, আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৬৩।

১০। মসজিদ থেকে বাম পা দিয়ে বের হওয়া সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ، يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى.

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের জন্য সুন্নাত হলো যখন তোমরা মসজিদে প্রবেশ করো তখন তোমরা ডান পায়ে প্রবেশ করবে এবং যখন বের হবে তখন বাম পায়ে বের হবে।"[১৩২]

মসজিদে বসার উপকারিতা ও ফযিলত

হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ ফেরেশতাদের দিক-নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন যারা সালাতের আগে পরে মসজিদে বসে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য এই বলে:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

'হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন' এবং 'হে আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।"[১৩৩]

এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে? মসজিদে বসা অবস্থায় আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন, দেখো যাদেরকে তোমরা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছিলে, তারা কীভাবে আমার প্রার্থনা করছে।

---

[১৩২] মুসতাদারাক আল হাকিম, হাদীস নং: ৮২২।

[১৩৩] আল বুখারী, হাদীস নং: ৪৪৫।

মসজিদে যে সকল কাজ করা নিষিদ্ধ

১। নামায ও যিকির ভিন্ন কাজে মসজিদকে পথ হিসেবে ব্যবহার না করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. বলেছেন

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: لَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلَّا لِذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ.

"হযরত সালিম রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা নামায ও যিকির ব্যতীত মসজিদকে পথ হিসেবে ব্যবহার করো না।"[১৩৪]

২। তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সাওয়াবের নিয়তে ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. বলেছেন

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، . . وَلَا تَشُدُّ الرِّحَالُ، إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِيْ.

"হযরত আব্দুল মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে শুনেছেন, তিনি চারটি কথা রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, ...(চতুর্থটি হলো) তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সাওয়াবের নিয়তে গমন করবে না। (মসজিদগুলো হলো) মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী।"[১৩৫]

৩। মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ না করা সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ না করতে বলেছেন, এমনকি তাদেরকে মসজিদে যাবার অনুমতি দিতে উৎসাহিত করেছেন।

---

[১৩৪] তাবারানী শরীফ; হাদীস নং:১৩২১৯।

[১৩৫] আল বুখারী, হাদীস নং: ৪৪৫।

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. বলেছেন

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

"হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমরা আল্লাহর বান্দিদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।"[১৩৬]

اِبْنِ عُمَرَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ.

"হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি: যদি তোমাদের স্ত্রীগণ মসজিদে যাবার অনুমতি চায়, তবে তাদেরকে মসজিদে যাবার অনুমতি দাও।"[১৩৭]

তবে মহিলাদেরকে মসজিদে যাবার আগে তার স্বামী থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং কোনো রকম সাজসজ্জা ও সুগন্ধি না লাগিয়ে মসজিদে যেতে হবে।

৪। মসজিদ নিয়ে গর্ব করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. বলেছেন

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَتَبَاهٰى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. মসজিদ নিয়ে গর্ব করতে নিষেধ করেছেন।"[১৩৮]

আযান এর সুন্নাতসমূহ

আযানের ক্ষেত্রে পাঁচটি সুন্নাত রয়েছে যা ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যেম তাঁর "যাদ আল মা'আদ" কিতাবে উল্লেখ করেছেন:

---

[১৩৬] মুসলিম শরীফ; হাদীস নং:৪৪২।

[১৩৭] মুসলিম শরীফ; হাদীস নং:৪৪২।

[১৩৮] ইবনুল হিব্বান;, হাদীস নং: ১৬১৩।

১। আযানের উত্তর দেয়া সুন্নাত

নবী করীম সা. বলেছেন,

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِي , رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ,قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ , صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ. فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

"আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা যখন আযান শুনবে তখন মুয়াযযিন যা বলেন তোমরা তাই বলবে।"[১৩৯]

তবে মুয়াযযিন যখন বলে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

"এসো নামাযের দিকে, এসো কল্যাণের দিকে।"

তখন তোমরা বলবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি এবং ক্ষমতা নেই।"[১৪০]

এই সুন্নাত পালনের উপকারিতা ও ফযিলত হচ্ছে, এটি জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য করে দেয়, যা সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২। আযান শোনার পরে নিম্নের দু'আ পড়া সুন্নাত

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ

"হযরত সাঈদ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের সাক্ষ্য প্রদানের পর বলবে:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا

---

[১৩৯] বুখারী ৬১১ মুসলিম পর্ব ৪, ১০/৩৮৩ ও মুসতাদারাক আল হাকিম, হাদীস নং: ৮২২ ।

[১৪০] আল বুখারী, হাদীস নং: ৬১৩ এবং মুসলিম, হাদীস নং: ৩৮৫ ।

'আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মাবূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মদ সা. তাঁর বান্দা এবং রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রভু এবং মুহাম্মদ সা. কে রাসূল এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে পরিতুষ্ট' غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১৪১]

এই সুন্নাত পালনের উপকারিতা ও ফযিলত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে।

৩। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. এর ওপর দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করা সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছেন; যখন তোমরা আযান শুনো তখন তোমরা এর পুনরাবৃত্তি করো অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো, কেননা যে রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করে মহান আল্লাহ তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"[১৪২]

এখানে দরূদ বলতে পূর্ণ দুরূদে ইবরাহীম উদ্দেশ্য

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: "قُولُوا:

"হযরত কা'ব বিন ওযরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে আমরা আহলে বায়তের প্রতি দরূদ

---

[১৪১] মুসলিম, হাদীস নং: ৩৮৬।
[১৪২] মুসলিম, হাদীস নং: ৩৮৪।

প্রেরণ করবো, আল্লাহ অচিরেই আমাদেরকে তা জানাবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা বল:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

"হে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ সা. ও তাঁর পরিবারের ওপর যেমনি আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম আ.-এর পরিবারের ওপর। হে আল্লাহ বরকত দান করুন মুহাম্মদ সা. ও তাঁর পরিবারের ওপর; যেমনি বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম আ. এর পরিবারের ওপর। আপনিইতো সর্বপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান।"[১৪৩]

৪। দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করার পর এই দু'আ পাঠ করা সুন্নাত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ:

"হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَهُ،

"হে আল্লাহ, এই সার্বিক আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, মুহাম্মদ সা. কে ওসীলা এবং ফযীলত তথা উচ্চতম মর্যাদা দান করো। আর, তাঁকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না।

[১৪৩] আল বুখারী, হাদীস নং: ৩৩৭০।

حلّت له شفاعتي يوم القيامة.

কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভের অধিকারী হবে।"[১৪৪]
এই দু'য়া পাঠ করার উপকারিতা হচ্ছে পুনরুত্থান দিবসে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর জন্য সুপারিশ করবেন।

৫। আযানের উত্তর দেয়ার পর নিজের কল্যাণ ও মঙ্গলের দু'আ করা সুন্নাত

অবশেষে নিজের জন্য দু'আ পাঠ করা, নিজের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.

"আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ঘোষণা করেছেন, আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের প্রার্থনা (আল্লাহর মহান দরবারে) অগ্রাহ্য হয় না।"[১৪৫]

৬। আযানের সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আযান দেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

عن بلال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا: ومد يديه عرضا.

"হযরত বিলাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে দেখিয়ে বলেন: এভাবে সুবহি সাদিক সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ফজরের আযান দেবে না।"[১৪৬]

ইক্বামাত এর সাথে সম্পৃক্ত সুন্নাতসমূহ

১। ইক্বামতের উত্তর দেয়া সুন্নাত

ইক্বামতের ক্ষেত্রে ইক্বামতকারী ব্যক্তি যা বলে তার পুনরাবৃত্তি করা, শুধু

---

[১৪৪] বুখারী, হাদিস নং-৬১৪
[১৪৫] আবু দাউদ,, হাদীস নং: ৫২১।
[১৪৬] আবু দাউদ,, হাদীস নং: ৫৩৪ ।

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

"এসো নামাযের দিকে, এসো কল্যাণের দিকে।"

এর জবাবে বলবে: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি এবং ক্ষমতা নেই।"

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ "নামায শুরু হতে যাচ্ছে।"

এর জবাবে বলবে: اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا

"আল্লাহ নামাজ প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং একে টিকিয়ে রাখবেন।"[১৪৭]

এ প্রসঙ্গে রাসূলে সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا.

"হযরত আবু ওমামাহ রাসূলুল্লাহ সা. এর কিছু সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, যখন হযরত বিলাল রা. ইক্বামত দিচ্ছেন এবং যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ 'নামায শুরু হতে যাচ্ছে' তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا 'আল্লাহ নামাজ প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং একে টিকিয়ে রাখবেন'।"

সুত্‌রা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি ও নিয়ম

সুত্‌রা দেয়ার দলিলটি সাধারণ মসজিদ কিংবা বাড়ি, নারী কিংবা পুরুষ সবার জন্যই। কিছু লোকেরা এই সুন্নাতকে অবলম্বন করে না, সুতরাং তারা সুত্‌রা ছাড়া সালাত আদায় করে। এই সুন্নাতটি একজন মুসলিম দিনে রাতে বহুবার পুনরাবৃত্তি করে থাকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, বিতর ইত্যাদি সালাতে। জামা'আতে সালাতের ক্ষেত্রে ইমামের সুত্‌রাই মুক্তাদীদের জন্য সুত্‌রা।

---

[১৪৭] আলোচ্য হাদীসটি যদিও একটি দুর্বল হাদিস তবুও এর আমল করা যেতে পারে। কারণ এটি আমল সংক্রান্ত হাদিস যা গ্রহণের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের সম্মতি রয়েছে।

১। সুত্‌রা সামনে রেখে সালাত আদায় করা সুন্নাত

হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, সুত্‌রার দিকে সালাত আদায় কর এবং এর কাছাকছি দাঁড়াও।"[১৪৮]

২। সুত্‌রার প্রশস্ততা ও উচ্চতা যতটুকু হবে

যে সালাত আদায় করে তার সামনে কিবলার দিকে সুত্‌রা নির্ধারণ করা হয়, যেমন- দেয়াল, লাঠি কিংবা খুঁটি। এর প্রশস্ততার কোনো সীমা নেই। এটা কমপক্ষে বাহনের পেছনের পিঠের কাঠখণ্ড সদৃশ বস্তুর সমান উঁচু হয় (প্রায় এক বিঘত পরিমাণ)।এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ :مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.

"আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (তাবুক যুদ্ধে) নবী করীম সা. নামাযীর সুত্‌রা (আড়) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন; তা উটের পালানোর পেছনের কাঠির সমান সাদৃশ্য হবে।"[১৪৯]

৩। সুত্‌রার দূরত্ব যতটুকু হবে

দাঁড়ানোর জায়গা থেকে সুত্‌রার দূরত্ব হবে তিন হাত, যাতে সিজদা দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ..

---

[১৪৮] আবু দাউদ,, হাদীস নং: ৬৮৫ এবং ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৯৪৫।

[১৪৯] আবু দাউদ,, হাদীস নং: ৬৮৫, মুসলিম ৫০০ এবং ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৯৪৫।

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সা. কাবার মধ্যে প্রবেশ করতেন, তখন কাবাকে সামনে রেখে চলতেন। আর কাবার দরজাকে পিঠের সম্মুখে রেখে হাঁটতেন। এমনকি তার মাঝে এবং কাবার দেয়ালের মাঝে যাকে তাঁর মুখমণ্ডলের সামনে রাখতেন তার দূরত্ব হচ্ছে তিন হাত।" [১৫০]

৪। যে ধরনের নামাযে সুত্রা প্রয়োজন

সুত্রা ইমাম, একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তি, ফরয কিংবা নফল সব সালাতেই সুত্রার বিধান রয়েছে। ইমামের সুত্রাই মুক্তাদীদের সুত্রা, সুতরাং প্রয়োজনে কাতারের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া বৈধ।

হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাদী গাধার উপর আরোহী অবস্থায় আগমন করলাম এবং আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা. কে মীনায় কোনো আড়াল ব্যতীত নামায আদায় করতে দেখলাম। আমি আরোহী অবস্থায় কিছুদূর অতিক্রম করে সারিতে প্রবেশ করলাম, কিন্তু এটাকে কেউ অপছন্দনীয় মনে করে নাই।" [১৫১]

সুত্রা দিয়ে নামায পড়ার উপকারিতা ও ফজিলত

১. সুত্রা সালাত ভ ঙ্গ হওয়া থেকে রক্ষা করে।

২. সুত্রা নামাযে অপূর্ণাঙ্গতা সৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।

নামাযীর সামনে দিয়ে হাঁটার ফলে নামাযীর নামাযে অপূর্ণাঙ্গতা সৃষ্টি হয়। তাই সুত্রা দিয়ে নামায পড়া উচিত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

---

[১৫০] আল বুখারী, হাদিস নং-৫০৬।

[১৫১] আত তিরমিযী,, হাদীস নং: ৩৩৫।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.

"আবূ যর গিফারী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: নামায পড়ার সময় যদি উটের পালানের শেষাংশের কাঠির পরিমাণ একটা সুতরা দেয়া না হয়, আর উক্ত নামাযীর সামনে দিয়ে (সাবালেগা) স্ত্রীলোক, গাধা ও কালো কুকুর চলে যায়, তবে নামায (এর একাগ্রতা) নষ্ট হবে।"[১৫২]

৩. সুতরা দ্বারা বিশেষ প্রয়োজনে নামাযীর সামনে দিয়ে হাঁটা যায়

যখন কারো নামাযীর সামনে দিয়ে হাঁটার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে সুত্‌রা মাধ্যমে নামাযীর সামনে দিয়ে সরাসরি না হেঁটে সুত্‌রার আড়াল দিয়ে হাঁটতে পারে।

৪. সুতরা নামাযীর মনোযোগ নষ্ট করা থেকে রক্ষা করে

এটি ঐ ব্যক্তিকে এদিক সেদিক তাকানো থেকে রক্ষা করে। এটি সালাতকে পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করে ।

নামাযের আহকামসমূহ

নামাযের আহকাম মোট ৭ টি :

১. শরীর পাক ২. কাপড় পাক ৩. নামাযের জায়গা পাক ৪. সতর ঢাকা ৫. কেবলামুখী হওয়া ৬. ওয়াক্ত মত নামায পড়া ৭. নামাযের নিয়ত করা।

নামাযের আরকানসমূহ

নামাযের আরকান মোট ৬ টি :

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা ২. সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ৩. কিরাত পড়া ৪. রুকু করা ৫. দুই সিজদা করা ৬. শেষ বৈঠক করা।

---

[১৫২] মুসলিম ৫১০।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের ওয়াজিব মোট ১৪ টি :

১. আলহামদু সূরা পুরো পড়া ২. আলহামদু সূরার সাথে অন্য সূরা পড়া ৩. রুকু সিজদায় দেরী করা ৪. রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ৫. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ৬. দুই সিজদার মাঝখানে বসা ৭. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া ৮. ইমামের জন্য কিরাত আস্তে কিংবা জোরে পড়া ৯. বিতরের নামাযে দু'আয়ে কুনূত পড়া ১০. দুই ঈদের নামাযে ছয় ছয় তাকবীর বলা ১১. ফরজ নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে কিরাত পড়া ১২. ফরযগুলির তারতীব ঠিক রাখা ১৩. ওয়াজিবগুলির তারতীব ঠিক রাখা ১৪. আস্‌সালামু আলাইকুম বলে নামায শেষ করা।

সালাতে যা পাঠ করা সুন্নাত

নামাযে যে সকল সুন্নাত পালন করা হয় সেগুলো হলো :

১। প্রথম তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমার) পর এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ:

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. যখন নামায শুরু করতেন তখন তিনি বলতেন:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

'হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার সত্তা অতি উচ্চ প্রতিষ্ঠিত এবং তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই'।"[১৫৩]

অথবা আপনি পাঠ করতে পারেন;

---

[১৫৩] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৭৭৬, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৮৯৮ এবং ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৮০৪।

حدثنا أبو هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة – قال أحسبه قال: هنية فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: "أقول.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মাঝে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ সা. আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবানী হোক, তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মাঝে চুপ করে থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন? তিনি বললেন এ সময় আমি বলি:

: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.

'হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার গুনাহ খাতাসমূহের মধ্যে এমন ব্যবধান সৃষ্টি করো যেরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পাপ মুক্ত করে এমন পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ তুমি আমার পাপসমূহ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও'।"[১৫৪]

২। ছানা পড়া সুন্নাত

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استفتح الصلاة قال:

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. নামাযের শূরুতে এই দু'আ পাঠ করতেন:

---

[১৫৪] আল বুখারী, হাদীস নং: ৭৪৪, মুসলিম, হাদীস নং: ৫৯৮।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

"তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি, হে আল্লাহ! তোমার নাম অতি বরকতময়, তোমার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।"[১৫৫]

৩। কুরআন পাঠের পূর্বে তা'আউয পাঠ সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هٰذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِيْ يَجِدُ:

"হযরত সুলায়মান ইবনে সুরাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমি কোনো কালামকে চিনতে পারি না যদি এর শুরুতে তা'উয:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

(আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি) পড়া না হয় ।"[১৫৬]

৪। অতপর বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوْا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

"আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠের সময় 'বিসমিল্লাহ' (পরম করুণাময় দয়ালু

---

[১৫৫] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৭৭৬, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ ,হাদীস নং:৮০৬, তাহাবী ১/১১৭, দারে কুতনী ১১৩, বাইহাকী ২/৩৪, মুসতাদরাক হাকেম ১/২৩৫, সুনানে নাসায়ী, সুনানে দারেমী, সুনানে ইআশা: ।

[১৫৬] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৭৭০ ।

আল্লাহর নামে শুরু করছি) পাঠ করবে কেননা এটা তারই একটা আয়াত।"[১৫৭]

৫। সূরা ফাতিহা পড়া

প্রত্যেক জেহরী নামাযে (ফরজ, মাগরিব, এশা, জুম'আ, তারাবীহ্ ও ঈদের নামাযে) সশব্দে এবং সির্রী (যোহর, আসর ও প্রত্যেক সুন্নাত নামাযে) নিঃশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ।

সূরা ফাতিহার ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

"হযরত উবাদা ইবনে সাবেত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ঐ ব্যক্তির সালাত হয় না যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে নি।"[১৫৮]

"হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন সালাত আদায় করে, যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি, তার ঐ সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।"[১৫৯]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

[১৫৭] মুসলিম, হাদীস নং: ৩৯৯।
[১৫৮] সহীহ বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী, ইরওয়াইল গালীল -৩০২।
[১৫৯] সহীহ বুখারী।

قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي (وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي) فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

"হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে সালাত পড়বে , তার সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ। তখন আবু হুরায়রা রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি? তিনি বললেন, তুমি মনে মনে পড়বে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, আমি সালাতকে ভাগ করেছি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধা করে। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে যা সে চাবে। যখন বান্দা বলে, 'আলহামদুলিল্লাহহি রাব্বিল আলামীন', তখন আল্লাহ তায়া'লা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো, এবং যখন বান্দা বলে, 'মালিক ইয়াওমিদ্দিন' তখন আল্লাহ তায়া'লা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণকীর্তন করলো এবং যখন বান্দা বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওইয়্যাকা নাস্তাইন' তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি (ইবাদত আমার জন্য এবং সাহায্য তার জন্য) এবং আমার বান্দার জন্য তা রয়েছে যা সে চেয়েছে এবং যখন বান্দা বলে 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম, ওলাদদোয়াল্লীন' তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যা চেয়েছে, তা তার জন্য রয়েছে।"[১৬০]

৬। ফাতিহা পাঠ করার পর 'আমীন' বলা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

---

[১৬০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৩৯০।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন (সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করে) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (তাদের পথে নয় যাদেরকে তুমি পথভ্রষ্ট করেছো) বলে তখন তোমরা 'আমীন' বলো, কেননা যার এ আমীন বলা ফিরিশতাদের বলার সাথে একই সময় হয়, তার পূর্বের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।" [১৬১]

৭। সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলানো

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ الصَّلَاةِ يَقْرَأُ..

"হযরত আবু বকর রা. বলেন, যে ব্যক্তি একাকী নামায পড়বে সে প্রত্যেক নামাজের প্রথম দু'রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোনো সূরা অথবা কুর'আনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করবে।"[১৬২]

'যার যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাত আস্তে পড়তে হয় এমন নামায পড়ে সে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোনো সূরা অথবা কুর'আনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করবে।'

'যার যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাত জোরে পড়তে হয় এমন নামায পড়ে সে সূরা ফাতিহার এবং অন্য কোনো সূরা অথবা কুর'আনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত না করে ইমাম সাহেব যা পড়বে তা শ্রবণ করবে।'

---

[১৬১] আল বুখারী, হাদীস নং: ৭৮২, মুসলিম, হাদীস নং: ৪১০।
[১৬২] আল বুখারী, হাদীস নং: ৭৫৬, মুসলিম, হাদীস নং: ৩৯৪।

৮। الله اكبر (আল্লাহু মহান) বলে রুকুতে যাবে

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ.

"নামাযে অবনত (ঝুকে যাওয়া) হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়।"[১৬৩]

৯। রুকুর দু'আ

রুকুতে নিম্নের দু'আটি তিনবার পাঠ করা সুন্নাত

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

'আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।'

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ.

"অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন।"[১৬৪]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، بِمَعْنَاهُ زَادَ، قَالَ: فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ.

"হযরত উকবা বিন আমের রা. হতে বর্ণিত, তার বর্ণনা বৃদ্ধি পেয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন রুকু করতেন, তখন বলতেন:

: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا

---

[১৬৩] আল কুর'আন, সূরা বাকারা, ২:৪৩।
[১৬৪] আল কুর'আন, সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬:৯৬।

'আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (তিনবার) আবার যখন সিজদা করতেন তখন বলতেন: 'আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (তিনবার)।"[১৬৫]

১০। রুকু থেকে উঠে দু'আ পাঠ করা

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন আবার রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তাকবীর বলতেন এবং রুকু থেকে উঠে বলতেন:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

'আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা শুনেন যে তাঁর প্রশংসা করে'।

حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ثُمَّ يَقُوْلُ: وَهُوَ قَائِمٌ

যখন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন দাঁড়িয়ে বলবে:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ،

"হে আমার প্রভু, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা।"[১৬৬]

অন্য বর্ণনামতে রুকু থেকে উঠে নিম্নোক্ত দু'আ পড়া সুন্নাত

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ:.

---

[১৬৫] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৮৭০।
[১৬৬] মুসলিম, হাদীস নং: ৩৯২।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. যখন রুকু থেকে উঠতেন তখন বলতেন:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রভু, আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা পরিপূর্ণ হোক সমস্ত আসমান ও জমীনে। এবং পরিপূর্ণ হোক আপনি যা কিছু চান ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল কিছুতে। আপনি প্রশংসা ও মর্যদার অধিকারী, আপনি যাকে কিছু দিবেন তাতে বাঁধা দেওয়ার মতো কেউ নেই, আপনি যাকে দিবেন না তাকে দেওয়ার মতো কেউ নেই। মর্যাদাশীলদের মর্যাদা আপনার আযাবের মুকাবিলায় কারো কোনো উপকারে আসবে না।"[১৬৭]

১১। اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু মহান) বলে সিজদায় যাবে

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

"আল্লাহকে সেজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত কর।"[১৬৮]

১২। সিজদার দু'আ

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى.

" আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।"[১৬৯]

---

[১৬৭] মুসলিম, হাদীস নং: ৪৭৭।

[১৬৮] আল কুর'আন, সূরা হা-মীম আস সিজদা, ৪১:৩৭।

[১৬৯] আল কুর'আন, সূরা আ'লা, ৭৮:১।

সিজদায় নিচের দু'আটি তিনবারের অধিক পড়তে হবে

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى.

"আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"[১৭০]

অথবা এই দু'আটি পড়বে

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

'আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা এবং প্রশংসা বর্ণনা করছি।'

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، بِمَعْنَاهُ زَادَ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا.

"হযরত উশবা বিন আমের রা. হতে বর্ণিত, তার বর্ণনা বৃদ্ধি পেয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন রুকু করতেন, তখন বলতেন: 'আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (তিনবার) আবার যখন সিজদা করতেন তখন বলতেন: 'আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা এবং প্রশংসা বর্ণনা করছি।' (তিনবার)।"[১৭১]

১৩। দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা

১৪। দুই সিজদার মাঝখানের দু'আ

দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে নিচের দু'আ একাধিকবার পড়বে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِىْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ

---

[১৭০] মুসলিম হাদীস নং ৭৭২, ইবনে মাযাহ হাদীস নং ৮৮৮।

[১৭১] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৮৭০।

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে সঠিক পথ দেখান, আমাকে শক্তি দাও, আমাকে নিরাপদ রাখুন, আমাকে রিযিক দাও।"

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَاهْدِنِيْ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. রাতের নামাযে বলতেন: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে সঠিক পথ দেখান, আমাকে শক্তি দাও, আমাকে নিরাপদ রাখুন, আমাকে রিযিক দাও।"[১৭২]

অথবা নিচের দু'আ পড়বে

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

"হে প্রভু তুমি আমাকে মাফ করে দাও, হে প্রভু তুমি আমাকে মাফ করে দাও।"

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ.

"হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন: হে প্রভু তুমি আমাকে মাফ করে দাও, হে প্রভু তুমি আমাকে মাফ করে দাও।'[১৭৩]

---

[১৭২] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৭৮।

[১৭৩] ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৮৯৭।

১৫। সিজদার সময় দু'আকে দীর্ঘায়িত করা সুন্নাত

কোনো ব্যক্তির জন্য উচিত নয় যে, সে দু'আকে সংক্ষিপ্ত করবে বরং যথাসম্ভব একে দীর্ঘায়িত করবে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন বান্দা সিজদায় থাকে তখন রবের সবচেয়ে নিকটে থাকে সুতরাং এতে বেশি করে দো'আ কর।"[১৭৪]

১৬। উভয় বৈঠকে তাশাহুদ পড়বে

সালাতের উভয় বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ اَلسَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوْا اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ وَلٰكِنْ قُولُوْا:

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নবী করীম সা. এর সাথে নামায পড়লাম। তখন আমরা বললাম: আল্লাহ তায়া'লার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তার অমুক অমুক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নবী করীম সা. বললেন তোমরা এরূপ বলো না, কেননা মহান আল্লাহ নিজেই শান্তি, বরং তোমরা বলবে:

---

[১৭৪] মুসলিম, হাদীস নং: ৪৮২।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .

"যাবতীয় শ্রদ্ধা, সালাত ও পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর হে নবী আপনার ওপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক। আর প্রশান্তি নিরাপত্তা আমাদের ও নেককার বান্দাদের ওপর বর্ষিত হোক। যখন সে এটা বলে তখন আসমান ও যমীনের সকল নেককার বান্দা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"[১৭৫]

১৭। শেষ তাশাহহুদের পর দরূদ পাঠ করা সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস দ্বারা স্বীকৃত দরূদ নিম্নরূপ

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ لَيْلٰى قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: قُوْلُوْا:

"হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু লায়ালী হতে বর্ণিত আমরা রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে আমরা আহলে বায়তের প্রতি দরূদ প্রেরণ করবো, আল্লাহ অচিরেই আমাদেরকে তা জানাবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা বল:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

[১৭৫] আল বুখারী, হাদীস নং: ৮৩৫।

آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"হে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ সা. ও তাঁর পরিবারের ওপর যেমনি আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম আ.-এর পরিবারের ওপর। হে আল্লাহ বরকত দান করুন মুহাম্মদ সা. ও তাঁর পরিবারের ওপর; যেমনি বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম আ.-এর পরিবারের ওপর। আপনিইতো সর্বপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান।"[১৭৬]

রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস দ্বারা স্বীকৃত দরূদ নিম্নরূপ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ وَيَقُوْلُ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. দু'আ করার সময় বলতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

'আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব হতে, জাহান্নামের আযাব হতে, জীবিত ও মৃতের ফিতনা হতে, এবং মসীহ দাজ্জালেন ফিতনা হতে'।"[১৭৭]

১৮. দরূদ পাঠ করার পর দু'আয়ে মা'সূরা পাঠ করা সুন্নাত

এ প্রসঙে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلَاتِيْ، قَالَ: "قُلْ"

---

[১৭৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৩৩৭০।

[১৭৭] আল বুখারী,, হাদীস নং: ১৩৭৭

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই তিনি রাসূলুল্লাহ সা. কে বললেন, আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযে পড়তে পারি। তিনি রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি বলবে:

: اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'হে আল্লাহ আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেহ গুনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল দয়াময়'।"[১৭৮]

মনে রাখার মতো কিছু বিষয়

১. প্রত্যেক রাক'আতে ছানা এবং তাশাহহুদ ছাড়াও নির্দিষ্ট তাসবীহসমূহ যথাযথভাবে পাঠ করতে হবে।

২. উল্লিখিত বিষয়গুলোতে যারা আরও বেশি দু'আ করতে চান তারা দু'আ ও যিকরের বই দেখতে পারেন এবং উল্লিখিত দু'আ এবং যিকরগুলোর অর্থও আপনারা প্রয়োজনে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।

সর্বোপরি ফরয নামাযে যে সকল সুন্নাত সমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো, তার পরিমাণ ১০টি। সুন্নাত নামাযসহ হিসাব করলে যার পরিমাণ হবে ২৪টি। এছাড়াও কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদ, সালাতুল দোহা ও তাহিয়াতুল মসজিদসহ হিসাব করলে এর পরিমাণ আরো বেশি হবে। আর দিনে-রাতে এ সকল সুন্নাত অনুসরণ করে নামায পড়লে পরকালে অধিক সাওয়াব ও বিশেষ পুরস্কার পাওয়া যাবে।

সালাতে যে কাজগুলো সম্পাদন করা হয়

সালাতে যে কাজগুলো সম্পাদন করা হয় তার সুন্নাহসমূহ

---

[১৭৮] বুখারী, ৭৩৪, মুসলিম৭৪, ২৭০৫ ইবনে মাযাহ ৩৮৩৫।

১। নিম্নের সময়গুলোতে হাত উঠানো সুন্নাত

ক. তাকবীরে তাহরীমা যখন বলা হয়।[১৭৯]

খ. যখন রুকুতে যাওয়া হয়।[১৮০]

গ. যখন রুকু থেকে উঠা হয়।[১৮১]

ঘ. যখন তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ানো হয়।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

"হযরত ইবনে উমার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. নামায আরম্ভকালে, রুকুতে যাওয়াকালীন তাকবীর বলার সময় এবং রুকু হতে মাথা উঠানোর সময় দু'হাত তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত ওঠাতেন।"[১৮২]

এ প্রসঙ্গে অন্য হাদীসে এসেছে:

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ "إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.

---

[১৭৯] আল বুখারী, হাদীস নং: ৭৩৬,৭৩৭ এবং ৭৩৮, মুসলিম, হাদীস নং: ৩৯০।

[১৮০] প্রাগুক্ত।

[১৮১] প্রাগুক্ত।

[১৮২] আল বুখারী,, হাদীস নং: ৭৩৬,৭৩৭ এবং ৭৩৮, মুসলিম, হাদীস নং: ৩৯০।

হযরত নাফে রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. যখন নামায আদায় করতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং উভয় হাত উত্তোলন করতেন। যখন রুকু করতেন তখন উভয় হাত উত্তোলন করতেন। যখন তিনি (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ) (আল্লাহ শুনেন কে তার প্রশংসা করেন) বলতেন তখন উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং যখন তিনি দু'রাক'আতের পর দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত উত্তোলন করতেন।" [১৮৩]

২। হাত উঠানোর নিয়ম

ক. যখন হাত উঠানো এবং নামানো হয় তখন আঙুলগুলো কাছাকাছি প্রসারিত থাকবে এবং হাতের তালু কিবলামুখী থাকবে।[১৮৪]

খ. হাত কাঁধের পার্শ্বদেশ পর্যন্ত অথবা কান পর্যন্ত উঠানো হবে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ. ثُمَّ يُكَبِّرُ.

"হযরত আবু হুমাইদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন এবং তাকবীর বলতেন।"[১৮৫]

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ.

"মালিক বিন হুওয়াইরেস রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. যখন তাকবীর বলতেন তখন, দু'হাত তাঁর কানের লতির বরাবর নিয়ে যেতেন।"[১৮৬]

---

[১৮৩] আল বুখারী,, হাদীস নং: ৭৩৯।
[১৮৪] আল বুখারী,, হাদীস নং: ২৩২০।
[১৮৫] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৭৩০।

৩। হাত বাঁধার নিয়ম

ডান হাতের উপর বাম হাত স্থাপন করা অথবা ডান হাত দ্বারা আপনার বাম হাতের কব্জির হাড়কে আঁকড়ে ধরা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ "رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ...... ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى.

"ওয়ায়েল বিন হুজর হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি নবী করীম সা. যখন নামাযে তাকবীর বলতেন তখন হাত তুলতেন. . . .. . এবং তিনি স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রেখে তাঁর সিনার ওপরে স্থাপন করতেন।" [১৮৭]

৪। সিজদার দিকে দৃষ্টি রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَرَمَقْتُ عُمَرَ فِىْ صَلَاتِهِ فَكَانَ بَصَرُهُ إِلٰى مَوْضِعِ سُجُوْدِهِ.

"হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রা. থেকে বর্ণিত, সুলায়মান রা. বলেছেন, আমি ওমর রা. এর সালাতের প্রতি দৃষ্টি দিলাম তার দৃষ্টি ছিলো সিজদার স্থানে।"[১৮৮]

৫। কিয়াম তথা দাঁড়ানোর নিয়ম

কিয়াম তথা নামাযে দাঁড়ানোর সময় পা সমূহকে আরামদায়ক দূরত্বে ফাঁক করে দাঁড়ানো সুন্নাত।

---

[১৮৬] আল বুখারী,, হাদীস নং: ৭৩৬,৭৩৭ এবং ৭৩৮, মুসলিম, হাদীস নং: ৩৯০ এবং ৩৯১।
[১৮৭] আল বুখারী,, হাদীস নং: ৭৪০, মুসলিম, হাদীস নং: ৪০১, আবু দাউদ, হাদীস নং: ৭৫৫।
[১৮৮] আল বায়হাক্বী, হাদীস নং: ৩৫৪৩ এবং ৩৫৪৫।

৬। কুর'আন পাঠ করার নিয়ম

তারতীলসহ কুর'আন পাঠ করা এবং যা পাঠ করা হচ্ছে তার দিকে মনোযোগ দেয়া। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا.

"হযরত হাফসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে নফল নামায বসে পড়তে দেখিনি। এমনকি মৃত্যুর একবছর পূর্ব পর্যন্ত। আর তিনি এর মধ্যে তারতীলের সাথে সূরা তিলাওয়াত করতেন।"[১৮৯]

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.

"এবং তারতীলসহ কুরআন তিলাওয়া করুন।"[১৯০]

৭। কোমরে হাত রেখে নামায পড়া নিষেধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. কোমরে হাত রেখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।"[১৯১]

---

[১৮৯] মুসলিম, হাদীস নং: ৭৩৩

[১৯০] সূরা মুজাম্মিল ৭৩;৪

৮। নামাযের কাতারে মিলে-মিশে দাঁড়ানো

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতাগণ মাগফিরাত কামনা করেন তাদের জন্য, যারা নামাযে কাতারবদ্ধ হয়ে এক অপরের সাথে মিলে-মিশে দাঁড়ায়।"[১৯২]

রুকু করার সময় করণীয় সুন্নাত

রুকু করার সময় করণীয় সুন্নাতগুলো হচ্ছে :

১। আঙুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

"অয়েল বিন হুজর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. রুকুর সময় আঙুলগুলো (হাঁটুর উপর) ফাঁক-ফাঁক করে স্থাপন করতেন।"[১৯৩]

২। হাত দ্বারা হাঁটুকে আকড়ে ধরা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ أَبَا مَسْعُوْدٍ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا فِى الْمَسْجِدِ،

---

[১৯১] মুসলিম শরীফ,, হাদীস নং: ৫৪৫।

[১৯২] সুনানে ইবনে মাজাহ,, হাদীস নং: ৯৯৫।

[১৯৩] মুসতাদরাক আল হাকেম, হাদীস নং: ২৬৪।

فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ..

মাসউদ রা. এর পিতা হযরত ইবনে ওমর আল আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, আমরা (ওমর রা.) তাঁকে রাসূলুল্লাহ সা. এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর তিনি আমাদের মাঝে মসজিদের মধ্যে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাকবীর বললেন, যখন তিনি রুকু করলেন তার দু'হাত হাঁটুর উপর রাখলেন এবং তার আঙুল হাঁটুর নিচ পর্যন্ত পৌছালেন।"[১৯৪]

৩। পিঠকে সমানভাবে বিস্তার করে রাখা সুন্নাত

পিঠকে এমনভাবে বিস্তার করা যাতে তা সমান হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ..

"হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়ীদি রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর নামায মুখস্থ করেছি। আমি তাকে দেখেছি যখন তিনি তাকবীর বলতেন তখন তিনি উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন। যখন তিনি রুকু করতেন তখন উভয় হাত হাঁটুর উপর স্থিরভাবে রাখতেন। অতঃপর তাঁর পিঠকে নিচের দিকে নোয়াতেন।"[১৯৫]

৪। মাথাকে সমান্তরালে রাখা সুন্নাত

মাথাকে এমন সমান্তরালে রাখা যেন তা পিঠের সমান্তরালে[১৯৬] থাকে যেন তা উঁচু কিংবা নীচু না হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

---

[১৯৪] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৮৬৩, মুসতাদরাক আল হাকেম, হাদীস নং: ৮৪৫।

[১৯৫] আল বুখারী, হাদীস নং: ৮২৮।

[১৯৬] অর্থাৎ মাথা যেন মেরুদণ্ড বরাবর থাকে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيْرِ ، وَالْقِرَاءَةَ : بِـ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ ، وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ .

"আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) দ্বারা নামায ও 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (পাঠ) দ্বারা কিরায়াত আরম্ভ করতেন। আর যখন রুকু করতেন তখন তাঁর মাথা মুবারক না উঁচু রাখতেন, না নিচু এবং (মাথা ও পিঠকে) সোজা সমতল করতেন।"[১৯৭]

সাজদাহ এর সময় করণীয় সুন্নাত

সিজদাহর সময় পালনীয় সুন্নাতসমূহের মধ্যে রয়েছে

১। কনুইদ্বয় দেহের পার্শ্বদেশ থেকে দূরে রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ اِبْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

"ইবনে বুহায়না রা. হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম সা. যখন নামাযে সিজদা করতেন তখন পার্শ্বদেশ হতে তাঁর দু'হাতকে এমন দূরে রাখতেন ফলে তাঁর বগলদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্য দেখা যেত।"[১৯৮]

২। উরু থেকে পেটকে আলাদা রাখা সুন্নাত

৩। উরুদ্বয়কে পায়ের নলা থেকে দূরে রাখা নিশ্চিত করা সুন্নাত

---

[১৯৭] মুসলিম ৪৯৮।

[১৯৮] আত তিরমিযী, হাদীস নং: ২৬০।

৪। দুই হাঁটুকে আলাদা রাখা সুন্নাত

৫। পায়ের পাতাকে খাড়া রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوْبَتَانِ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ সা. কে হারিয়ে ফেললাম, অতঃপর আমি তাঁর নিকট পোঁছলাম আর তিনি সিজদা অবস্থায় ছিলেন, তার পাদ্বয় ছিলো খাড়া অবস্থায়।"[১৯৯]

৬। পায়ের পাতাকে (অগ্রভাগকে) কিবলামুখী রাখা সুন্নাত

পায়ের পাতাকে (অগ্রভাগকে) কিবলামুখী রাখা নিশ্চিত করা, সুতরাং পায়ের পাতার জোড়াসমূহকে মেঝেতে স্থাপন করা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ.

"আবূ হুমাইদ সায়েদী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে নামায পড়তে দেখেছি, যখন তিনি সিজদায় যেতেন তখন কেবল তাঁর হাতের তালুদ্বয়কে (মেঝেতে) রাখতেন। হাতের অন্য অংশকে বিছাতেন না এবং দু'হাতকে সংকোচও করতেন না। আর দু-পায়ের আঙুলগুলোর অগ্রভাগকে কিবলামুখী করতেন।"[২০০]

---

[১৯৯] আন নাসায়ী, হাদীস নং: ১১০০।
[২০০] আল বুখারী, হাদীস নং: ৮২৮।

৭। সিজদার সময় দুই পাকে একত্রে স্থাপন করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ: فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُمَا مُنْتَصِبَتَانِ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, আমি (সিজদা অবস্থায়) রাসূলুল্লাহ সা. এর পায়ের পাতার উপর আমার হাত রাখলাম, তখন তাঁর পাদ্বয় ছিলো খাড়া অবস্থায়।"[২০১]

৮। সিজদার সময় হাতকে কাঁধ অথবা কান বরাবর রাখা সুন্নাত

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ فَرَفَعَ يَعْنِي يَدَيْهِ فَرَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: ثُمَّ هَوَى فَسَجَدَ، فَصَارَ رَأْسُهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ.

"হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসলাম, আমি ইচ্ছা করলাম আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সা. এর নামাযের দিকে দৃষ্টিপাত করবো। অতঃপর আমি দেখলাম যখন তিনি নামায শুরু করলেন তখন তিনি তাকবীর বললেন এবং দু'হাত উত্তোলন করলেন এবং তার বৃদ্ধাঙ্গুলী তার কানের লতি পর্যন্ত উঠালেন। অন্য হাদীসে রাবী বলেন, অতঃপর তিনি নিচের দিকে ঝুঁকে পড়তেন এবং সিজদা করতেন এবং তার মাথা উভয় হাতের তালুর মাঝে রাখতেন।"[২০২]

৯। সিজদার সময় হাতকে সোজা রাখা সুন্নাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ، وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ.

---

[২০১] ইবনে খুজাইমাহ, হাদীস নং: ৬৫৪।
[২০২] ইবনে খুজাইমাহ, হাদীস নং: ৬৪১।

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমাদের কেউ যখন সিজদা দেবে, সে যেন কুকুরের ন্যায় মাটিতে হাত বিছিয়ে না দেয় বরং সোজা সাবলীল রাখবে।"[২০৩]

১০। সিজদার সময় আঙুলসমূহকে একত্রে রাখা নিশ্চিত করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ.

"হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সা. যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর আঙুলগুলোকে মাটির সাথে মিলিয়ে রাখতেন।"[২০৪]

১১। সিজদার সময় আঙুলসমূহকে কিবলামুখী রাখা নিশ্চিত করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، نَحْوَ هٰذَا قَالَ: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ.

"মুহাম্মদ বিন আমর বিন আতা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি অনুরূপ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন সিজদা করতেন তখন উভয় হাত বিছিয়ে রাখতেন না এবং সংকুচিত করে রাখতেন না এবং তিনি আঙুলগুলোকে কিবলামুখী করে রাখতেন।"[২০৫]

---

[২০৩] ইবনে আবি শাইবাহ ভলি-১, অধ্যায় ৩৬, হাদীস নং: ১।

[২০৪] ইবনে খুজাইমাহ, হাদীস নং: ৬৪২, আল বুখারী, হাদীস নং: ৪১৯।

[২০৫] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৭৩২।

নামাযের বৈঠকে পালনীয় সুন্নাত

১। দুই সিজদার মাঝে বসার সুন্নাত পদ্ধতি

দুই সিজদার মাঝে বসার দু'টি সুন্নাত পদ্ধতি রয়েছে :

ক. 'জালস আল ইকআ'[২০৬] এটি হলো এমন পদ্ধতিতে যাতে দু'টি পায়ের পাতাই খাড়া রেখে গোড়ালির উপর বসা হয়।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جُفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"অবশ্যই তিনি তাউস রা. থেকে শুনেছেন, তিনি বললেন আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে বললাম (রাসূলুল্লাহ সা.) তিনি দু'পায়ের উপর ইকআ হয়ে বসতেন। তিনি বললেন এটা সুন্নাত। তাকে বললাম আমরা এ নিয়ে লোকদের মাঝে কঠোরতা দেখেছি, অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন বরং এটা নবী করীম সা. এর সুন্নাত।"[২০৭]

খ. 'জালস আল ইফতিরাস'[২০৮] এটি হলো এমন একটি পদ্ধতি যাতে ডান পা খাড়া রেখে বাম পা শোয়ায়ে রেখে বসা হয়।

২। দু'সিজদার মাঝে বৈঠক দীর্ঘ করা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ، كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

---

[২০৬] এটি হলো দু'সিজদার মাঝে বসার নিয়ম, তাশাহুদ পড়ার বৈঠক অনুরূপ নয়।

[২০৭] মুসলিম শরীফ,, হাদীস নং: ৫৩৬

[২০৮] এটি হলো তাশাহুদ বৈঠকের বসার নিয়ম।

يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ "كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সা. কে আমাদের নিয়ে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি কম বেশি না করে আমি তোমাদেরকে সেভাবেই নামায আদায় করে দেখাবো। হযরত সাবিত রা. বলেন, আনাস রা. এমন কিছু করতেন যা তোমাদেরকে করতে দেখি না। তিনি রুকু থেকে দাঁড়িয়ে এতটাই বিলম্ব করতেন যে, কেউ বলতো তিনি সিজদার কথা ভুলে গেছেন। আবার তিনি দুই সিজদার মাঝে এতটাই বিলম্ব করতেন যে, কেউ বলতো তিনি পরবর্তী সিজদার কথা ভুলে গেছেন।"[২০৯]

৩। প্রথম বৈঠকে বসার নিয়ম

তাশাহুদে প্রথম বৈঠকে যা জালসা আল ইফতিরাসের ন্যায় ডান পা খাড়া রেখে বাম পা শোয়ায়ে রেখে বসা, কিন্তু এক্ষেত্রে সুন্নাত হলো বৈঠক যথাসম্ভব দীর্ঘ করা।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ: فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

---

[২০৯] বুখারী শরীফ,, হাদীস নং: ৮২১

"অতঃপর আবু হুমাইদ আস সায়িদী রা. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর নামায মুখস্থ করেছি, অতঃপর যখন তিনি দু'রাকা'আতের পর বসতেন তিনি বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। আর যখন তিনি শেষ রাকাআতে বসতেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং অন্য পা খাড়া রাখতেন এবং বাম পায়ের উপর বসতেন।" [২১০]

৪। বৈঠকে বাম হাতের ওপর ভর দিয়ে বসতে রাসূল সা. এর নিষেধ করেছেন

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى رَجُلًا وَهُوَ جَالِسٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَلَاةُ الْيَهُوْدِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বাম হাতের ওপর ভর দিয়ে নামাযে বসতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, এ জাতীয় বসা হলো ইহুদীদেও নামায।" [২১১]

তাশাহহুদ (উভয় বৈঠক) বৈঠকে পালনীয় সুন্নাত

১। শেষ তাশাহহুদে বসার সুন্নাত পদ্ধতি

শেষ তাশাহুদে বসার সুন্নাত পদ্ধতি তিনটি:

ক. 'আত তাওয়াররুক' এটি হচ্ছে ডান পা খাড়া রাখা, বাম পা ডান পায়ের নলার নিচে স্থাপন করা এবং মেঝেতে বসা।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

---

[২১০] বুখারী শরীফ,, হাদীস নং: ৮২৮

[২১১] মুসতাদরাক হাকিম;, হাদীস নং: ১০০৭

"আবু হুমাইদ আস সায়িদী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর নামায মুখস্থ করেছি, আমি তাকে দেখিছি যখন তিনি দ্বিতীয় রাকাআতে বসতেন, বাম পাকে বিছিয়ে দিতেন এবং অপর পাকে খাড়া রেখে তার উপর বসতেন।"[২১২]

খ. উপরের উল্লিখিত নিয়মে বসা শুধু মাত্র ডান পাকে খাড়া না করে বাম পায়ের মতো বিছিয়ে দেয়া।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى..

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, তখন বাম পাকে বিছিয়ে দিয়ে উরু ও সাকের উপর বসতেন এবং ডান পাকেও বিছিয়ে দিতেন।"[২১৩]

গ. ডান পা খাড়া রাখা এবং বাম পা ডান পায়ের নলা এবং উরুর মাঝে স্থাপন করা।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ

---

[২১২] আল বুখারী, হাদীস নং: ৮২৮।

[২১৩] মুসলিম, হাদীস নং: ৫৭৯।

"আবু হুমাইদ রা. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবীদের মজলিসে ছিলাম, তারা রাসূলুল্লাহ সা. এর নামায নিয়ে আলোচনা করতেছিলেন। যখন তিনি চতুর্থ রাকাআতে বসতেন তখন উরুকে জমিনের উপর বিছিয়ে দিতেন এবং উভয় পাকে এক দিকে বিছিয়ে বের করে দিতেন।"[২১৪]

২। বৈঠকে আঙ্গুলগুলো রাখার সুন্নাত পদ্ধতি

দু'হাত উরুর উপর রাখা: ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রেখে আঙুলগুলোকে প্রসারিত করে একত্রে রাখা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى ، وَالْيُمْنٰى عَلَى الْيُمْنٰى.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. যখন তাশাহহুদে (আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য) বসতেন তখন বাম হাত বাম হাঁটুর ওপর ও ডান হাত ডান হাঁটুর ওপর রাখতেন।"[২১৫]

৩। তাশাহহুদ পড়ার সময় আঙুল উঠানোর সুন্নাত নিয়ম

শাহাদাত আঙুল দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই তাশাহহুদের সময় ইশারা করা, বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যমার সাথে মিলিয়ে বৃত্তাকার করা। শাহাদাত অঙুলের দিকে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَالْيُمْنٰى عَلَى الْيُمْنٰى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِيْنَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

---

[২১৪] আবু দাউদ,, হাদীস নং: ৭৩১

[২১৫] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং: ৬০০০।

السَّبَّابَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ : وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، وَأَشَارَ بِالَّتِيْ تَلِي الْإِبْهَامَ .

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. যখন তাশাহহুদের (আত্তাহিয়্যাতু পড়ার) জন্য বসতেন তখন বাম হাত বাম হাঁটুর ওপর ও ডান হাত ডান হাঁটুর ওপর রাখতেন এবং (আরবীয় পদ্ধতিতে) তিপান্ন গণনার অবস্থার ন্যায় (ডান) হাতের তর্জনী ছাড়া আঙুলগুলোকে গুটিয়ে নিতেন এবং তর্জনী আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন। (অর্থাৎ তাশাহহুদের শেষ দিকে ইল্লাল্লাহ বলার সময় উক্ত আঙুলকে উপর নীচু নামা-উঠা করে আল্লাহর একত্বের প্রতি ইশারা করতেন)।"[২১৬]

৪। সালাম ফিরানোর সুন্নাত পদ্ধতি

'আত তাসলীম' এটি হচ্ছে সালাত শেষে ডান অতঃপর বাম দিকে মাথাকে ফিরানো। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ..

"আমর ইবনে সাদ রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর সালাত দেখেছি, তিনি প্রথমে ডানদিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন।"[২১৭]

উপরে বর্ণিত নামাযের সুন্নাতসমূহের সারসংক্ষেপ

প্রতি রাকাআত নামাযে অন্তত ২৫টি সুন্নাহ অনুসরণ করা যেতে পারে। আর এ সুন্নাহগুলোর মধ্যে দু'একটি ব্যতীত কোনটিরই পুনরাবৃত্তি হয় না। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুন্নাহ হলো:

১. প্রথম তাকবীরে তথা তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় হাত উত্তোলন করা।

---

[২১৬] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৯৯২।

[২১৭] মুসলিম, হাদীস নং: ৫৯১।

২. দ্বিতীয় রাকআত শেষ করে তৃতীয় রাকা'আত শুরু করার জন্য দাঁড়ানোর সময় কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন করা।

৩. উভয় বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শাহাদাৎ আঙুল উঠিয়ে রাখা।

৪. জালসা আল ইফতিরাস যা প্রত্যেক চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে দু'বার এবং প্রত্যেক দু'রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে একবার করতে হয়।

৫. আত তাওয়াররুক বৈঠকে বসা, এটা এমন বৈঠক যাতে তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব।

৬. নামায শেষ করার উদ্দেশ্যে সালাম ফিরানোর সময় ডানে বামে মাথা ফিরানো।

বি. দ্রঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ পুরস্কার ও মর্যাদা লাভ করতে হলে নামাযকে সুন্দভাবে পড়তে হবে, আর এজন্যই উক্ত সুন্নাতসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

প্রতিটি চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয ও সুন্নাত নামাযে এ সুন্নাহগুলো পালন করা হয়, সর্বোপরি এই সুন্নাহগুলো হলো ৩৪টি।

ইবনে কাইয়্যেমের কিছু পরামর্শ

বান্দাহ দু'অবস্থায় আল্লাহর নিরাপত্তার চাদরে থাকে, ১. নামায পড়া অবস্থায় এবং ২. কিয়ামতের মাঠে।

সুতরাং যে প্রথমটি তথা নামাযকে পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারবে সে কিয়ামতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। আর যে নামায পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করে না সে নামাযে যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে তেমনি কিয়ামতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরযের আগে-পরের সুন্নাত সালাত সমূহ

এ সুন্নাত সমূহ দু'ধরনের:

(ক) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মোট ১২ রাকা'আত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে :

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ، تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

"হযরত উম্মে হাবিবা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি "যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বারো রাকা'আত (সুন্নাত) নামায পড়বে তার বদলে তার জন্য জান্নাতে একখানা অট্টালিকা নির্মিত হবে।"[২১৮]

এই সালাতগুলো হচ্ছে:

১. ফজরের সালাতের আগে দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত

২. যুহরের আগে চার রাকা'আত এবং পরে দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত

৩. মাগরিবের পর দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত এবং

৪. সালাতুল ইশার পর দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত ।

ওহে পাঠক! তোমরা কী জান্নাতে একটি বাড়ি বানাতে চাও, তাহলে নবীজী সা. এর উপদেশ অনুযায়ী প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নিয়মিত এই বারো রাকা'আত নামায আদায় করো।

(খ) সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা

সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা মোট ১০ রাকা'আত। এ নামাযগুলো হলো:

১. আসরের আগে ৪ রাকা'আত নামায

২. মাগরিবের আগে ২ রাকা'আত এবং

৩. এশার আগে ৪ রাকা'আত।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত নিয়মিত আদায়

কেননা প্রতিটি ভাল কাজ দশ গুণ বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং ৫ ওয়াক্ত নামায পড়লে দশগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ ওয়াক্তের সাওয়াব পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. বলেন:

---

[২১৮] মুসলিম শরীফ ,হাদিস নং-৭২৭

عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُوْلُ: " لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ . . . فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِيْ ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا، فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ، قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَهِيَ خَمْسُوْنَ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ، وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ.

"হযরত সারিক বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আনাস রা. কে বলতে শুনেছি, মিরাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সা. কাবাগৃহে ছিলেন (বিস্তারিত হাদিসের শেষাংশ). . . হে আমার রব। আমার জাতি শারীরিকভাবে, মানসিক শক্তিতে, শ্রবণ শক্তিতে ও দৃষ্টি শক্তিতে দুর্বল, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য হালকা করে দিন। মহান আল্লাহ জবাবে বললেন, আমার কথার কোন পরিবর্তন হয় না, যেভাবে আমি আপনার ওপর নাযিলকৃত কিতাবে বর্ণনা করেছি। তিনি বলেন, প্রত্যেক একটি ভাল কাজ দশটির সমতুল্য। সুতরাং মূল কিতাবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত-ই থাকলো কিন্তু তোমার ওপর ফরয হলো পাঁচ ওয়াক্ত।[২১৯]

যেখানে সালাতের ওয়াক্ত সেখানেই সালাত আদায় করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ

---

[২১৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং:৭০১৭।

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. . . . وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةَ.

"হযরত আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. মদীনায় আগমন করে বানু ওমর বিন আওফ গোত্রে দশদিন অবস্থান করলেন. . . . . .এবং তিনি যে স্থানে সালাতের সময় হত, সেখানে সালাত পড়ে নিতেই পছন্দ করতেন।[২২০]

এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُعْطِيتُ خَمْسًا . . . . وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ.

"হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই নবী করীম সা. বললেন, আমাকে পাঁচটি নিয়ামত দান করা হয়েছে,. . . জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। অতএব আমার উম্মতের যে কেউ যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত পাবে সালাত পড়ে নিবে।"[২২১]

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর কুর'আন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দু'আসমূহ

১। ব্যাপকার্থবোধক দু'আ করা সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. ব্যাপকার্থবোধক দু'আ পছন্দ করতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলের হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ.

[২২০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৪৬৮।

[২২১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৩৩৫।

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সা. ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ করতে পছন্দ করতেন এবং এটা বাদে অন্য গুলো (অর্থহীন) দু'আ ছেড়ে দিতেন।"[২২২]

কয়েকটি ব্যাপকার্থবোধক দু'আ হলো

১. যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দাও, আর আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের মুক্তি দাও।"[২২৩]

২. যেমন আল্লাহর বাণী–

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের একবার হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তর বক্র করে দিও না। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান কর। নিশ্চয়ই তুমি বড় দানশীল।"[২২৪]

৩. যেমন আল্লাহর বাণী–

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।"[২২৫]

৪. যেমন আল্লাহর বাণী–

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ.

---

[২২২] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৪৮২।

[২২৩] আল কুর'আন, সূরা বাকারা ২:২০১।

[২২৪] আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান ৩:৮।

[২২৫] আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান ৩:১৬।

"হে আমাদের পালনকর্তা! অত:পর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দুর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।"[২২৬]

৫. যেমন আল্লাহর বাণী–

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

"তারা উভয়ে বলল: হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।"[২২৭]

২। তিনবার পাঠ করার দু'আ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ "আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

তিনবার পড়ার অন্য আরেকটি দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ

"হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযের পর মুসল্লিদের দিকে ফিরতেন, তখন তিনবার ইসতেগপার পড়তেন এবং বলতেন:

: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

'হে আল্লাহ! আপনি শান্তি দাতা, শান্তি আপনার কাছ থেকে আসে। আপনি সম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী এবং আপনি বরকত দান করেন'।"[২২৮]

---

[২২৬] আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান ৩:১৯৩।
[২২৭] আল কুর'আন, সূরা আ'রাফ ৭:২৩।
[২২৮] প্রাগুক্ত

৩। তেত্রিশবার করে পাঠ করার দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ، وَقَالَ: تَمَامُ الْمِائَةِ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নামাযের পর ৩৩ বার পড়বে **سبحان الله** (সুবহানাল্লাহ) "মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি", ৩৩ বার পড়বে**الحمد لله** (আলহামদু লিল্লাহ) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য" এবং ৩৩ বার পড়বে **الله اكبر** (আল্লাহু আকবার) "আল্লাহর সর্বশেষ্ঠ" এ হলো ৯৯ বার এবং একশবার পূর্ণ করার জন্য বলবে:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মূলকু ওলাহুল হামদু ওহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর) "আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনার সমান হয়।"[২২৯]

অন্য হাদীসে এসেছে আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়তে হবে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে :

---

[২২৯] মুসলিম, হাদীস নং: ৫৯৭।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ تَسْبِيْحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ تَحْمِيْدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُوْنَ تَكْبِيْرَةً.

"হযরত কাব বিন ওযরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, প্রত্যেক ফরয সালাতের শেষে ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) "মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি", ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য" এবং ৩৪ বার اَللهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) পাঠ কারীর জন্য কোনো ভয় নেই (পরকালীন আযাবের)।"[২৩০]

৪। মাগরিব এবং ফজরের পর ১০ বার করে পাঠ করার দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ شَبِيْبٍ السَّبَئِي، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ:

"হযরত ওমারাতা ইবনে সাবীবিস সাবায়্যু রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর বলবে:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন।'

---

[২৩০] মুসলিম, হাদীস নং: ৫৯৬।

عَشَرَ مَرَّاتٍ عَلَىٰ إِثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللّٰهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُوْنَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوْجِبَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوْبِقَاتٍ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ".

(দশবার অর্থাৎ উপরোক্ত দু'আ দশবার পড়বে।) 'তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' আল্লাহ তার জন্য এমন সাহায্যকারী প্রেরণ করবেন যে তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাযত করবে। অতঃপর তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয় এবং তার জন্য ধ্বংসকারী দশটি পাপ মুছে দেওয়া হয়। তার জন্য দশটি মু'মিন গোলাম আযাদের সাওয়াব দেওয়া হয়।"[২৩১]

এ সকল দু'আ অবশ্যই হাত দিয়ে গণনা করা উচিত এবং ডান হাতে গণনা করা উচিত, কিন্তু ডান হাতে গণনা করার ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট দলিল পাওয়া যায়নি।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে হাত দিয়ে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।"[২৩২]

৫। একবার পাঠ করার দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ:

---

[২৩১] আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৫৩৪।

[২৩২] তিরমিযী ৩৪৮৬

"হযরত মুয়াবিয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর বলতেন:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

'আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান কর তা বাধা দেয়ার কেউ নেই, আর তুমি যা দেবে না তা দেয়ার মতো কেউই নেই। তোমার গযব হতে কোনো বিত্তশালী বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না'।"[২৩৩]

একবার পাঠ করার অন্য আরেকটি দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُوْلُ: فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ:

"হযরত ইবনে যুবায়ের রা. প্রত্যেক ফরয সালাতের পর বলতেন:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

'আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। কোনো পাপ কাজ ও রোগ-শোক, বিপদ-আপদ হতে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আর সৎকাজ করারও ক্ষমতা নেই

---

[২৩৩] আল বুখারী, হাদীস নং: ৮৪৪, মুসলিম, হাদীস নং: ৫৯৩।

আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, নিয়ামতসমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমরা তাঁর দেয়া জীবন বিধান একমাত্র তার জন্য একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফিরদের নিকট তা অপ্রীতিকর'।"[২৩৪]

একবার পাঠ করার অন্য আরেকটি দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ:

"হযরত মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই দু'আ পড়া ত্যাগ করবে না:

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلٰى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

'হে আল্লাহ! তোমার স্মরণ, শুকরিয়া এবং উত্তম ইবাদত করার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য কর।"[২৩৫]

একবার পাঠ করার অন্য আরেকটি দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ سَعْدٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ:

"হযরত সাআদ রা. হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক ফরয সালাতের পর বলতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

---

[২৩৪] মুসলিম, হাদীস নং: ৫৯৪।

[২৩৫] আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৫২২, আন নাসায়ী, হাদীস নং: ১৩০২।

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাপুরুষতা, আমার জীবনের খারাপ অবস্থায় ফেরত যাওয়া, দুনিয়ার ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করছি'।"[২৩৬]

একবার পাঠ করার অন্য আরেকটি দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ:

"হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর পিছনে নামায পড়লাম, সম্ভবত আমি তার ডান দিকে ছিলাম, তিনি নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ করে বসলেন, অতঃপর আমি শুনলাম তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) বলেছেন:

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.

'হে আমার রব! ঐ দিনের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করুন, যেই দিন আপনি আপনার বান্দাদের সবাইকে একত্রিত করবেন'।"[২৩৭]

৬। নামায শেষে কুর'আনের শেষ তিনটি সূরা পাঠ করা।

কুর'আনের শেষ তিনটি সূরা হলো: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস।

ক. সূরা ইখলাস:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ.

"তুমি বল, আল্লাহ এক, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যার নিকট সব কিছুই মুখাপেক্ষী, তিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।"[২৩৮]

---

[২৩৬] আল বুখারী, হাদীস নং: ২৮২২।

[২৩৭] মুসলিম, হাদীস নং: ৭০৯।

খ. সূরা ফালাক

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

"বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"[২৩৯]

গ. সূরা নাস

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلٰهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

"বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বূদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, সে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"[২৪০]

প্রত্যেকটি সূরা ফযর এবং মাগরিবের পর তিনবার পাঠ করা এবং অন্যান্য সালাতের পর একবার করে পাঠ করা সুন্নাত।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ: قَالَ: ... مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

---

[২৩৮] আল কুর'আন ১১২:১-৪।

[২৩৯] আল কুর'আন ১১৩:১-৫।

[২৪০] আল কুর'আন ১১৪:১-৬।

"হযরত মুয়ায বিন আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন,...(আমরা রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম) আমরা কী পড়ব? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় 'কুল হু আল্লাহু আহাদ' এবং সূরা নাস ও সূরা ফালাক পাঠ করো, কেননা; যে এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়বে তার সফলতার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে।" [২৪১]

৭। আয়াতুল কুরসী পাঠ করা সুন্নাত

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ .

"আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? পূর্বে এবং পরের সব কিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতোটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশ পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এ দু'টোর সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।"[২৪২]

৮। সালাতের স্থান পরিবতর্ন না করেই এই যিকিরগুলো পাঠ করা সুন্নাত

উক্ত দু'আগুলো সালাতের স্থান পরিবর্তন না করেই, সালাতর স্থানে বসেই পাঠ করা সুন্নাত। এছাড়াও আরো অনেক যিকির রয়েছে যা আপনারা

[২৪১] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৮২ এবং আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৫৭৫।
[২৪২] আল কুর'আন:সূরা বাকারা ২: ২৫৫।

দু'আ বা যিকিরের বই থেকে দেখে নিতে পারেন, উক্ত দু'আগুলোর অর্থও আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।

এ সকল যিকির পাঠের উপকারিতা ও ফজিলত

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এ সকল যিকিরসমূহ পড়ার মাঝে বহু উপকার রয়েছে:

১। আমলনামায় ৫০০ সাদকাহ লিপিবদ্ধ করা হয়

একজন মুসলমান যখন প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এ সকল যিকিরসমূহ পড়ে তখন তার আমলনামায় ৫০০ সাদকাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। ইমাম নববী রহ. বলেন, একজন মুসলমান এ সকল যিকির পাঠের মাধ্যমে একজন দানকারীর ন্যায় প্রভূত সাওয়াব লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ..

"হযরত আবু যার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রভাতের সালাত তোমাদের প্রত্যেক অঙ্গসমূহের সাদকা, প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল সাদকাহ এবং প্রত্যেক তাকবীর সাদকাহ।"[২৪৩]

২। আমলনামায় ৫০০টি গাছ লাগানোর সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়

একজন মুসলমান যদি দিন-রাত এ সকল যিকির করে তাহলে তার আমলনামায় ৫০০টি গাছ লাগানোর সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।

৩। জান্নাতে প্রবেশের কোনো বাধা থাকবে না

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জান্নাতে প্রবেশের পথে আর কোনো বাধা থাকবে না।

---

[২৪৩] মুসলিম শরীফ,, হাদীস নং: ৭২০।

৪। পাপসমূহ মুছে দেয়া হবে

যে ব্যক্তি এ সকল যিকির নিয়মিত পড়বে তার পাপসমূহ মুছে দেয়া হবে, সে এমন পবিত্র হবে যেন সে সমুদ্র থেকে গোসল করে এসেছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ، وَقَالَ: تَمَامُ الْمِائَةِ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নামাযের পর ৩৩ বার পড়বে (সুবহানাল্লাহ) "মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি", ৩৩ বার পড়বে (আলহামদু লিল্লাহ) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য" এবং ৩৩ বার পড়বে (আল্লাহু আকবার) "আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ" এ হলো ৯৯ বার এবং একশবার পূর্ণ করার জন্য বলবে:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মূলকু ওলাহুল হামদু ওহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর) "আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনার সমান হয়।"[২৪৪]

---

[২৪৪] মুসলিম শরীফ,, হাদীস নং: ৫৯৭।

৫। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে না

যে ব্যক্তি এ সকল যিকিরসমূহ নিয়মিত পড়বে সে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে না। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ تَسْبِيْحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ تَحْمِيْدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُوْنَ تَكْبِيْرَةً.

"হযরত কাব বিন ওযরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, প্রত্যেক ফরয সালাতের শেষে ৩৩ বার (সুবহানাল্লাহ) "মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি", ৩৩ বার (আলহামদু লিল্লাহ) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য" এবং ৩৪ বার (আল্লাহু আকবার)"আল্লাহ অতি বড়" পাঠ কারীর জন্য কোনো ভয় নেই (পরকালীন আযাবের)।"[২৪৫]

৬। এর মাধ্যমে বান্দার ফরয নামাযের ভুল-ত্রুটি দূর হয়

সালাতুল ফজরের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

১। ফজরের নামাযের সুন্নাত কিরা'আত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "كَانَ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْأُوْلَى مِنْهُمَا: {قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [الْبَقَرَةُ: ١٣٦] الْآيَةَ الَّتِيْ فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا: {آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ} [آلِ عِمْرَانَ: ٥٢]

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের প্রথম রাকাআতে সূরা আল বাক্বারার

---

[২৪৫] মুসলিম শরীফ,, হাদীস নং: ৫৯৬।

১৩৬নং আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকাআতে আলে ইমরানের ৫২নং আয়াত তিলাওয়াত করতেন।"[২৪৬]

প্রথম রাকাআতে :

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

"তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।"[২৪৭]

দ্বিতীয় রাকাআতে:

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

"অতঃপর ঈসা আ. যখন বনি ইসরাইলের কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন, কারা আছে আল্লাহ্র পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী-সাথীরা বললো, আমরা রয়েছি আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি।"[২৪৮]

অথবা, আলে ইমরানের ৬৪নং আয়াত তিলাওয়াত করা।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

---

[২৪৬] মুসলিম, হাদীস নং: ৭২৭।

[২৪৭] আল কুর'আন: সূরা বাকারা ২:১৩৬।

[২৪৮] আল কুর'আন: সূরা আলে ইমরান ৩:৫২।

"বলুন! (হে রাসূলুল্লাহ সা.) হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোনো শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা তো অনুগত।"[২৪৯]

বিকল্পভাবে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ".

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন।"[২৫০]

প্রথম রাকা'আতে সূরা কা-ফিরূন[২৫১]

এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ইখলাস পাঠ করা।[২৫২]

২। ফরযের পূর্বে দু'রাকা'আত সংক্ষিপ্তভাবে সালাত আদায় করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةَ.

---

[২৪৯] আল কুর'আন: সূরা আলে ইমরান ৩:৬৪।

[২৫০] মুসলিম, হাদীস নং: ৭২৬।

[২৫১] আল কুর'আন:১০৯:১-৬।

[২৫২] আল কুর'আন:১১২:১-৪।

"উম্মুল মু'মিনিন হযরত হাফসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুয়াযযিন ফজরের আযান দিতো; নবী করীম সা. ফজরের আযান এবং ইক্বামতের মধ্যে সংক্ষিপ্ত দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।"[২৫৩]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، وَيُخَفِّفُهُمَا.

"হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন ফজরের আযান শুনতেন তখন দু'রাকা'আত সালাত পড়তেন এবং তা সংক্ষেপ করতেন।[২৫৪]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، أَقُوْلُ: هَلْ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟

"হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের সুন্নাতকে তিনি এত সংক্ষেপ করতেন যে, আমি বলতাম তিনি কী এতে সূরা ফাতেহা পড়েছেন?"[২৫৫]

৩। সুন্নাত সালাতের পর ডান কাতে শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়ার পর ডান কাতে "গা-গড়াগড়ি" দিতেন।"[২৫৬]

---

[২৫৩] আল বুখারী, হাদীস নং: ১৬৯, এবং মু সলিম, হাদীস নং: ৭২৩।
[২৫৪] সহীহ মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত।
[২৫৫] সহীহ মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত।

৪। ফজরের দু'রাকা'আত নামাযকে রাসূল সা. খুব গুরুত্ব দিতেন

ফজরের দু'রাকা'আত নামাযকে রাসূল সা. খুব গুরুত্ব দিতেন এবং তা কখনো তা ত্যাগ করতেন না। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এ দু'রাকা'আত সালাত নিয়মিতভাবেই পড়তেন, কখনো তা পরিত্যাগ করতেন না।"[২৫৭]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) গোপনে ও প্রকাশ্যে কখনই ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতকে ছেড়ে দেননি।"[২৫৮]৬২

৫। ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় কাজ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের ব্যাপারে বলেন, এ দু'রাকা'আত সালাত আমার নিকট সমস্ত দুনিয়ার চেয়েও উত্তম।[২৫৯]

---

[২৫৬] আল বুখারী, হাদীস নং: ১১৬০।
[২৫৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ১১৬৯।
[২৫৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৫৯২।
[২৫৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৭২৫।

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নাত সালাত দুনিয়া ও এতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।"[২৬০]

রাসূলুল্লাহ সা. এর সাধারণ অভ্যাস ছিল তিনি বাড়িতে ফজরের সুন্নাত আদায় করেতেন। ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়ার পর কিছু সময়ের জন্য ডান কাতে বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করা, এতটুকু সময় যতটুকু সময়ে দু'রাকা'আত নামায পড়া যায়।

৬। ফজরের সালাতের পরে বসা

ফজর সালাতের পর বসা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا.

"হযরত জাবির বিন সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী করীম সা. ফজরের সালাত আদায় করতেন, তিনি ঐ স্থানে বসে থাকতেন যতক্ষণ না সূর্য হাসসানাহ[২৬১] হয়।"[২৬২]

সালাতুজ যোহরের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

১। যুহরের সালাতের সুন্নাত কিরা'আত

"রাসূলুল্লাহ সা. যুহরের প্রথম দু'রাকা'আতে রাকা'আতে ৩০ আয়াত পড়তেন।"[২৬৩] যুহরের সালাতের প্রথম রাকা'আতে দীর্ঘ ও দ্বিতীয় রাকা'আতে সংক্ষিপ্ত কিরা'আত পড়া সুন্নাত।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

[২৬০] সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত।

[২৬১] ইমাম নববী রহ. বলেন, হাসসানাহ অর্থ সূর্য স্পষ্টভাবে উদিত হওয়া।

[২৬২] মুসলিম, হাদীস নং: ৬৭০।

[২৬৩] সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৮২৯।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু কাতাদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. যুহরের সালাতের প্রথম দুই রাকা'আতের প্রথম রাকা'আতে কিরা'আত দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে কিরা'আত সংক্ষিপ্ত পড়তেন। এবং মাঝে মাঝে তার কিরা'আত শুনা যেত।"[২৬৪]

যুহরের সালাতে রাসূলুল্লাহ সা. কখনো সূরা ত্বা-রিক, বুরূজ, লাইল বা অনুরূপ কোন সূরা পাঠ করতেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِ { السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ } وَ { السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ } وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ.

"হযরত জাবে বিন সামুরাহ রা. হতে বর্ণিত, নিশ্চই রাসূলুল্লাহ সা. সালাতুল যুহর ও আসরের সময় সূরা ত্বা-রিক, সূরা বুরূজ অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন।"[২৬৫]

যুহরের সালাতে রাসূলুল্লাহ সা. কখনো লাইল বা অনুরূপ কোন সূরা পাঠ করতেন।

عَنْ سِمَاكٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَضَتْ (أَيْ زَالَتْ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ) الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى }.

---

[২৬৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১৫।

[২৬৫] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৮০৫।

"হযরত সাম্মাক রা. হযরত জাবের রা. থেকে শুনে বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন সূর্য আকাশে হেলে পড়ে তখন যুহর নামায পড়তেন এবং সূরা লাইল পড়তেন।" [২৬৬]

আবার কখনো সূরা 'ইযাস-সামা-উন শাক্কাত বা অনুরূপ কোন সূরা পাঠ করতেন।[২৬৭]

সুতরাং বুঝা গেল যুহর নামাযের সুন্নাত কিরা'আত হলোঃ সূরা ত্বা-রিক, সূরা বুরূজ, সূরা লাইল, সূরা 'ইযাস-সামা-উন শাক্কাত' ইত্যাদি।

২। যুহরের পূর্বে নিয়মিত চার রাকা'আত সালাত পড়া সুন্নাত

عَنْ قَابُوْسٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي امْرَأَةً، إِلَىٰ عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا، أَيُّ الصَّلَاةِ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا يُطِيْلُ فِيْهِنَّ الْقِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيْهِنَّ الرُّكُوْعَ، وَالسُّجُوْدَ.

কাবুস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'আমার পিতা আয়িশা রা. এর কাছে একজন মহিলার মাধ্যমে জানতে চাইলেন, রাসূলুল্লাহ সা. নিয়মিত কোন (নফল) সালাত পড়তে পছন্দ করতেন? আয়িশা রা. বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) যুহরের (ফরযের) পূর্বে নিয়মিত চার রাকা'আত সালাত পড়া পছন্দ করতেন, যাতে তিনি লম্বা সময় কিয়াম করতেন, রুকু ও সিজদা করতেন অনেক সুন্দর করে।[২৬৮]

অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সা. যুহরের পূর্বে চার রাকা'আত সুন্নাত সুরক্ষার সঙ্গে আদায় করতে খুব পছন্দ করতেন। এমন কি যদি কখনো (যুহরের পূর্বে) এ চার রাকা'আত আদায় করতে পারতেন না তাহলে যুহরের পরে তা আদায় করে নিতেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

[২৬৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৮০৬।
[২৬৭] সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং ৫১১।
[২৬৮] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং: ২৪১৬৪।

عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا.

"আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. যদি কখনো যুহরের পূর্বে এ ৪ রাকা'আত পড়তে না পারতেন তবে যুহরের পরে তা পড়ে নিতেন।"[২৬৯]

যুহরের ফরযের পূর্বে ও পরে এ চার রাকা'আত সালাতের যথাযথ হিফাজত করা আবশ্যক, তথা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

"হযরত উম্মে হাবীবা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাকা'আত সালাত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন তার ওপর হারাম করে দিবেন।"[২৭০]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন,

أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ عَلَى النَّارِ.

"হযরত উম্মে হাবীবা রা. (রাসূলুল্লাহ সা. এর স্ত্রী) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: যে ব্যক্তি যুহরের আগে ও পরে চার রাকা'আত সালাতের যথাযথ হিফাজত করবে জাহান্নাম তার ওপর হারাম হয়ে যাবে।"[২৭১]

---

[২৬৯] সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং: ৪২৬।
[২৭০] সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং: ৪২৭।
[২৭১] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১২৬৯।

যুহরের পরের চার রাকা'আত পড়তে হবে দুই রাকা'আত করে। দুই রাকা'আত সুন্নাতে মুয়াককাদা ও দুই রাকা'আত সুন্নাতে মোস্তাহাব।

সালাতুল আসরের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

১। আসরের সালাতের সুন্নাত কিরা'আত

আসরের নামাযে রাসূলুল্লাহ সা. ১৫ আয়াত কিরা'আত পড়তেন। যুহরের প্রথম দু'রাকা'আতে যা পড়তেন আসরের প্রথম দু'রাকা'আতে তার অর্ধেক পড়তেন।

আসরের সালাতে রাসূলুল্লাহ সা. কখনো সূরা ত্বা-রিক, বুরূজ, লাইল বা অনুরূপ কোন সূরা পাঠ করতেন।[২৭২] অথবা আসরের সালাতে রাসূলুল্লাহ সা. কখনো সূরা আলা অনুরূপ কোন সূরা পাঠ করতেন।[২৭৩]

২। আসরের সালাতের আগে ৪ রাকা'আত সুন্নাত সালাত

আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করবেন যে সলাতুল আসরের আগে চার রাকাআত সুন্নাত সালাত আদায় করে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا .

"ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন যে আসরের (ফরয) নামাযের আগে চার রাক'আত (নফল) নামায আদায় করে থাকে।"[২৭৪]

সালাতুল মাগরিবের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

১। সালাতুল মাগরিবের সুন্নাত কিরা'আত

রাসূলুল্লাহ সা. কখনো কখনো মাগরিবের নামায সংক্ষিপ্ত আদায় করতেন। এবং কখনো ককনো তিনি সূরা তুর পাঠ করতেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

---

২৭২ 'সালাতুল যোহরের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত' অধ্যায়ের ১ নং পয়েন্টের ২ নং হাদীস দেখুন।

২৭৩ সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৮৩০।

২৭৪ আবু দাউদ, হাদীস নং: ১২৭১ এবং আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৪৩০। ইমাম তিরমীযী একে হাসান বলেছেন এবং ইবনে খুযায়মা একে সহীহ বলেছেন।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ.

"হযরত মুহাম্মদ বিন যুবায়ের বিন মুতয়িম রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে মাগরিবের নামাযে কিরা'আত হিসেবে সূরা তুর পড়তে দেখেছি।"[২৭৫]

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সা. মাগরিবের সালাতে সূরা মুরসালাত, সূরা আ'রাফ এবং সূরা তীন পাঠ করেছেন।

সুতরাং বুঝা গেল মাগরিব নামাযের সুন্নাত কিরা'আত হলো: সূরা তুর, সূরা মুরসালাত, সূরা আ'রাফ, সূরা তীন ইত্যাদি।

২। মাগরিবের আগের দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত

হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَّةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

"আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল রা. হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাগরিবের আগে (নফল) নামায পড়, মাগরিবের আগে (নফল) নামায পড়, (আবশ্যিক হয়ে যাওয়ার আশংকায়) তৃতীয় দফায় বললেন: যে ব্যক্তি তা পড়তে ইচ্ছা করবে।"[২৭৬]

সালাতুল ইশার সাথে নির্দিষ্ট সুন্নাত

১। সালাতুল ইশার সুন্নাত কিরা'আত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ . . . قَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ

---

[২৭৫] আল বুখারী, হাদীস নং: ৭৬৫।

[২৭৬] আল বুখারী, হাদীস নং: ১৯৮১ এবং মুসলিম, হাদীস নং: ৭২১।

أَنْتَ ثَلَاثًا اِقْرَأْ { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا } . وَ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } وَنَحْوَهَا .

"হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় মুয়ায বিন জাবাল রা. রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায পড়লেন, অতপর রাসূলুল্লাহ সা. (এশার ইমামতিতে লম্বা কিরা'আত পড়তে নিষেধ করে বলেন) হে মুয়ায! তুমি কী লোকদেরকে ফিতনায় ফেলতে চাও? তুমি যখন ইমামতি করবে (এশার নামাযে) তখন 'আশ্‌শামসি অয়ুহা-হা' 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' ইত্যাদি পড়বে।"[২৭৭]

সুতরাং বুঝা গেল এশার নামাযের সুন্নাত কিরা'আত হলো: সূরা শামস, সূরা আ'লা ইত্যাদি পড়া।

২। ইশার সালাত বিলম্বে পড়া সুন্নাত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا.

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক রাতে রাসূলুল্লাহ সা. এর ইশার সালাত রাতের অর্ধেক বা অর্ধেকের নিকটবর্তী সময়ে পড়লেন। অতপর তিনি বলেন, মানুষ সালাত পড়ে এবং ঘুমায়। তোমরা যতক্ষণ সালাতের প্রতীক্ষায় থাকবে ততক্ষণ সালাতের মধ্যে রত থাকার মতই রইলে।"[২৭৮]

বিশেষত দুর্বল, অসুস্থ ও অত্যন্ত প্রয়োজনগ্রস্থ ব্যক্তির কষ্ট না হলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে নিয়ে বিলম্বে ইশা পড়তেন। কেননা, ইশার ওয়াক্ত মূলত ঐ সময়ই যে সময়ের কথা নবীজী সা. এরশাদ করেছেন।

---

[২৭৭] আল বুখারী, হাদীস নং: ৫৭৫৫।

[২৭৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৫৭২। .

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক রাতে রাসূলুল্লাহ সা. রাতের বিরাট অংশ কাটিয়ে দিলেন। এমনকি রাত গভীর হয়ে গেল। মসজিদের লোকজন ঘুমিয়ে পড়েছে। অতপর তিনি বের হলেন অতপর সালাত পড়লেন। এরপর বললেন এটাই হচ্ছে ইশার সময়। যদি উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম।"[২৭৯]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، أَوْ بَعْدَهُ، ..... فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: «إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সা. কে দেরিতে নামায পড়তে দেখলাম, অতপর যখন তিনি আমাদের নিকট আসলেন তখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা তার চেয়েও বেশি. . . . .অতপর যখন তিনি নামায শেষ করে আমাদের নিকট আসলেন, তখন বললেন, নিশ্চয় তোমরা সালাতের জন্য অপেক্ষা কর, তোমাদের ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা এর জন্য অপেক্ষা করে না। আমার উম্মতের ওপর বোঝা না হলে তাদেরকে নিয়ে আমি এ সময়েই সালাত পড়তাম।"[২৮০]

---

[২৭৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৬৩৮।

[২৮০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৬৩৯।

৩। ইশার সালাতের পূর্বে ৪ রাকা'আত সুন্নাত সালাত

হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফল রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: প্রত্যেক দুই সালাতের মধ্যে সালাত রয়েছে', প্রত্যেক দুই সালাতের মধ্যে সালাত রয়েছে' তৃতীয়বার বললেন, 'তার জন্য যে ইচ্ছা করে।"[২৮১]

ইমাম নববী রহ. বলেন, প্রত্যেক দুই সালাতের মাঝে অর্থাৎ আযান ও ইক্বামাতের মাঝে।

জুমু'আর সালাত ও এর সুন্নাতসমূহ

১। জুমু'আর সালাতের পরিচয়

শুক্রবার যুহর নামাযের পরবর্তে জামা'আতে যে বিশেষ নামায পড়া হয়, তাকে সালাতুল জুম'আ বলা হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের পানে তাড়াতাড়ি কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ।"[২৮২]

২। জুম'আর নামাযের জন্য জামা'আত আবশ্যক

জামা'আত ব্যতীত জুম'আর নামায পড়া যায় না। আর সর্বনিম্ন চার ব্যক্তি নিয়ে জুম'আর নামায পড়া যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

[২৮১] আল বুখারী,, হাদীস নং: ৬২৭।

[২৮২] আল কুর'আন, সূরা জুম'আ, ৬২:৯।

عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللهِ الدَّوْسِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ يَعْنِيْ بِالْقُرَى الْمَدَائِنِ.

"হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ আদদাওসিয়্যা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীর উপর জুম'আ ওয়াজিব যদিও সেই গ্রামের মধ্যে চার ব্যক্তি ছাড়া কেউ না থাকে। এখানে গ্রাম বলতে তিনি শহর বুঝিয়েছেন।"[২৮৩]

৩। যাদের উপর জুম'আর নামায ফরয

জুম'আর সালাত প্রত্যেক সাবালক জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষের জন্য জামা'আত সহকারে ফরয। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

"হযরত হুযাইফা রা. (নবী পত্নী) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, প্রত্যেক সাবালেকের উপর জুম'আ ওয়াজিব।"[২৮৪]

৪। যাদের উপর জুম'আর নামায ফরয নয়

ছয় শ্রেণীর লোকের উপর জুম'আর সালাত ফরয নয়

১. মহিলা

২. শিশু

৩. অসুস্থ ব্যক্তি   ৪. দাস-দাসী

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيْضٌ

[২৮৩] সুনানে দারেকুতনী, হাদীস নং: ১২১১।

[২৮৪] সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ১৩৭০।

"হযরত তারেক বিন শিহাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জুম'আর সালাত জামা'আতের সাথে ওয়াজিব শুধু চার শ্রেণীর লোক ব্যতীত: দাস-দাসী, মহিলা, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তি।"[২৮৫]

৫. বিভিন্ন কারণ বশতঃ মসজিদে যেতে না পারা।

যেমন: শত্রুর ভয়, সম্পদ বিনষ্টের ভয়, সফর ছুটে যাওয়ার ভয়, কাদা, বৃষ্টি, অত্যন্ত শীত, গ্রীষ্মের অতি গরম ইত্যাদি কারণে মসজিদে যেতে না পারলে তার জন্য জুম'আর নামায পড়া ফরয নয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىْ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتِّبَاعِهِ عُذْرٌ " قَالُوْا : وَمَا الْعُذْرُ ؟ قَالَ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِىْ صَلَّى.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি মুআয্যিনের আযান শুনে এবং কোন ওজর তাকে জামা'আতে উপস্থিত হতে বাঁধা না দেয়। 'আমরা বললাম ওজর কী? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ভয় এবং অসুস্থতা।' তাহলে সে যে নামায পড়ে তা কবুল হয় না।"[২৮৬]

৬. মুসাফির ব্যক্তির উপর জুম'আ ফরয নয়।

"মহানবী সা. জুম'আর দিন সফরে থাকলে, জুম'আর নামায না পড়ে যুহরের নামায পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সা. বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতের সময় জুম'আর নামায না পড়ে যুহরের নামায পড়েছেন।"

৫। জুমু'আর সালাতের সুন্নাত কিরা'আত

জুম'আর সালাতের সুন্নাত কিরা'আত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

[২৮৫] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১০৬৭।
[২৮৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫৫১।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ).

"হযরত নুমান বিন বশীর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. দুই ঈদ ও জুম'আর নামাযে 'সাব্বিহিসমী রাব্বিকাল আ'লা' ও 'হাল আতাকা হাদীসুল গাসীয়্যাহ' পড়তেন'।"[২৮৭]

عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ)

"হযরত ইবনে আবু রাফে রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের সাথে আবু হুরাইরা রা. জুম'আর নামায পড়লেন এবং শেষ রাকা'আতে 'ইযা যাআকাল মুনাফিকুন' পড়লেন।"[২৮৮]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)

"হযরত সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. জুম'আর নামাযে 'সাব্বিহিসমী রাব্বিকাল আ'লা' ও 'হাল আতাকা হাদীসুল গাসীয়্যাহ' পড়তেন'।"[২৮৯]

৬। জুম'আর দিনের সুন্নাত কাজসমূহ

জুমআর দিনের সুন্নাত কাজসমুহ হলো

১. গোসল করা

২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা

৩. আতর অথবা খোশবু ব্যবহার করা

---

[২৮৭] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নংঃ ১১২২।

[২৮৮] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নংঃ ১১২৩।

[২৮৯] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নংঃ ১১২৫।

৪. মিসওয়াক করা

৫. জুম'আর আযানের পর কোনো ধরণের কেনা-বেচা না করা

৬. জুম'আর দিনে আগে আগে মসজিদে যাওয়া

৭. পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া

৮. সূরা কাহাফ পাঠ করা

৯. বেশী বেশী দরূদ পাঠ করা

১০. নীরবে খুতবা শুনা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيْبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى.

"হযরত সালমান ফারসী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে গোসল করবে, যা দিয়ে সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে, অতঃপর তেল, আতর কিংবা খোশবু ব্যবহার করবে, মসজিদে (তাড়াতাড়ি) গমন করবে, মসজিদে গিয়ে কোন দুই ব্যক্তিকে পৃথক করবে না, অতঃপর তার ভাগ্য ও তাওফীক অনুসারে সুন্নাত নফল নামায আদায় করবে এবং ইমাম খুতবার খুতবার জন্য বেরিয়ে আসলে নীরবে খুতবা শ্রবণ করবে, সেই ব্যক্তির এই জুম'আ ও অন্য জুম'আর মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[২৯০]

৭। জুম'আর নামাযের আগের সুন্নাত নামায

বর্তমান সমাজে জুম'আর পূর্বে 'কাবলাল জুম'আ' বলে যে নামায পড়া হয়, তার কোনো নির্দিষ্ট রাকা'আত নেই এবং হাদীসেরভাষ্য দ্বারা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হিসেবে জুমআর নামাযের পূর্বে ৪ রাকা'আত নামাযের কোনো

[২৯০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৯১০।

ভিত্তি নেই। সুতরাং 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' নামায হিসেবে দু'রাকা'আত নামায পড়া যায় এবং তাসবীহ তাহলীল পাঠ করা যায়।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ «أَصَلَّيْتَ». قَالَ لاَ. قَالَ قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ.

"হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো এমন সময় রাসূলুল্লাহ সা. জুম'আর খুতবা দিচ্ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি কী নামায পড়েছো? সে বললো না, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, দাঁড়াও এবং দু'রাকা'আত নামায পড়।"[২৯১]

৮। জুম'আর নামাযের পরের সুন্নাত নামায

জুম'আর পর ফরয নামাযের জায়গা থেকে একটু সরে গিয়ে বা কারো সাথে কথা বলার পরে ৪ রাকা'আত নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়তে হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আর নামাযের পর নামায পড়ে, সে যেন চার রাকা'আত নামায পড়ে।"[২৯২]

৯। শুধু জুমু'আর রাত্রিকেই নফল নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي.

---

[২৯১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২০৫৭।
[২৯২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২০৭৫।

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. বলেন, তোমরা বিশেষভাবে জুমু'আর রাত্রিতে নফল নামায পড়ো না।"[২৯৩]

সাহু সিজদা

১। সাহু সিজদা কেন করবে

সাহু শব্দটি আরবী শব্দ, যার অর্থ: ভুল করা। তিনটি কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়। (ক) সালাতের কোন রুকন কম-বেশী করলে (খ) সালাতের কোন ওয়াজিব বাদ পড়লে (গ) সালাতে কোন রুকন বা ওয়াজিব বাদ বা কম-বেশী হওয়ার সন্দেহ হলে।

সাহু সিজদা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ لَا قَالَ ... فَقَالَ إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায পড়লাম। আমরা বললাম আমাদের নামায কী নষ্ট হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, না। তিনি বললেন, যখন কোনো ব্যক্তি নামাযে কম-বেশী করবে, সে দুই সিজদার পর বসবে এবং পুনরায় দু'টি সিজদা করবে।" [২৯৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ.... فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

---

[২৯৩] মুসলিম শরীফ;, হাদীস নং: ১১৪৪। (তবে কারো নিয়মিত নামাযের মাঝে জুমু'আর দিন পড়লে তাতে অসুবিধা নেই)

[২৯৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৫৭২।

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন... রাসূলুল্লাহ সা. বলছেন, আমি তোমাদের ন্যায় মানুষ, তোমাদের মতো আমারও ভুল হয়। তোমাদের কেউ (সালাতে) ভুল করলে দুটি সিজদা করা উচিত।" [২৯৫]

আর সাহু সিজদা হলো নামায শেষে সালাম ফিরানোর পর অতিরিক্ত দু'টি সিজদা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. সালাম ও কালামের (তাশাহুদের) পর দুটি সাহু সিজদা আদায় করেছেন।"[২৯৬]

২। সাহু সিজদা করার পদ্ধতি

সাহু সিজদার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে:

১. ইমাম শাফেয়ীর মতে শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে সাহু সিজদা করতে হবে।

২. ইমাম আবু হানিফার মতে শেষ বৈঠকের তাশাহুদ পাঠের পর শুধু ডানদিকে সালাম ফিরানোর পর সাহু সিজদা করতে হবে।

জামা'আতে নামায

প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম যার মসজিদে যাওয়ার শক্তি আছে তার মসজিদে জামা'আতে নামায পড়া ওয়াজিব। তবে নারীরা মসজিদে না গেলে ওয়াজিব তরক হবে না, তাদের মসজিদে না যাওয়ার ইখতিয়ার রয়েছে। সফর, মুকীম, ও সুস্থ ব্যক্তির জন্য জামা'আতে নামায আদায় করা ওয়াজিব। জামা'আতে নামায একাকী নামাযের সাতাশ গুণ।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

[২৯৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৫৭২।

[২৯৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৫৭২।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: 'একাকী নামাযের চেয়ে জামা'আতের নামাযের সাওয়াব সাতাশ গুণ।"[২৯৭]

সকাল-বিকেল জামা'আতে নামায আদায়কারীর জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: যে ব্যক্তি সকালে বা বিকেলে মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবেন যখন সে সকালে-বিকালে গমন করে।"[২৯৮]

নামায ভঙ্গের কারণ

নামায ভঙ্গের কারণ মোট ২০ টি

১. নামাযে কিরা'আত অশুদ্ধ পড়া

২. নামাযের ভিতরে কথা বলা

৩. কোনো লোককে সালাম দেয়া

৪. সালামের উত্তর দেয়া

৫. নামাযের ভিতরে উহ্-আহ্ শব্দ করা

৬. বিনা ওজরে কাশি দেয়া

৭. আমলে কাছীর করা

৮. বিপদ অথবা বেদনার কারণে শব্দ করে কাঁদা

৯. তিন তাসবীহ পরিমাণ সতর খুলিয়া থাকা

১০. মুক্তাদী ব্যতীত অপর লোকের লোকমা নেয়া

১১. সুসংবাদ অথবা দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া

---

[২৯৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬৪৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৬৫০।
[২৯৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬৬২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৬৬৯।

১২. নাপাক জায়গার সিজদা করা

১৩. নামাযের ভিতরে দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করা

১৪. নামাযের ভিতরে খাওয়া বা পান করা

১৫. হাঁচির উত্তর দেয়া

১৬. কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরিয়ে নেয়া

১৭. কুর'আন শরীফ দেখে পড়া

১৮. ইমামের আগে মুক্তাদী কোনো রুকন পালন করা

১৯. নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকানো

২০. নামাযে শব্দ করে হাসা।

অসুস্থ ব্যক্তির সালাত

অসুস্থ ব্যক্তি তার সুবিধা অনুযায়ী যে কোনোভাবে নামায পড়তে পারবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيْضِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ.

"হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে অসুস্থ অবস্থায় নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে নামায আদায় করো, যদি না পার তবে বসে পড়, যদি তাও না পার তাহলে কাত হয়ে নামায পড়।"[২৯৯]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِيْ بَوَاسِيْرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ.

[২৯৯] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৭২।

"হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শ্ব রোগ ছিলো। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে এমতাবস্থায় নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে নামায আদায় করো, যদি না পার তবে বসে পড়, যদি তাও না পার তাহলে কাত হয়ে নামায পড়।"[৩০০]

অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের সাওয়াব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী

عِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّاهَا نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.

"হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি অর্শ্বরোগী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বসে বসে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, যদি দাঁড়িয়ে নামায পড় তবে সর্বোত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে নামায পড়বে তার সাওয়াব দাঁড়িয়ে পড়া ব্যক্তির চেয়ে অর্ধেক। আর যে ব্যক্তি শুয়ে আদায় করবে তার সাওয়াব বসে আদায় করার চেয়েও অর্ধেক।"[৩০১]

ইস্তেহাযা মহিলার জন্য দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া

এ প্রসঙ্গে রাসূলের হাদীস

عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيْدَةً، قَالَ لَهَا: «احْتَشِيْ كُرْسُفًا» قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ، إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا، قَالَ: «تَلَجَّمِيْ، وَتَحَيَّضِيْ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ فِيْ عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِيْ غُسْلًا،

[৩০০] বুখারী শরীফ, হাদীস নং: ১১১৭।

[৩০১] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৭১।

فَصَلِّي، وَصُومِي ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ أَرْبعَةً وَعِشْرِينَ، وَأَخِّرِي الظُّهْرَ، وَقَدِّمِي الْعَصْرَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ، وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَهٰذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ».

"হযরত হামনা বিনতে জাহাশ রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর যামানায় হায়েযগ্রস্ত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে বললেন, আমি কঠিন ও ঘৃণ্য হায়েযগ্রস্ত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন– 'তুমি তুলা পূর্ণ করে দাও।' হামনা রাসূলুল্লাহ সা. কে বললেন, এটাতো আরো কষ্টকর। আর স্রাব প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্ছে। নবী করীম (স) বললেন, "তুমি পরিবর্তন কর। অতপর আল্লাহর জ্ঞানে প্রত্যেক মাসে তুমি ছয়দিন বা সাত দিন ঋতুগ্রস্ত হবে। এরপর একবার গোসল কর। আর সালাত পড় এবং রোযা রাখ ২৩ তেইশ দিন অথবা ২৪ চব্বিশ দিন। আর যোহরকে বিলম্ব করো এবং আসরকে এগিয়ে নিয়ে আসো এবং উভয় সালাতের জন্য একবার গোসল কর। আবার মাগরিবকে বিলম্ব করে এশাকে তাড়াতাড়ি করে উভয় সালাতের জন্য একবার গোসল কর। আর এ দুটো বিষয় আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।"[৩০২]

মুসাফিরের সালাত

১। মুসাফিরের সালাতের পরিমাণ

সফর অবস্থায় ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয সালাত অর্থাৎ যোহর, আসর, ইশার ফরয সালাত ৪ রাকা'আতের স্থলে ২ রাকা'আত পড়া এবং এ অবস্থায় সুন্নাত না পড়ার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসাফিরের সালাত সম্পর্কে কুর'আনের বাণী :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا.

---

[৩০২] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৬২৭।

"যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৩০৩]

২। মুসাফির অবস্থায় বিতর নামায পড়া সুন্নাত

মুসাফিরের সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: «سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ،. . .وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ.

"হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. সফর অবস্থায় দুই রাকা'আত নামায পড়তেন। এবং বিতর নামায সুন্নাত হিসেবে ভালো।"[৩০৪]

৩। সফরে দুই ওয়াক্ত সালাতকে একত্রে সালাত আদায় করা

সফর অবস্থায় যোহর ও আসরকে একত্রে এবং মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়া যায়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. সফর অবস্থায় যোহর ও আসরকে একত্রে পড়তেন। আবার মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়তেন।"[৩০৫]

---

[৩০৩] আল কুর'আন, সূরা নিসা; ৪:১০১।
[৩০৪] সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদীস নং: ১১৯৪।
[৩০৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ১১০৭।

নিয়মিত নফল সালাত পড়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সা. এর হাদীস:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়, তিনি বললেন: আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় আমল হচ্ছে তাই, যা নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হোক।"[৩০৬]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সা. বেশি নফল ইবাদত ও নফল সালাত পড়তে নিষেধ করেননি বরং মধ্যম পন্থায় ইবাদত পছন্দনীয় এ কথাই তিনি বুঝিয়েছেন।

১। নিয়মিত পড়া নামায হঠাৎ ছেড়ে দেয়া নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ اللهِ. لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ. فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বিন আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বললেন: হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, যে সারারাত সালাত পড়ত। অতপর তা ছেড়ে দিল।"[৩০৭]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْبِئِيْنِيْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً

---

[৩০৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬৪৬৫।

[৩০৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ১১৫২।

أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ، أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

"আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন আমাকে রাসূলুল্লাহ সা. এর বিতর (নফল সালাত) সম্পর্কে বলুন। আয়িশা রা. বললেন, নবী করীম সা. যখন কোন সালাত পড়তেন, তা নিয়মিতভাবে পড়তে পছন্দ করতেন। যদি কখনো ঘুমিয়ে পড়তেন বা পায়ের ব্যথার কারণে রাতের সালাত পড়তে সক্ষম না হতেন তাহলে তিনি দিনের বেলায় বার রাকা'আত সালাত পড়ে নিতেন।[৩০৮]

২। ফরয সালাত ব্যতীত ঘরের সালাত সর্বোত্তম সালাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

"হযরত যায়িদ বিন সাবিত রা. বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমরা ফরয নামায ব্যতীত অন্য নামায ঘরে আদায় করো, কেননা একজন ব্যক্তির ফরয সালাত ব্যতীত সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে ঘরের সালাত।"[৩০৯]

নবী করীম সা. থেকে হাদীসে আরও বর্ণিত রয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَفْضَلُ؟ اَلصَّلَاةُ فِي بَيْتِي أَوِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي؟ مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً.

[৩০৮] মুসলিম, হাদীস নং: ৭৪৬।

[৩০৯] বুখারী, কিতাবুল আযান ৭৩১।

'আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করলাম ঘরে সালাত পড়া উত্তম না মসজিদে? জবাবে তিনি বললেন, আমার ঘরটি কী দেখছ না? মসজিদের কত নিকটে তথাপি ফরয সালাত ছাড়া অন্য সব সালাত মসজিদে পড়ার চেয়ে ঘরে পড়াকেই আমি বেশি পছন্দ করি।"[৩১০]

৩। নিজ ঘরে নামায না পড়া ঘরকে কবর বানানোর শামিল

রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، قَالَ: «اِجْعَلُوْا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা তোমাদের সালাতসমূহ (নফল সালাত) তোমাদের ঘরেই আদায় কর এবং ঘরকে কবরে পরিণত করো না।"[৩১১]

রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، قَالَ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِيْ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِيْ لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

"হযরত আবু মূসা আশআরী রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় না এর উদাহরণ হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"[৩১২]

৪। নফল সালাত ঘরে পড়লে সে ঘর কল্যাণ দ্বারা পূর্ণ হয়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: إِذَا قَضٰى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِيْ مَسْجِدِهٖ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهٖ نَصِيْبًا مِنْ صَلَاتِهٖ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِيْ بَيْتِهٖ مِنْ صَلَاتِهٖ خَيْرًا.

---

[৩১০] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ১৩৭৮।

[৩১১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৭৭৭।

[৩১২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৭৭৯।

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে সালাত পড়ে (ফরয) তাহলে সে যেন এতে কিছু অংশ তার ঘরে আদায় করে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার সালাতের কারণে তার ঘরে কল্যাণ দান করবেন।"[৩১৩]

৫। নিজ ঘরে নামায পড়া মসজিদে নববীতে নামায পড়া থেকেও উত্তম

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

"হযরত জায়েদ বিন সাবিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,ব্যক্তির সালাত তার ঘরে পড়া উত্তম আমার এ মসজিদে পড়ার চেয়ে। তবে ফরয সালাত ব্যতীত।"[৩১৪]

এই সুন্নাহটি দিনে রাতে অনেক বার পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। একজন ব্যক্তি তার ঘরে (নফল) সালাতগুলো আদায় করে সুন্নাত পালন করতে পারে এবং তার আমল বাড়াতে পারে।

৬। নফল সালাতগুলো ঘরে কায়েম করার উপকারিতা

নফল সালাতগুলো ঘরে কায়েম করার উপকারিতা হচ্ছে

ক. এতে প্রশান্তি এবং ইখলাস বৃদ্ধি পায়।

খ. লোক দেখানো থেকে দূরে থাকতে পারা যায়।

গ. তার ঘরে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়।

ঘ. শয়তানকে দূরে রাখা যায়।

ঙ. এতে বহুগুণ সাওয়াব লাভ হয়, যেমন ফরয সালাত মসজিদে আদায় করলে বহুগুণ সাওয়াব লাভ করা যায়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

"একজন ব্যক্তির নফল সালাত আদায় করা (এমন জায়গায়) যেখানে কেউ তাকে দেখতে পায় না, তাতে পঁচিশগুণ বেশি সাওয়াব, ঐ সালাত থেকে যেখানে লোকেরা তাকে দেখতে পায়।"[৩১৫]

---

[৩১৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৭৭৮।

[৩১৪] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১০৪৪।

[৩১৫] মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস নং: ৩৮২১, আলবানী সহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন।

বিভিন্ন ধরণের সুন্নাত সালাত

তাহাজ্জুদ সালাত তথা রাতের সালাত

১। তাহাজ্জুদ নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব

সকল প্রকার নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদ নামায শ্রেষ্ঠ। এ নামায সম্পর্কে রাসূলে সা. এর বাণী:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন– ফরয নামায ছাড়া নফল নামাযের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নামায হচ্ছে– রাতের নামায।"[৩১৬]

২। তাহাজ্জুদ সালাতের পছন্দনীয় রাকা'আত সংখ্যা

রাতের সালাতের পছন্দনীয় রাকা'আত সংখ্যা হচ্ছে এগার অথবা তের। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে :

عَنْ مَسْرُوْقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: سَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدٰى عَشْرَةَ..

"হযরত মাসরূক রা. বলেন, আমি হযরত আয়িশা রা. কে রাসূলুল্লাহ সা. এর রাতের নামাযের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এর পরিমাণ সাত, নয় এবং এগারো।"[৩১৭]

এ প্রসঙ্গে অন্য হাদীসে এসেছে

---

[৩১৬] মুসলিম, হাদীস নং: ১১৬৩।
[৩১৭] আল বুখারী, হাদীস নং: ১১৩৯।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. قَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِي بِاللَّيْلِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. রাতের নামায তেরো রাকা'আত পড়তেন।"[৩১৮]

৩। ক্বিয়ামুল লাইলের জন্য জেগে উঠে মিসওয়াক করা সুন্নাত

যে ব্যক্তি ক্বিয়ামুল লাইলের জন্য জেগে উঠে সে মিসওয়াক করবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছেঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ. قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ. يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

"হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন রাতের নামাযের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন মিসওয়াক করতেন।"[৩১৯]

৪। তাহাজ্জুদ সালাতের সুন্নাত কিরা'আত

রাসূলুল্লাহ সা. সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত (১৯০-২০০) পাঠ করতেন।

أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجَلَسَ .... ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ.

"হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বসতেন . . .এবং সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করতেন।"[৩২০]

---

[৩১৮] আল বুখারী, হাদীস নংঃ ১১৩৯।
[৩১৯] আল বুখারী, হাদীস নংঃ ২৪৫।
[৩২০] আল বুখারী, হাদীস নংঃ ১৮৩ এবং মুসলিম, হাদীস নংঃ ৭৬৩।

৫। সংক্ষিপ্ত দু'রাকা'আত দিয়ে তাহাজ্জুদ সালাত শুরু করা সুন্নাত

প্রথমত সংক্ষিপ্ত দু'রাকা'আত দিয়ে তাহাজ্জুদ সালাত শুরু করা যাতে পূর্ণ কর্মক্ষম হওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রাতের নামায পড়তে দাঁড়ায়, সে যেন শুরুতে সংক্ষিপ্ত দু'রাকা'আত নামায পড়ে নেয়।"[৩২১]

৬। তাহাজ্জুদ সলাতকে দীর্ঘ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ.

"হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, দীর্ঘ কুনূত[৩২২] বিশিষ্ট নামাযই হলো উত্তম নামায।"[৩২৩]

৭। তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য সুন্নাত দু'আসমূহ

তাহাজ্জুদ সালাতে নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত সহীহ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ طَاوُسٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: "

"হযরত তাউস রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে দাঁড়াতেন তখন তিনি পড়তেন:

---

[৩২১] মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-৭৬৮

[৩২২] কুনূত অর্থ কিয়াম, কিয়াম অর্থ নামাজে দাঁড়ানো।

[৩২৩] মুসলিম, হাদীস নং: ৭৫৬।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

'হে আল্লাহ আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান যমীন ও এ দু'য়ের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর নিয়ামক এবং আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা। আসমান যমীন এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর মালিকানা আপনার জন্যই, আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর নূর। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি চির সত্য। আপনার ওয়াদা চির সত্য; আপনার সাক্ষাৎ সত্য; আপনার বাণী সত্য; জান্নাত সত্য; নবীগণ সত্য; মুহাম্মদ সা. সত্য; কিয়ামত সত্য। ইয়া আল্লাহ! আপনার কাছেই আমি আত্মসমর্পণ করলাম; আপনার প্রতি ঈমান আনলাম; আপনার উপরই তাওয়াক্কুল করলাম, আপনার দিকেই রুজু করলাম; আপনার (সন্তুষ্টির জন্যই) শত্রুতায় লিপ্ত হলাম, আপনাকেই বিচারক মেনে নিলাম। তাই আপনি আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই অগ্র পশ্চাতের মালিক। আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।"[৩২৪]

---

[৩২৪] আল বুখারী, হাদীস নং: ১১২০ এবং মুসলিম, হাদীস নং: ৭৬৯।

অথবা নিম্নোক্ত দু'আ সমূহ পড়া। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، .

"হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এশরাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায আদায় করলাম....... রাসূলুল্লাহ সা. প্রশংসার বর্ণনার আয়াত এলে তাঁর প্রশংসা, দয়ার আয়াত এলে দয়া কামনা এবং শাস্তির আয়াত এলে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।"[৩২৫]

আল্লাহর শাস্তির আয়াত আসলে আশ্রয় প্রার্থনা,

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ.

(আমি আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)

দয়ার আয়াত আসলে দয়া কামনা করা, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

(আমি আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি)

আল্লাহর গৌরব-প্রশংসার বর্ণনার আয়াত এলে তাঁর প্রশংসা করা।

سُبْحَانَ اللهِ (আল্লাহ মহান)

৮। যে-আমল ক্বিয়ামুল লাইলে জেগে উঠতে সাহায্য করে

১। দু'আ করা।

২। বেশি রাত জেগে না থাকা।

৩। দিনের বেলা ক্বায়লুলা করা।

৪। সকল প্রকার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা।

৫। নফসের কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে মুজাহাদাহ বা চেষ্টা সাধনা করা।

বিতর নামায

১। বিতর নামাযের সুন্নাত কিরা'আত

যে ব্যক্তি তিন রাকা'আত বিতর নামায আদায় করবে, তার নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত।

---

[৩২৫] মুসলিম, হাদীস নং: ৭৭২।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

"হযরত সাঈদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবযা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. বিতর নামাযে "সাব্বে হিসমা রাব্বিকাল আ'লা (সূরা আ'লা)" ও "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন (সূরা কাফিরূন)" এবং "কুলহু আল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাস)" পড়তেন।"[৩২৬]

প্রথম রাকা'আতে সূরা আ'লা,

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى . الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى . وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى . وَالَّذِيْ أَخْرَجَ الْمَرْعٰى . فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوٰى . سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى . إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى . وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى . فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى . سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشٰى . وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى . الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى . ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى . بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقٰى . إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى . صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى .

"আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন। যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথপ্রদর্শন করেছেন। এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন। অতপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি ভুলে যাবেন না। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি

---

[৩২৬] আন নাসায়ী, হাদীস নং: ১৭৪০।

জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়। আমি আপনার জন্যে সহজ শরীআত সহজতর করে দেবো। উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন। যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যে, হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে। সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। অতপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয়। এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে। অতপর নামায আদায় করে। বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববতী কিতাবসমূহে। ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে।"[৩২৭]

দ্বিতীয় রাকাতে **সূরা কাফিরূন,**

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ.

"বলুন, হে কাফিরেরা! আমি ইবাদত করি না, তোমরা যার ইবাদত কর। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা কর। তোমরা ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।"[৩২৮]

এবং তৃতীয় রাকা'আতে **সূরা ইখলাস**

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

"বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।"[৩২৯]

---

[৩২৭] আল কুর'আন:৮৭:১-১৯।

[৩২৮] আল কুর'আন:১০৯:১-৬।

[৩২৯] আল কুর'আন:১১২:১-৪।

২। বিতর সালাতে সালাম ফিরানোর পর পঠিত দু'আ

বিতর সালাতে সালাম ফিরানোর পর নিম্নোক্ত দু'আ তিনবার বলবে:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ.

"যিনি মালিক তিনি যাবতীয় অসম্পূর্ণতা থেকে পবিত্র।"

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ، قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ.

"হযরত উবাই বিন কা'ব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন বিতর নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন, তিনি বলতেন: 'যিনি মালিক তিনি যাবতীয় অসম্পূর্ণতা থেকে পবিত্র'।"[৩৩০]

আদ দারাকুতনীর এক বর্ণনায় আছে

তৃতীয়বার সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস বলার পর উঁচু স্বরে বলবে:

رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

"যিনি ফেরেশতাদের এবং রুহ এর প্রভু।"

সালাতুত দোহা বা ইশরাকের নামায বা চাশতের নামায

সালাতুল দোহা নামাযের আরো দু'টি নাম রয়েছে: এ নামায যদি সকালের দিকে পড়া হয় তবে একে বলা হয় "ইশরাকের নামায" আর যদি সূর্য পূর্ণ গরম হওয়ার পর পড়া হয় তবে একে বলা হয় "চাশতের নামায"। প্রতিটি মানবদেহে ৩৬০ জোড়া অস্থি রয়েছে। প্রত্যেক জোড়া হাড়ের শুকরিয়াস্বরূপ মানুষের করণীয় রয়েছে। আর তা হলো দু'রাকা'আত সালাতুল দোহা আদায় করা।

হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ

---

[৩৩০] আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৪৩০ এবং আন নাসায়ী, হাদীস নং: ১৭৪০।

صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

"হযরত আবু যার গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, প্রত্যেক সকালে একজন ব্যক্তির সমস্ত জোড়ার উপর (৩৬০টি) সাদকাহ পরিশোধ হয়ে যায়, প্রত্যেক তাসবীহ একটি সাদকাহ, সৎ কাজের আদেশ দেয়া একটি সাদকাহ এবং মন্দ থেকে বারণ করা একটি সাদকাহ। এই সব কিছু দু'রাকাআত সালাতুদ দোহা পড়ার মাধ্যমে যথেষ্ট হয়ে যায়।"[৩৩১]

এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমাদেরকে প্রত্যেক মাসের প্রথম তিন দিন[৩৩২] দু'রাকা'আত দোহা নামায এবং বিতর নামায ঘুমানোর পূর্বে আদায় করার উপদেশ দিচ্ছি।"[৩৩৩]

দোহা নামাযের নামাযের সময় শুরু হয় আনুমানিক সূর্য উদয়ের ১৫ মিনিট পর থেকে এবং যোহরের সালাত এর ১৫ মিনিট আগ পর্যন্ত এ নামাযের সময় থাকে। উত্তম সময় হচ্ছে যখন সূর্য পূর্ণ গরম হয়ে যায়। এর সর্বনিম্ন রাকা'আত হচ্ছে দুই, আর সর্বোচ্চ আট। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, এর কোনো নির্দষ্ট সীমা নেই।

---

[৩৩১] মুসলিম, হাদীস নং: ৭২০।

[৩৩২] প্রথম তিন দিন বলে এখানে পূর্ণচন্দ্রের তিন দিন তথা মাসের ১৩,১৪ ও১৫ তারিখ উদ্দেশ্য।

[৩৩৩] মুসলিম হাদিস-৭২১, বুখারী হাদিস: ১৯৮১

সালাতুত্ তাসবীহ

সালাতুল তাসবীহ পড়ার অনেক ফযিলত রয়েছে। এ সালাত একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সম্পাদন করতে হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: " يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، أَلاَ أُعْطِيكَ، أَلاَ أَمْنَحُكَ، أَلاَ أَحْبُوكَ، أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ، قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِيْ سَاجِدًا، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ، فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَفِيْ عُمُرِكَ مَرَّةً".

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সা. আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবকে বললেন, হে আব্বাস, হে আমার চাচা! আমি কী আপনাকে দিব না, আমি কী আপনাকে দান করবো না, আমি কী আপনাকে বলবো না, আমি কী আপনার সাথে দশটি কাজ করবো না (অর্থ্যাৎ শিক্ষা দিব না দশটি তাসবীহ)? যখন আপনি তা করবেন আল্লাহ আপনার গুনাহ মাপ করে দিবেন, প্রথমের গুনাহ, শেষের গুনাহ, পুরাতন গুনাহ, নতুন গুনাহ, অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, ইচ্ছাকৃত গুনাহ, ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, অপ্রকাশ্য গুনাহ এবং প্রকাশ্য গুনাহ।

আর তা হলো আপনি চার রাকা'আত নামায পড়বেন, যার প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং যে কোন একটি সূরা পড়বেন। যখন আপনি প্রথম রাকা'আতে কিরাত শেষ করবেন দাঁড়ানো অবস্থায় বলবেন-

سُبْحَانَ اللهِ. وَالْحَمْدُ لِلهِ. وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَاللهُ أَكْبَرُ

"আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি আল্লাহ মহান" ১৫ বার। অতপর রুকু করবেন এবং রুকু অবস্থায় বলবেন ১০ বার। অতপর রুকু থেকে মাথা উঠাবেন এবং ("সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলার পর) বলবেন ১০ বার। অতপর সিজদায় যাবেন এবং (সিজদার তাসবীহ পড়ার পর) সিজদাবস্থায় বলবেন ১০ বার। অতপর সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন এবং (বসাবস্থায়) বলবেন ১০ বার। অতপর আবার সিজদায় যাবেন এবং (সিজদার তাসবীহ পড়ার পর) সিজদাবস্থায় বলবেন ১০ বার। তারপর মাথা উঠাবেন এবং (সোজা হয়ে বসে) বলবেন ১০ বার। সুতরাং প্রত্যেক রাকা'আতে তা ৭৫ বার হলো। এরূপে আপনি ৪ রাকা'আত পড়বেন। যদি আপনি প্রত্যেক দিন একবার পড়তে পারেন পড়বেন। যদি তা না পারেন তবে প্রতি সপ্তাহে পড়বেন। যদি তাও না পারেন তবে প্রতি বছরে একবার পড়বেন। আর যদি তাও না পারেন, তবে আপনার জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও পড়বেন।"[৩৩৪]

---

৩৩৪ সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১২৯৭, সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদীস নং: ১৩৮৭।

সালাতুত তাসবীহ পড়ার সহজ সমীকরণ

১.	রুকুতে যাওয়ার পূর্বে	১৫ বার
২.	রুকু অবস্থায় রুকুর তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
৩.	রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সোজা অবস্থায়	১০ বার
৪.	প্রথম সিজদা অবস্থায় সিজদার তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
৫.	প্রথম সিজদা হতে উঠে বসা অবস্থায়	১০ বার
৬.	দ্বিতীয় সিজদা অবস্থায় সিজদার তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
৭.	দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠে বসা অবস্থায়	১০ বার
	মোট=	৭৫ বার

এভাবে ৪ রাকা'আতে মোট, ৭৫×৪=৩০০ বার

সালাতুত তাওবা

গুনাহ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে যে নামায পড়া হয় সেটাই সালাতুত তাওবা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَذْنَبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ. ثُمَّ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ» . ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ { وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ . أُوْلٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ }

"হযরত আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি- যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করবে তারপর উঠে (ওযূ-গোসল) আবশ্যক পবিত্রতা লাভ করবে এবং কিছু নফল নামায পড়বে, তারপর

আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ নিশ্চয়ই তা গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন " তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচেছ প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান।"[৩৩৫]

সালাতুল হাজাত

যদি কেউ কোন সমস্যা, অভাব, বিপদ-আপদ ও মনে কোনো আশা-আকাংখা থাকে তবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে নামায পড়া হয়, তাই সালাতুল হাজাত বলে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفى، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلْ:

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা রা..থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অথবা কোনো মানুষের নিকট কোনো হাজাত রয়েছে, সে যেন প্রথমে ওযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে। অতপর দু'রাকা'আত নামায পড়ে। অতপর কিছুক্ষণ আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর দরূদ পড়বে। অতপর বলবে:

---

[৩৩৫] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ৪০৬।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ. لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি ধৈর্যশীল, মহামহিম। তিনি ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। তিনি বিরাট আরশের মালিক। প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঐসব জিনিস ভিক্ষা চাচ্ছি যার জন্য তোমার রহমত অপরিহার্য এবং যা তোমার পুরস্কার ও মাগফিরাতের কারণ হয়। আমি প্রত্যেক মঙ্গলের অংশীদার হওয়ার কামনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ করা ব্যতীত এবং আমার দুঃখ-দৈন্য দূর করা ব্যতীত ক্ষান্ত হয়ো না। আর আমার যেসব প্রয়োজন তোমার পছন্দনীয় তা পূরণ না করে ছেড়ো না- হে অনুগ্রহকারীদের মধ্যে বড় অনুগ্রহকারী!।"[৩৩৬]

সালাতুল ইস্তিসকা

আল্লাহর নিকট বৃষ্টি চেয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে দু'আ কামনা করে যে নামায পড়া হয় সেটাই সালাতুল ইস্তিসকা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ» ، ثُمَّ قَالَ.

---

[৩৩৬] সুনান আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৪৭৯।

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. সূর্য উঠার সময় বের হন এবং মিম্বারে উঠে বসলেন। অতপর তিনি তাকবীর বললেন ও আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন: তোমরা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সমস্যার অভিযোগ করছো, এবং তোমরা সময়মতো বৃষ্টি পাচ্ছ না, আল্লাহ তা'আলা দু'আ করতে আদেশ করেছেন এবং দু'আ কবুলের ওয়াদা করেছেন। অতপর তিনি বললেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللّٰهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ. أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلٰى حِيْنٍ.

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। যিনি হাশরের দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি যাই ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, আপনি অমুখাপেক্ষী। আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। আর আপনি যে বৃষ্টি দান করবেন তা শক্তিতে রূপান্তর করুন এবং তা আমাদের প্রয়োজন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী করুন।"

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ، أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ. فَأَنْشَأَ اللّٰهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللّٰهِ.

অতপর তিনি হাত তুলে দু'আ করলেন, এমনভাবে হাত তুললেন যাতে তাঁর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখা গিয়েছিলো। অতপর তিনি মানুষের অভিমুখী হলেন এবং মিম্বার থেকে নেমে দুই রাকা'আত সালাত পড়ালেন। অতপর আল্লাহর রহমতে বৃষ্টি শুরু হলো।[৩৩৭]

---

[৩৩৭] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১১৭৩।

নামাযের সাথে সম্পৃক্ত কিছু নিষিদ্ধ কাজ

১। নিজ ঘরে নফল নামায না পড়ার অভ্যাস থাকা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: তোমরা ঘরগুলোকে কবর বানিও না।"[৩৩৮]

অর্থাৎ: ঘরে নফল নামায না পড়ার অভ্যাস করবে না। বরং ঘরে নফল নামায, কুর'আন তিলাওয়াত ও দু'আ করবে।

২। নামাযরত অবস্থায় বায়ু নির্গমন সন্দেহে নামায ছেড়ে দেয়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ. فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: তোমাদের কেউ নামাযে থাকাবস্থায় নিজ পায়ুপথে নড়াচড়া অনুভব করলে সে যদি এ ব্যাপারে সন্দিহান হয় যে, তার ওযু ভেঙে গিয়েছে না কি ভাঙেনি? তাহলে সে যেন নামায ছেড়ে না দেয় যতক্ষণ না সে (বায়ু নির্গমনের) আওয়াজ শুনতে পায় অথবা (তার নাকে) দুর্গন্ধ অনুভব করে।"[৩৩৯]

৩। কোনো ফরয নামায পড়ার পর পরই সে স্থানে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ

---

[৩৩৮] আবু দাউদ শরীফ,, হাদীস নং: ২০২৪।

[৩৩৯] আবু দাউদ শরীফ,, হাদীস নং: ১৭৭।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذٰلِكَ، أَنْ لَا تُوْصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ.

"হযরত মুয়াবিয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে আদেশ করেছেন: 'কোনো ফরয নামায পড়ার পর তার সাথে মিলিয়ে কোনো সুন্নাত কিংবা কোনো নফল নামায পড়বে না; যতক্ষণ না তুমি কোনো কথা বলবে অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে।"[৩৪০]

তবে বের হবার কোনো জায়গা না থাকলে অথবা বিশেষ প্রয়োজনে পড়া যেতে পারে।

৪। নামায পড়াবস্থায় 'আস্‌সালামু আলাল্লাহ' বলা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُوْلُوْا: اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلٰكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায পড়ার সময় বসাবস্থায় বলতাম: সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, অতঃপর তাঁর বান্দাদের উপর। রাসূলুল্লাহ সা. তা শুনে বললেন: তোমরা আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক এমন কথা বলো না। কারণ, আল্লাহ নিজেই তো শান্তি বর্ষণকারী। বরং তোমরা বলো: সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য।"[৩৪১]

---

[৩৪০] আবু দাউদ শরীফ,, হাদীস নং: ১১২৯।
[৩৪১] আবু দাউদ শরীফ; হাদীস নং:৯৬৮।

৫। একই রাত্রিতে দু'বার বিতর নামায পড়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ طَلَقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.

"হযরত তালেক বিন আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছি: একই রাত্রিতে দু'বার বিতর নামায পড়া যাবে না।"[৩৪২]

৬। ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ যথাযথভাবে আদায় না করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ، وَلَا تَسْلِيمٍ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: নামায ও সালামে কোনো ত্রুটি করা চলবে না।"[৩৪৩]

৭। রুকু-সিজদায় কুর'আন তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: তোমরা কি জানো না যে, আমাকে রুকু অথবা সিজদারত অবস্থায় কুর'আন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তোমরা

---

[৩৪২] আবু দাউদ শরীফ; হাদীস নং:১৪৩৯।

[৩৪৩] আবু দাউদ শরীফ,, হাদীস নং: ৯২৮।

রুকু অবস্থায় মহান প্রভুর মহত্ত্ব কীর্তন করবে এবং সিজদারত অবস্থায় বেশি বেশি দু'আ করবে। আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত দু'আ কবুল করবেন।"[৩৪৪]

৮। জামা'আতের সামনের কাতার খালি রেখে পিছনে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَهُ يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّيْ خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اِسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

"হযরত আলী বিন শায়বান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর পেছনে নামায পড়ছিলাম। নামায শেষে তিনি এক ব্যক্তিকে মুসল্লিদের কাতারের পেছনে একাকী নামায পড়তে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তার নিকট দাঁড়িয়ে তার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। অতঃপর নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সা. তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমার নামায আবার নতুন করে পড়ে নাও। কারণ, একাকী নামায পড়লে তার নামায আদায় হয় না।"[৩৪৫]

৯। নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِى الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.

---

[৩৪৪] মুসলিম শরীফ, হাদীস নং:৪৭৯।

[৩৪৫] সহীহ ইবনে খুযাইমা;, হাদীস নং: ১৫৬৯।

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: তা হচ্ছে শয়তানের থাবা। যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামায ছিনিয়ে নেয়।"[৩৪৬]

১০। নামাযের কাতারের মাঝে খালি রাখা নিষিদ্ধ

নামাযের কাতারে মিলে-মিশে না দাঁড়িয়ে মাঝে খালি রাখা নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّايَ وَالْفَرْجَ يَعْنِيْ: فِي الصَّلَاةِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: নামাযরত অবস্থায় নামাযীদের মাঝে খালি জায়গা রাখা থেকে আমাকে দূরে রাখো তথা আমাকে যেন তা আর কখনো দেখতে না হয়।"[৩৪৭]

১১। নামাযে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِى، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

"হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম সুলামী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: নামাযে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তিগত কথা বলা চলবে না বরং নামায হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা ও তার মহিমা বর্ণনা এবং কুর'আন তিলাওয়াতের সমষ্টি মাত্র।"[৩৪৮]

---

[৩৪৬] সহীহ বুখারী;, হাদীস নং: ৭৫১।
[৩৪৭] মু'জামূল কবীর আত তাবারানী ; হাদীস নং:১১৪৫২।
[৩৪৮] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৫৩৭।

১২। নামাযে কাপড় অথবা চুল বাঁধা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ، وَثِيَابَهُ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করতে আদেশ করেছেন এবং নামাযে চুল ও কাপড় বাঁধতে নিষেধ করেছেন।"[৩৪৯]

১৩। ইক্বামতের পর সুন্নাত অথবা নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: যখন কোনো (ফরয) নামাযের ইক্বামত দেয়া হয় তখন উক্ত নামায ছাড়া অন্য কোনো (সুন্নাত অথবা নফল) নামায পড়া যাবে না।"[৩৫০]

১৪। নামাযে দু'আ করা অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, নামাযে দু'আরত অবস্থায় আকাশের দিকে দৃষ্টিক্ষেপণকারীদের

---

[৩৪৯] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৪৯০।

[৩৫০] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৭১০।

সতর্ক হওয়া উচিত তারা যেন দ্বিতীয়বার দৃষ্টিক্ষেপণ না করে। কেননা, এতে তাদের দৃষ্টিশক্তি উঠিয়ে নেয়া হবে।"[৩৫১]

১৫। মল-মূত্রের বেগ অথবা ক্ষুধার জ্বালা রেখে নামায পড়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি: খাবার উপস্থিত (ক্ষুধা থাকাবস্থায়) এবং মল-মূত্রের বেগ রেখে নামায পড়লে, সে নামায আদায় হবে না।"[৩৫২]

১৬। নামাযে কাতার সোজা না করে নামায পড়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُوْلُ: اِسْتَوُوْا، وَلَا تَخْتَلِفُوْا، فَتَخْتَلِفُ قُلُوْبُكُمْ.

"হযরত আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. নামাযে দাঁড়ানোর সময় আমাদের কাঁধগুলো স্পর্শ করে বলতেন: তোমরা সবাই নামাযের কাতারে একদম সোজা হয়ে দাঁড়াও। একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো দাঁড়িও না, তা হলে তোমাদের অন্তরগুলোর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে।"[৩৫৩]

১৭। ইমাম সাহেবের পূর্বেই কোনো রুকন আদায় করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

---

[৩৫১] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৪২৯।
[৩৫২] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৫৬০।
[৩৫৩] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৪৩২।

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّيْ إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْانْصِرَافِ.

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সা. নামায শেষ করে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং আমার আগে রুকু, সিজদা, উঠা, বসা ও সালাম (কোনো রুকন) আদায় করবে না।"[৩৫৪]

১৮। নামাযে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে থুথু ফেলা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. . .বলেছেন: তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কারণ, যখন সে নামায পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা তার সামনেই থাকেন।"[৩৫৫]

তবে নামাযরত অবস্থায় কারো বেশি থুথু আসলে সে যেন তার বাঁ দিকে অথবা পায়ের নিচে অথবা কোনো রুমালে ফেলবে।

১৯। বিনা ওযুতে নামায পড়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

---

[৩৫৪] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৪২৬।

[৩৫৫] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:৫৪৭।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: তোমাদের কারো ওযু না থাকা সত্ত্বে ওযু না করে নামায পড়লে তার নামায কবুল হবে না।"[৩৫৬]

২০। নামাযের মাঝে কোনো কিছু সরানো নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–

عَنْ مُعَيْقِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً.

মু'আইকিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে নামাযে কোনো কংকর সরানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম জবাবে তিনি বললেন, যদি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমার করতেই হয়, তাহলে একবার করতে পার।"[৩৫৭]

أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يُحَرِّكِ الْحَصَى، أَوْ لَا يَمَسَّ الْحَصَى.

"তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর রহমত তার অভিমুখী হয়, সুতরাং সে যেন কংকর না সরায় অথবা কংকর স্পর্শ না করে।"[৩৫৮]

---

[৩৫৬] মুসলিম শরীফ ; হাদীস নং:২২৫।
[৩৫৭] সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং: ৩৮০।
[৩৫৮] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং:২১৩৩২।

সিয়াম[৩৫৯] বা রোযা পালন সম্পর্কিত সুন্নাত

১। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে চাঁদের ৩০ দিন পূর্ণ করা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ . وَلِمُسْلِمٍ : فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ ثَلَاثِيْنَ . وَلِلْبُخَارِيِّ: فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ . وَلَهُ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ .

“ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমরা (রমযানের) নতুন চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখবে আর যখন (সাওয়াল মাসের) নতুন চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখা হতে বিরত থাকবে। যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখা না যায়, তবে চাঁদের ‘পরিমাণ’[৩৬০] পূরণ করে নাও।” (মুসলিম শরীফে আছে, চাঁদের ‘ঊনত্রিশতম দিনে’ মেঘাচ্ছন্ন হেতু চাঁদ দেখা না গেলে গণনা পূর্ণ করবে। বুখারীতে আছে, ৩০ দিনের গণনা পূর্ণ করবে।), (বুখারী শরীফে আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখা না গেলে ‘শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নেবে’।)” [৩৬১]

---

[৩৫৯] সিয়ামের আভিধানিক অর্থ: বিরত রাখা, ফিরিয়ে রাখা। শরী'আতে, রোযাদারের জন্য অবৈধ বস্তু হতে রোযাদারের নিবৃত থাকা। ইসলামি চরিত্র গঠনে ও ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে রোযা পালনের যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বর্তমানে মুসলিম সমাজ তা হতে যে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে তাদের আচরণই সে কথা প্রমাণ করছে। হে আল্লাহ! তুমি মুসলমানকে ইসলামী ব্যবস্থাবলীর মহত্ত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাওফিক দান করো।

[৩৬০] শাবানের ২৯ তারিখে নতুন চাঁদ দেখা না গেলে শাবান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করে নিতে হবে। এভাবেই যদি রমযানের ২৯ তারিখে শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় তবে রমযানের ত্রিশ দিন পূরণ করতে হবে। চন্দ্রমাস একত্রিশ দিন হয় না, তাই এরপরে আর চাঁদ দেখার প্রয়োজন নেই।

[৩৬১] বুখারী ১৯০, মুসলিম ১০৮০।

২। চাঁদ দেখে রোযা শুরু করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনগণ আমাকে চাঁদ দেখালো। আমি নবী করীম সা. কে সংবাদ দিলাম চাঁদ দেখেছি। ফলে তিনি নিজে রোযা রাখলেন ও জনগণকে রোযা রাখার আদেশ দিলেন।"[৩৬২]

৩। কোনো মুসলমান কর্তৃক চাঁদ দেখা নিশ্চিত হয়ে রোযা রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا ".

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক লোক রাসূলুল্লাহ সা. এর সামনে এসে বললো, আমি চাঁদ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সা. একথা শুনে বললেন, তুমি কি এ সত্যের সাক্ষ্য দাও যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' সে বললো, হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, 'মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল (প্রেরিত মহাপুরুষ)। লোকটা বললো হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, হে বিলাল জনগণের মধ্যে আগামী কাল রোযা রাখার নির্দেশটি ঘোষণা করে দাও।"[৩৬৩]

---

[৩৬২] আবু দাউদ ২৩৪২, ইবনে হিব্বান ২৪৩৮ ও হাকিম ৪২৩/১ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩৬৩] আবু দাউদ ২৩৪ নাসায়ী ১৩২-৪ তিরমিযী ৬৯ পাঁচজনে, ইবনে খুযায়মা ১৯২৩ ও ইবনে হিব্বান ৮৭০ একে সহীহ বলেছেন। ইমাম নাসায়ী এর মুরসাল হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৪ । রোযার নিয়্যত করা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

وَلِلدَّارِ قُطْنِيِّ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ.

"উম্মুল মুমেনীন হাফসা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের আগে রোযা রাখার নিয়্যত না করবে তার রোযা (সিদ্ধ) নয় ।"[৩৬৪]

তবে এক্ষেত্রে মৌখিক নিয়্যত শর্ত নয় ।

৫ । দেরী করে ইফতার করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

"সাহল বিন সা'আদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, লোক যতদিন অবিলম্বে রোযার ইফতার করবে ততোদিন তারা কল্যাণের অধিকারী হতেই থাকবে ।"[৩৬৫]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

---

[৩৬৪] পাঁচজনে, তিরমিযী ৭৩০ ও নাসায়ী ১৯৬/২ এর মাওকুফ হওয়াকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, ইবনে খুযায়মা ১৯৩৩ ও ইবনে হিব্বান মারফুরূপে একে সহীহ বলেছেন । (১) দারাকুতনীতে ১৭২/২ আছে, যে রাত্রিতে রোযা রাখা ঠিক না করবে তার রোযা হবে না । (এটা ফরয রোযার জন্য) (আবু দাউদ ২৪৫৪ ইবনে মাজাহ ১৭০০) ।

[৩৬৫] বুখারী ১৭৫৭, মুসলিম ১০৯৮ ।

"তিরমিযীতে আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অবিলম্বে রোযার, ইফতারকারী ব্যক্তিগণ আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আমার কাছে প্রিয়।"[৩৬৬]

৬। রোযা পালনের জন্য সাহরী খাওয়ার সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

"আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা সাহরী খাবে; বস্তুত রোযার জন্য সাহরী খাওয়াতে বরকত (কল্যাণ) রয়েছে।"[৩৬৭]

৭। খেজুর দ্বারা ইফতার শুরু করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ. فَإِنَّهُ طُهُوْرٌ.

"সুলায়মান বিন আমের রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ইফতারকারী যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে, তা না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কেননা তা পবিত্রকারী।"[৩৬৮] (পাঁচজনে রিওয়ায়েত করেছেন।)

৮। রোযা রেখেও যাদের রোযা হয় না

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

[৩৬৬] যারা সূর্যাস্তের পরও বিলম্ব করে ইফতার করাকে ভালো মনে করেন তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও ইসলামের শিক্ষার বিপরীত। (তিরমিযী ৭০০)

[৩৬৭] বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ১০৯৫।

[৩৬৮] ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান সহীহ বলেছেন। (সহীহ আত তিরমিযী: ৬৯৫)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে রোযাদার মিথ্যা বলা বা মিথ্যার অনুকূলে কাজ করা এবং অজ্ঞতা ত্যাগ না করবে তার পানাহার ত্যাগের কোনোই প্রয়োজন (মূল্য) আল্লাহর নিকট নেই।"[৩৬৯]

৯। রোযাবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلٰكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ

"তিনি বলেন, আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. (স্ত্রীকে) রোযার অবস্থায় চুম্বন দিতেন ও আলিঙ্গন করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের থেকে অধিক আত্মসংযমশীল ছিলেন। (যার জন্য তাঁর পক্ষে এরূপ করাতে কোনোরূপ আশঙ্কার কারণ ছিল না। কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা নিরাপদ নয়)।"[৩৭০]

১০। রোযাবস্থায় সিঙ্গা লাগানোর বিধান

এ প্রসঙ্গে তিনটি বিধান প্রণিধানযোগ্য

ক. সিঙ্গা লাগানো বৈধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

---

[৩৬৯] বুখারী ৬০৫৭, আবু দাউদ ২৩৬২; শব্দ আবু দাউদের।

[৩৭০] বুখারী, মুসলিম, শব্দ মুসলিমের; (১) অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, তিনি এরূপ রামযানে করেছেন। এ হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের জন্য রোযার অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা ও আলিঙ্গন করা নিষিদ্ধ। (বুখারী:১৯২৭, মুসলিম: ১১০৬)

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইহরামের অবস্থায় রোযা রেখেও সিঙ্গা লাগাতেন (শরীরের দূষিত রক্তক্ষরণ বিশেষ উপায়ে করাতেন।)"[৩৭১]

খ. সিঙ্গা লাগানো মাকরূহ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحَجَّامَةُ لِلصَّائِمِ؛ أَنَّ جعفرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَفْطَرْ هٰذَانِ". ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فِي الْحَجَّامَةِ لِلصَّائِمِ. وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ.

"হযরত আনাস বিন মালেক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম দিকে সিঙ্গা লাগানো মাকরূহ হওয়ার কারণ এই ছিল যে, জাফর বিন আবু তালিব রা. রোযার অবস্থায় সিঙ্গা লাগিয়েছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ সা. তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, এরা দুজনেই (হাজেম ও মাহজুম) রোযা ভঙ্গ করে ফেলেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সা. রোযাদারকে (সিঙ্গা) লাগানের ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন। ফলে আনাস রা. রোযা অবস্থায় সিঙ্গা লাগাতেন।"[৩৭২]

গ. সিঙ্গা লাগানো হারাম

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَىٰ عَلَىٰ رَجُلٍ بِالْبَقِيْعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِيْ رَمَضَانَ. فَقَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ.

---

[৩৭১] বুখারী ১৯৩৮।

[৩৭২] দারাকুতনী ৭/১৮২/২ এবং তিনি একে মজবুত সনদের হাদীস বলেছেন।

"শাদ্দাদ বিন আওস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. 'বাকী নামক স্থানে একটি লোকের কাছে এসেছিলেন, সে তখন রামযান মাসে সিঙ্গা লাগাচ্ছিল। মহানবী সা. বললেন, সিঙ্গা যে লাগালো আর যার শরীরে লাগানো হলো উভয়েই রোযা ভঙ্গ করে ফেলেছে।"[৩৭৩]

বি. দ্রঃ তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে রোযাবস্থায় সিঙ্গা লাগানো মাকরূহ, এবং এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না।

১১। রোযাবস্থায় সুরমা লাগানো বৈধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِكْتَحَلَ فِيْ رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيْهِ شَيْءٌ.

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. রোযা রেখে চোখে সুরমা লাগিয়েছেন।"[৩৭৪]

১২। রোযাবস্থায় ভুলক্রমে পান করলে যা করতে হবে

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, কোনো রোযাদার যদি রোযার অবস্থায় ভুলে খায় বা পানি পান করে, তবে

---

[৩৭৩] এটা ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসের দ্বারা রহিত হয়েছে। কারণ শাদ্দাদের বর্ণিত হাদীসে ৮ই হিজরীর মক্কা বিজয়ের ঘটনার কথা বিবৃত হয়েছে আর ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসে ১০ম হিজরীর বিদায় হজ্জের ঘটনার কথা বিবৃত হয়েছে। অতএব এ রক্তক্ষরণে রোযা নষ্ট হবে না। – নাইলুল আওতার। (আবু দাউদ ২৩২৯ নাসায়ী ৩১৪৪ ইবনে মাজাহ ১২৮১ তিরমিযী ব্যতীত পাঁচজনে; আহমাদ ২৮৩, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান ২১৮-২১৯ একে সহীহ বলেছেন।)

[৩৭৪] ইবনে মাজাহ ১৬৭৮ দুর্বল সনদে। তিরমিযী বলেছেন –এ ব্যাপারে কোন সহীহ রেওয়ায়্যাত নেই।

সে যেন তার রোযা পুরো করে। কেননা, তাকে তো তার প্রভুই পানাহার করিয়েছেন।"[৩৭৫]

১৩। ভুলক্রমে রোযাভঙ্গ হয়ে গেলে যা করতে হবে

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

وَلِلْحَاكِمِ: مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.

"হাকিমে আছে, যে ব্যক্তির ভুলক্রমে রোযা ইফতার বা ভেঙ্গে যায় তার জন্য কোনো কাযা বা কাফফারা নেই।"[৩৭৬]

১৪। রোযাবস্থায় বমির বিধান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যার বমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে আসে তার রোযা কাযা হয় না, (অর্থাৎ ঠিক থাকে) আর যে ইচ্ছাপূর্বক বমি করে তার রোযা কাযা হয়। (অর্থাৎ রোযা ভেঙ্গে যায়)।"[৩৭৭]

১৫। নাপাক অবস্থায় থাকা ব্যক্তির রোযার বিধান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ.

"হযরত আয়িশা ও উম্মে সালামা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. স্ত্রীসঙ্গমজনিত জুনুবী (নাপাক) অবস্থায় সকাল করতেন, তারপর (ফজরের নামাযের আগে) গোসল করতেন ও রোযা রাখতেন।"[৩৭৮]

---

[৩৭৫] বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ১১৫৫।
[৩৭৬] এ হাদীস সহীহ। হাকেম ৪৩০।
[৩৭৭] আবু দাউদ ২৩৮০ নাসায়ী ২১৫/২ আহমদ ৪৭৮ তিরমিযী ১২০ ইবনে মাজাহ ১৬৭৬ পাঁচজনে, ইমাম আহমদ একে দুর্বল বলেছেন ও ইমাম দারাকুতনী একে মজবুত সনদের হাদীস বলেছেন।
[৩৭৮] বুখারী ১৬৭১, মুসলিম ১১০৯।

মুসলিম শরীফে কেবল উম্মে সালামার বর্ণনায় আছে –তিনি ঐরূপ রোযার কাযাও করতেন না।

মুসাফিরের রোযার বিধান

এ প্রসঙ্গে দু'টি হাদীস প্রণিধানযোগ্য

ক. মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ সা. এর নিষেধাজ্ঞা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلٰى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتّٰى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ. فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: "أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ. أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ".

"জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. মক্কা বিজয়কালে রমযান মাসে (মদীনা থেকে মক্কাভিমুখে) যাত্রা করেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ রোযা রেখেছিলেন। যখন তিনি 'কোরাউল গামীম' পৌছালেন, তখন এক পেয়ালা পানি চাইলেন এবং ঐ পানির পেয়ালা এমন উঁচু করে ধরলেন যাতে লোক তা দেখতে পেলো। তারপর তিনি তা পান করলেন। এরপরও তাঁকে 'কিছু লোক রোযার অবস্থাতেই রয়েছে' বলা হলো। তিনি শুনে বললেন, ওরা নাফরমান (অবাধ্য), ওরা নাফরমান!

وَفِيْ لَفْظٍ: فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. فَشَرِبَ.

আর এক রিওয়ায়েতে এরূপ শব্দ রয়েছে, মহানবী সা. কে বলা হয়, লোকের উপর (আজ) রোযা রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা ভয় করছে আপনি এ অবস্থায় কী করবেন। তারপর আসরের সময়ের পর তিনি পানির পেয়ালা নিয়ে ডাকলেন ও পানি পান করলেন।"[৩৭৯]

---

[৩৭৯] মুসলিম ১১১৪।

খ. মুসাফিরের রোযার ব্যাপারে রুখসত প্রদান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.

وَأَصْلُهُ فِي "الْمُتَّفَقِ" مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ؛ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ.

"হামযা বিন আমর আসলামী রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলেছেন, আমি সফরে রোযা রাখার মতো ক্ষমতা রাখি। (রোযা রাখা) আমার জন্য কি কোনো দোষণীয় ব্যাপার হবে? তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, এটা আল্লাহ প্রদত্ত রুখসাত (অনুমতি) যে তা গ্রহণ করবে সে তাতে উত্তম করবে আর যে রোযা রাখা পছন্দ করবে তারও কোনো ক্ষতি নেই তাতে।"

"আয়িশা রা. এর রিওয়ায়েতটি, এর মূল যা বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবেই রয়েছে। তাতে আছে, হাজযা বিন আমর জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"[৩৮০]

অসুস্থ ও মুমূর্ষু ব্যক্তির রোযা

১। অতি বৃদ্ধের রোযার বিধান

অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি রোযা রাখতে না পারলে এক একটি রোযার বদলে একজন দরিদ্রকে খাওয়াতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَخَّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

---

[৩৮০] মুসলিম ১১২১।

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অত্যধিক বৃদ্ধলোককে রোযা না রেখে প্রতি রোযার বদলে একজন দরিদ্রকে খাওয়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার উপর কাযাও নেই।"[৩৮১]

২। মুমূর্ষু ব্যক্তির রোযার বিধান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে মৃত্যুমুখে পতিত হবে আর তার উপর রোযা কাযা থাকবে, তার ঐ কাযা রোযা রাখবে তার উত্তরাধিকারী।"[৩৮২]

রোযার কাফফারা

ইচ্ছাকৃত রোযা ভঙ্গের কাফফারা হলোঃ ২ মাস একনাগাড়ে রোযা রাখা, রোযা রাখার শারীরিক সামর্থ্য না থাকলে ৬০ জন দরিদ্রকে খাওয়াতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: "وَمَا أَهْلَكَكَ؟" قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِيْ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: "هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟" قَالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟" قَالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟" قَالَ: لَا. ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: "تَصَدَّقْ بِهٰذَا".

---

[৩৮১] দারাকুতনী ২/২০৫/২ ও হাকিম ৪৪০, এরা একে সহীহ বলেছেন।

[৩৮২] মৃতের কাযা রোযার জন্য প্রতি রোযার বদলে একজন মিসকিনকে আহার দেওয়ার প্রমাণটি দুর্বল। (বুখারী; হাদীস নং:১৯৫২, মুসলিম; হাদীস নং:১১৪৭।)

فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "اِذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট কোনো একটি লোক এসে বললো, হে রাসূলুল্লাহ সা.! আমি হালাক হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, কোনো বস্তু তোমাকে হালাক করেছে? সে বললো রমযানের রোযা রেখে স্ত্রীসঙ্গম করে ফেলেছি। মহানবী সা. বললেন, তুমি কি কোনো দাস-দাসীকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা রাখ? সে বললো না। রাসূলুল্লাহ সা. বলেলেন, দু'মাস কি একনাগাড়ে রোযা রাখতে পারবে? সে বললো না। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ৬০ জন দরিদ্রকে খাওয়াতে পারবে? সে বললো না। তারপর সে বসে রইল। তারপর নবী করীম সা. এর নিকট একটি খেজুরের ঝুড়ি বা থলে এলো, যাতে কিছু খেজুর ছিল। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বলেছেন, এগুলো তুমি সাদকা করে দিবে। সে বললো আমার থেকে বেশি দরিদ্রকে কি দান করতে হবে? মদীনার দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকায় আমার থেকে বেশি অভাবী পরিবার আর নেই। মহানবী সা. তার এরূপ কথা শুনে হেসে ফেললেন, যাতে তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়লো। তারপর তিনি বললেন, যাও এটা তোমার পরিবারকে খাওয়াও গিয়ে।"[৩৮৩]

বিভিন্ন নফল রোযা[৩৮৪]

১। আরাফার রোযা ও মহররমের রোযা রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

৩৮৩ 'সাতজনে' শব্দ মুসলিমের। বুখারী ১৯৩৬ মুসলিম ১১১১ আবু দাউদ ২৩৯০ নাসায়ী ২১২-২১৩ তিরমিযী ৭২৪ ইবনে মাজাহ ৬৭১ আহমদ ২০৮।

৩৮৪ মানব চরিত্রের উন্নতি বিধানে রোযার যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে তা অনস্বীকার্য। এ চরিত্র গঠনের ভূমিকা একদম শিথিল হয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা হিসেবে রমযান মাস ছাড়াও রোযার বিধান ইসলাম রেখেছে। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা আমাদের ধর্মীয় চেতনার প্রতীক।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ "، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ، وَبُعِثْتُ فِيْهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ ".

"আবু কাতাদা আনসারী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আরাফাতের দিনে (৯ যিলহজ্জ) রোযা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, এর দ্বারা বিগত এক বছর ও আগামী এক বছরের গোনাহ (পাপ) দূরীভূত হয়। আশুরা (১০ মুহররম) এর দিনে রোযা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, বিগত এক বছরের পাপ ক্ষমা করা হয়। সোমবারের দিনে রোযা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, এদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এদিনে আমি নবুওয়াত পেয়েছি। অথবা এ দিনে আমার ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল।"[৩৮৫]

২। শাওয়াল মাসের ৬টি রোযা রাখা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

"আবু আইউব আনসারী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পালনের পর শাওয়াল মাসে (ঈদের

---

[৩৮৫] আরাফা দিবস হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে প্রথম মিলনের শুভ দিবস। আশুরা পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম খোদাদ্রোহী ফেরাউনের হাত হতে হযরত মুসা (আ) ও তাঁর অনুগামীদের নাজাত লাভের স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিবস। সোমবারে মানুষের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, এটাও তার গুরুত্ব লাভের কারণ বলে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম ৭৮০/৭৭।)

দিন ছাড়া) ৬টি রোযা রাখবে, তার ঐ রোযার সাওয়ার সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য গণ্য হবে।"[৩৮৬]

৩। যুদ্ধরত অবস্থায় রোযা রাখা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

"আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে কোনো বান্দা আল্লাহর রাহে থেকে (ধর্মযুদ্ধরত অবস্থায়) একটি দিন রোযা রাখবে তার (এই রোযার বিনিময়ে) আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে সত্তর বছরের পথ পরিমাণ নরকাগ্নি হতে অবশ্য দূরে রাখবেন।"[৩৮৭]

৪। প্রতি মাসের নফল রোযা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُوْمَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

"আবু যার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখার আদেশ দিলেন, চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ।"[৩৮৮]

৫। শনিবার ও রোববার রোযা রাখা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

[৩৮৬] এ ছয়টি রোযা শাওয়াল মাসের যে কোন অংশ বিশেষে এবং বিচ্ছিন্নভাবে রাখা যায়, মাত্র ঈদের দিন ছাড়া। (মিশরীয় টীকা দ্রষ্টব্য)। (মুসলিম ১১৬২।)

[৩৮৭] বুখারী ২৮৪, মুসলিম ১১৫৩,শব্দ মুসলিমের।

[৩৮৮] নাসায়ী ২২১/৪, তিরমিযী ৭৬১। ইবনে হিব্বান ৩৬৪৭ একে সহীহ বলেছেন।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَحَدِ، وكَانَ يَقُولُ: "إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ، وأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ.

"উম্মে সালামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যেসব দিনে রোযা রাখতেন তার মধ্যে শনি ও রোববারেই বেশি রোযা রাখতেন। আর তিনি বলতেন, এ দুটি দিন মুশরিকদের (অংশীবাদীদের) ঈদ উদযাপন দিবস, আমি তাদের খেলাফ করতে চাই।"[৩৮৯]

যে যে দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

১। বিরতিহীনভাবে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: "وَأَيُّكُمْ مِثْلِيْ؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ". فَلَمَّا أَبَوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا. ثُمَّ يَوْمًا. ثُمَّ رَأَوا الْهِلَالَ. فَقَالَ: "لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ" كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِيْنَ أَبَوا أَنْ يَنْتَهُوا.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. 'বেসাল' (বিরতিহীন) রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। পরন্তু জনৈক মুসলিম বললেন, হে রাসূলুল্লাহ সা.! আপনি তো বেসাল বা বিরতিহীন রোযা রেখে থাকেন। উত্তরে মহানবী সা. বলেন, আমার মতো তোমাদের কে আছে? আমার প্রভু আমাকে রাতে পানাহার করান। (অর্থাৎ তিনি ইশকে ইলাহী ভিত্তিক রিয়াযত ও ইবাদতলব্ধ রূহানী খাদ্য বা আত্মিক শক্তি দ্বারা বলীয়ান

---

[৩৮৯] নাসায়ী ১৪৬, এটা ইবনে খুযায়মার ২১৬৭ শব্দ, এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন।

হয়ে থাকেন, যা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। (এত করে বলার পরও) যখন বেসাল রোযা হতে লোক বিরত থাকলো না, তখন রাসূলুল্লাহ সা. তাদের সঙ্গে একদিন বেসাল রোযা রাখলেন তার পরের দিনও রাখলেন তারপর শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখা দিল। তিনি বললেন, যদি নতুন চাঁদ উঠতে বিলম্ব করত তবে আমি বেসাল রোযা বাড়াতেই থাকতাম। বেসাল রোযা ত্যাগ করতে তাদের অসম্মত হওয়ার জন্য মহানবী সা. এ কথাটা তাদেরকে ঠেকিয়ে শেখানোর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন।"[৩৯০]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ.

"আবদুল্লাহ বিন ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি বিরতিহীন রোযা রাখে তার রোযা (মকবুল) রোযা নয়।"[৩৯১]

মুসলিম শরীফের আবু কাতাদা এতে এরূপ বর্ণিত আছে, রোযা ও ইফতার কোনটিই (মাকবুল) হয় না।[৩৯২]

২। আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে রোযা রাখা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে আরাফার দিবসের রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।"[৩৯৩]

---

[৩৯০] বুখারী ১৯৬৫, মুসলিম ১১০৩।

[৩৯১] বুখারী ১৯১৭।

[৩৯২] মুসলিম ১৭৬/১৮৭।

[৩৯৩] তিরমিযী ব্যতীত আবু দাউদ ২৪৪ নাসায়ী ২৫২/২ ইবনে মাজাহ ১৭৩২ আহমদ ৩০৪/৪৪৬ খুযায়মা ২১০ হাকেম ৪৩৪ পাঁচজনে, ইবনে খুযায়মা একে মুনকার বলেছেন।

তবে অন্য হাদীসে এ দিনে রোযা রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছে, সুতরাং এ দিন রোযা রাখা যেতে পারে।

৩। শাবানের শেষ অর্ধেকে রোযা রাখা নিরুৎসাহিত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُوْمُوا.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, শাবানের অর্ধেক (গত) হতে কোনো নফল রোযা রাখবে না।"[৩৯৪]

৪। জুমু'আর দিনকে নির্দিষ্ট করে রোযা রাখা নিরুৎসাহিত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, রাত্রির মধ্যে থেকে জুমু'আর রাতকে ইবাদতের জন্য ও দিনের মধ্যে থেকে জুমু'আর দিনকে রোযা রাখার জন্য খাস করবে না। হ্যাঁ, তবে কেউ কোনো (এক নির্দিষ্ট তারিখে) রোযা রেখে আসছে সেই তারিখটি যদি জুমু'আর দিনে পড়ে যায় তবে কোনো দোষ নেই।"[৩৯৫]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

---

[৩৯৪] আবু দাউদ ২৩৩৭ মুসলিম ১১৪৪ তিরমিযী ৭৭৮ ইবনে মাজাহ ১৬৫১ আহমদ ৪৪২/২ পাঁচজনে, আহমদ একে মুনকার হাদীস (দুর্বল) বলেছেন।

[৩৯৫] মুসলিম ১৪৪।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন অবশ্য (খাস করে) জুমআর দিনে রোযা না রাখে। কিন্তু তার সঙ্গে আগে বা পরের দিনসহ রোযা রাখলে তা পারবে।"[৩৯৬]

৫। হাজীদের জন্য হজ্জের দিনগুলোতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"নুবায়শাতুল হোযালী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তাশরীকের দিনগুলি (যিলহিজ্জা মাসের ১১ হতে ১৩ তারিখ) আল্লাহ তা'আলার যিকির আযকার ও পানাহারে কাটার জন্যে।"[৩৯৭]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ.

"হযরত আয়িশা ও ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, তাশরীকের দিনগুলিতে রোযা রাখার কোনো অনুমতি আমাদের দেয়া হয়নি। তবে যে কুরবানী পায়নি (তার পক্ষে রোযা রাখা দোষণীয় নয়)।"[৩৯৮]

---

[৩৯৬] বুখারী ১৯৮৫, মুসলিম ১১৪৪।

[৩৯৭] মুসলিম ১১৪১। অর্থাৎ কুরবানীর দিনসহ তার পরে আরো তিন দিন মতান্তরে দু-দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ।

[৩৯৮] বুখারী ২৪২/৪।

৬। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, স্বামীর উপস্থিতিতে কোনো স্ত্রীলোকের জন্য স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোনো নফল রোযা রাখা জায়েয নয়।"[৩৯৯]

৭। ঈদের দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ.

"আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. দুটো দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার (কুরবানীর) দিন।"[৪০০]

৮। রমযান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ.

---

[৩৯৯] ফরজ রোযা রাখার জন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ। শব্দ বুখারীর। আবু দাউদে একথাও আছে, 'রমযানের রোযা ছাড়া।)

[৪০০] বুখারী ১৫৯৫, মুসলিম ১০২৬।

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. নফল রোযা রেখেই যেতেন, আমরা ভাবতাম তিনি রোযা রাখা বন্ধ করবেন না! আবার রোযা রাখা বন্ধ রেখেই চলেছেন, আমরা ভাবতাম তিনি আর নফল রোযা রাখবেন না। আমরা এমন দেখিনি যে, রমযান ছাড়া কোনো একটি পূর্ণ মাস তিনি রোযা রাখলেন। আর শাবান মাসের মতো অন্য কোনো মাসে বেশি রোযা তিনি রেখেছেন তাও দেখিনি আমরা।"[৪০১]

৯। সন্দেহের দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ .

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, রমযানের রোযার সঙ্গে প্রথমে একদিন বা দু'দিনের (বাড়তি) রোযাকে সংযোগ করবে না। অর্থাৎ (শাবান এর শেষের দু'তারিখে রোযা রাখবে না)। তবে যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট দিনে (বারে) রোযা রেখে আসছে সে তা রাখবে।"[৪০২]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ .

"আম্মার বিন ইয়াসার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে রোযা রাখবে, সে অবশ্যই আবুল কাসেম (নবী করীম) সা. এর প্রতি অবাধ্য আচরণ করবে।"[৪০৩]

---

[৪০১] বুখারী ১৯৬৯ মুসলিম ১১৫৬। শব্দ মুসলিমের।

[৪০২] বুখারী ১৯১৪, মুসলিম ১০৮২।

[৪০৩] এ হাদীসকে ইমাম বুখারী (র) মুয়াল্লাক সনদে এবং বুখারী ১১৯/৪ আবু দাউদ ২৩৩৪ নাসায়ী ১৫৩/৪, তিরমিযী ৬৮৬ পাঁচজনে মাওসুলরূপে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে হিব্বান ১২৩৫ ও ইবনে খুযাইমা ১৯১৪ একে সহীহ বলেছেন।

ই'তিকাফ[৪০৪] ও মাহে রমযানের রাত্রিকালীন ইবাদত

১। ইতিকাফ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ أَيِ: الْعَشْرَ الأَخِيرَ مِنْ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রামযানের শেষের দশ দিন এসে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ সা. তহবন্দ শক্ত করে পরতেন (দৃঢ়সকল্প হতেন) এবং ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থেকে রাত কাটাতেন ও পরিবারের লোকদেরও জাগাতেন।"[৪০৫]

২। ই'তিকাফের ফযিলত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের ভিত্তিতে ও পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে নৈশ ইবাদত করে তার পূর্বকৃত পাপ ক্ষমা করা হয়।"[৪০৬]

৩। ই'তিকাফ করার সময়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

---

[৪০৪] রমযানের রোযা পালনের চরম ও শেষ পর্যায় শেষের দশ দিন। এই সময়টির প্রতিটি মুহূর্তই হচ্ছে অমূল্য রত্ন। ইতিকাফের মধ্যদিয়ে এর সৎ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সহজ হয়। তাই মহানবী (স) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, এমন কি উম্মুল মুমিনীনরাও (রা) এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি।

[৪০৫] বুখারী ২২০৪, মুসলিম ১১৭৪।

[৪০৬] বুখারী ২০০৪, মুসলিম ৭৫৯।

"হযরত আয়িশা রা. হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. রমযানের শেষের দশকে তার ইন্তিকাল পর্যন্ত ই'তিকাফ করেছেন এবং তারপর তাঁর স্ত্রীগণও উক্ত সময়ে ই'তিকাফ করেছেন।"[৪০৭]

৪। ফজরের নামায পড়ে ই'তিকাফ শুরু করা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ.

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করতেন, তখন ফজরের নামায পড়ে ইতিকাফ স্থলে প্রবেশ করতেন।"[৪০৮]

৫। ইতিকাফকারীর পালনীয় বিধিবিধান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُوْدَ مَرِيْضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اِعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اِعْتِكَافَ إِلَّا فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ.

"আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত বা শরীয়তী ব্যবস্থা হচ্ছে, তিনি কোনো রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবেন না, জানাযায় শামিল হবেন না, স্ত্রীকে ছোঁবেন না ও আলিঙ্গন করবেন না, প্রয়োজন থাকলেও (মসজিদে হতে) বের হবেন না, তবে যা না হলে মোটেই চলবে না। (যেমন পায়খানা ও প্রস্রাব করার জন্যে); এবং রোযা ছাড়া ইতিকাফ হয় না এবং জুমআ মসজিদ ছাড়াও অন্যত্র ইতিকাফ হয় না।"[৪০৯]

---

[৪০৭] বুখারী ২০২৫, মুসলিম ১১১২।

[৪০৮] বুখারী ২০২৩, মুসলিম ১১১৩।

[৪০৯] দারেকুতনী ৩/১৯৯২/২ হাকেম ৪৩৯। আবু দাউদ, এর রাবীদের মধ্যে কোন ত্রুটি নেয়, তবে এর শেষাংশের (অর্থাৎ রোযা ছাড়া ইতেকাফ নেই হতে শেষাংশ) মাওকুফ (সাহাবীর বাণী) হওয়াটাই অধিক সঙ্গত।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইতিকাফের অবস্থায় তাঁর মস্তক বাইরে বাড়িয়ে দিতেন; ফলে আমি তাঁর চুলে চিরুণী দিয়ে তা বিন্যাস করে দিতাম। তিনি ইতিকাফের অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করতেন না, তবে অগত্যা বিশেষ কোনো দরকারে (আসতেন)।"[৪১০]

শবে ক্বদর ও এর ফযিলত

১। শবে ক্বদর সম্পর্কিত কুর'আনের বাণী

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ .

"আমি একে নাযিল করেছি শবে-ক্বদরে। শবে-ক্বদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? শবে-ক্বদর হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।"[৪১১]

২। শবে ক্বদর অনুসন্ধান করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে চারটি হাদীস পাওয়া যায়

ক. শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতসমূহে লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

---

[৪১০] সহীহদ্বয় (শব্দ বুখারীর ২০২৯ মুসলিম ২৯৭)।

[৪১১] আল কুর'আন, সূরা কদর ৯৭: ১-৫ ।

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا.

"হযরত সালেম রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে ২৭তম রজনী ধারণা করলে, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন তোমরা কী শেষ দশদিনে সম্পর্কে ধারণা করো! অতএব শেষ দশ দিনের বিজোড় রাত সমূহে তা খোঁজ করো।"[৪১২]

খ. শেষ সাত রাতের মধ্যে লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

"ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর কিছু সংখ্যক সাহাবীকে রমযানের শেষের সাত দিনের মধ্যে স্বপ্নযোগে শবে ক্বদর দেখান হয়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমার নিকটও তোমাদের স্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছে, অবশ্য শেষের সাত দিনের মধ্যে হওয়ার অনুকূলে। ফলে যে ব্যক্তি অনুসন্ধান করবে, সে যেন শেষের সাত দিনের মধ্যেই তার অনুসন্ধানে তৎপর থাকে।"[৪১৩]

গ. সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত ২৭ রমযানের রাতে লাইলাতুল ক্বদর

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.

[৪১২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ১১৬৫।
[৪১৩] বুখারী ২০১৫, মুসলিম ১১৬৫।

"মুআবিয়া বিন আবু সুফইয়ান রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. লায়লাতুল ক্বদর সম্বন্ধে বলেছেন, উহা ২৭ রমযানের রাত।"[৪১৪]

৩। শবে ক্বদরের দু'আ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : أَرَأَيْتُ إِنْ عَلِمْتُ أَيِّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ: "قُوْلِيْ:

"হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমাকে বলুন, আমি যদি শবে ক্বদরের রাতের সন্ধান পাই তবে কি বলবো? তখন মহানবী সা. উত্তরে বললেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ".

'হে আল্লাহ! আপনিইতো ক্ষমাকারী, আপনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।"[৪১৫]

সকাল-সন্ধ্যায় পঠিত কিছু মাসনূন দু'আ বা আল্লাহর যিকির

সকাল এবং সন্ধ্যায় কিছু দু'আ কালাম যিকির-আযকার রয়েছে সেগুলো হচ্ছে :

১। আয়াতুল কুরসী পাঠ করা সুন্নাত

এর ফযিলাত হচ্ছে "যে সকালে পাঠ করবে তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিনদের থেকে রক্ষা করা হবে, যে সন্ধ্যায় পাঠ করবে তাকে সকাল পর্যন্ত রক্ষা করা হবে।"

২। ইখলাস, ফালাক্ব এবং সূরা নাস পাঠ করা সুন্নাত

এর ফযিলাত- যে সকাল এবং সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে তা তার জন্য সব কিছুর ব্যাপারে যথেষ্ট হবে।

---

[৪১৪] আবু দাউদ ১৩৮৬; হাদীসটির মাওকূফ হওয়ার দিকটাই অধিক প্রবল; শবে ক্বদরের দিনক্ষণ নির্ণয়ের ব্যাপারে ৪০ প্রকার অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। যার উল্লেখ আমি ফতহুল বারীতে ২২২-২২৩/৪ (বুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য পুস্তক) করেছি।

[৪১৫] আবু দাউদ ছাড়া নাসায়ী ৮৭২ তিরমিযী ৩৫১৩ ইবনে মাজাহ ৩৮৫০ আহমদ ১৭১ পাঁচ জনে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ: قَالَ :.... مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِيْ وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

"হযরত মুয়ায বিন আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন,......(আমরা রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম) আমরা কী পড়ব? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' এবং সূরা নাস ও সূরা ফালাক পাঠ করো। কেননা যে এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়বে তার সফলতার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে।"[৪১৬]

৩। **'সহীহ্ তারগীব ওয়াত তাহরীব' বর্ণিত সকাল-সন্ধায় পঠিত দু'আ**

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اِصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

"হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী, তোমার রহমতের জন্য আমি তোমার দরবারে জানাই আমার সকাতর নিবেদন। তুমি আমার অবস্থা সংশোধন করে দাও, তুমি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের (এক মুহূর্তের) জন্যেও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না।"[৪১৭]

৪। **সহীহ মুসলিমে বর্ণিত সকাল সন্ধায় পঠিত দু'আ**

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَمْسٰى قَالَ.

"হযরত আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সন্ধ্যায় উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ সা. বলতেন :

---

[৪১৬] আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৫২২, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৫৭৫।
[৪১৭] সহীহ তারগীব ওয়াত তাহরীব, হাদীস নং: ৬৫৭।

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ: أُرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ: لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর (আরাধনার ও আনুগত্যের) জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, আর সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। প্রভু হে! এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু মঙ্গল নিহিত আছে আমি তোমার নিকট তার প্রার্থনা করছি। আর এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অমঙ্গল নিহিত আছে, তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। প্রভু! আলস্য এবং বার্ধক্যের কষ্ট হতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, প্রভু দোযখের আযাব হতে এবং কবরের আযাব হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি,

وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا:

এবং সকালে উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ সা. বলতেন:

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ.

আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর (আরাধনার ও আনুগত্যের) জন্য সকালে উপনীত হয়েছি।"[৪১৮]

৫। সুনান আবু দাউদ এবং তিরমিযীতে বর্ণিত সকাল-সন্ধায় পঠিত দু'আ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ يَقُولُ: "إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ:

---

[৪১৮] মুসলিম শরীফ হাদীস নং-২৭২৩।

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবীদেরকে এ দু'আ পড়ার শিক্ষা দিতেন: তোমাদের কেউ সকালে উপনীত হলে সে যেন বলে:

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ،

হে আল্লাহ! তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই। তোমারই মর্জিতে জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় মৃত্যু বরণ করি, আর তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

وإذا أمسى فليقل: এবং সন্ধ্যায় বলবে,

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

হে আল্লাহ! তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমারই মর্জিতে জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবো, আর তোমারই দিকে কিয়ামত দিবসে উত্থিত হয়ে সমবেত হবো।"[৪১৯]

৬। ইবনে মাজাহ বর্ণিত সকালে পাঠ করার দু'আ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ: إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ يُسَلِّمُ.

"হযরত উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সা. সকালের নামায শেষ করে বলতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا:

'আমি তোমার নিকট উপকারী ইলম, পবিত্র জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করি'।"[৪২০]

[৪১৯] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৬৮ এবং তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৩৯১।

[৪২০] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৯২৫।

৭। সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়ার দু'আ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَدَغَتْ عَقْرَبٌ رَجُلًا، فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ فُلَانًا لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ، حِينَ أَمْسَى:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে একটি বিচ্ছু কামড় দিল, তখন সে আর রাতে ঘুমায়নি। অতঃপর এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট বলা হলো, এক ব্যক্তিকে একটি বিচ্ছু কামড় দিল, তখন সে আর রাতে ঘুমায়নি। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, যদি সে সন্ধ্যায় পাঠ করতো!

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

'আল্লাহর পূর্ণ গুণাবলীর বাক্য দ্বারা তাঁর নিকট আমি অনিষ্টকর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'

، مَا ضَرَّهُ لَدْغُ عَقْرَبٍ حَتَّى يُصْبِحَ.

তাহলে সকাল পর্যন্ত কোনো বিচ্ছুই তার ক্ষতি করতে পারতো না।"[৪২১]

৮। সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়ার দু'আ

عَنْ اِبْنِ عَفَّانٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ

"হযরত ইবনে আফফান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বলবে:

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،

'আমি সেই আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যার নামে শুরু করলে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো বস্তুই কোনোরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।"

---

[৪২১] সুনান আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৬০৫, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৩৫১৮।

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ، حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ.

যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না এবং যে ব্যক্তি সকালে তিনবার পাঠ করবে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।" [৪২২]

৯। আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমাদ এ বর্ণিত তিনবার পাঠ করার দু'আ

আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমাদ তিনবার পাঠ করার তিনটি দু'আ বর্ণিত আছে। **প্রথমটি হলো:**

عَنْ أَبِيْ سَلَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: " مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى:

"হযরত আবু সালেম রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সকাল এবং সন্ধ্যায় এটি পাঠ করবে,

رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا،

'আমরা আল্লাহকে আমার রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ সা. কে নবী রূপে লাভ করে সন্তুষ্ট।'

إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ.

তার উপকারিতা হচ্ছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।"[৪২৩]

অন্য বর্ণনা মতে যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ পড়বে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

---

[৪২২] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৮৮, আত তিরমিযী ৩৩৮৮ এবং ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৩৮৬৯।

[৪২৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৭২, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৩৯৮ এবং মুসনাদে আহমাদ ১৮৯৬৭।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَالَ

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি পড়বে:

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا :

"আমি আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে জীবনব্যবস্থা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. কে রাসূল হিসেবে পাওয়ায় সন্তুষ্ট"

وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।"[৪২৪]

দ্বিতীয়টি হলো:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيْهِ: يَا أَبَتِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُوْ كُلَّ غَدَاةٍ:

"হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতাকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রত্যেক সকালে এ দু'আ পড়ার জন্য বলতে শুনেছি:

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ،

'হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান করো, আমার কর্ণের নিরাপত্তা দান করো, আমার চোখের নিরাপত্তা দান করো। আল্লাহ তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই।'

تُعِيْدُهَا ثَلَاثًا، حِيْنَ تُصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِيْنَ تُمْسِيْ.

এমনকি তিনি ইহা তিন বার পাঠ করতেন যখন প্রভাত আগমন করে এবং সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করতেন।"[৪২৫]

---

[৪২৪] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৫২৯।

তৃতীয়টি হলো:

قَالَ عَبَّاسٌ فِيهِ: وَتَقُولُ:

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) বলেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কুফরী এবং দারিদ্য হতে, আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব হতে। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই।'

تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي..

এমনকি তিনি ইহা তিন বার পাঠ করতেন যখন প্রভাত আগমন করে এবং সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করতেন।"[৪২৬]

উপরের দু'টি দু'আ এক বর্ণনাতে এসেছে, এগুলো আলাদাভাবে এসেছে, একটি দু'আ হিসেবে আসেনি। এগুলো সন্ধ্যায় এবং সকালে প্রত্যেকটি তিনবার করে পাঠ করা সুন্নাত।

১০। সহীহ মুসলিমে এ বর্ণিত তিনবার পাঠ করার দু'আ

عَنْ جُوَيْرِيَةَ..... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ:

"হযরত জুয়াইরিয়া রা. থেকে বর্ণিত..... নবী করীম সা. বলেন, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে চারটি বাক্য বলবো, তিনি এটা তিনবার বললেন, যদি কিয়ামত পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা এক পাল্লায় এবং এটা এক পাল্লায় রাখা হয় তবে এটার পাল্লাই ভারি হবে। এটা হলো:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

---

[৪২৫] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৯০ এবং মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং: ২০৪৩০।
[৪২৬] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৯০ এবং মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং: ২০৪৩০।

'আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহের লিখার কালী পরিমাণ অসংখ্যবার।"[৪২৭]

১১। সকাল-সন্ধ্যায় চারবার পাঠ করার দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي:

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় বলবে:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصبحتُ أُشهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتِكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اِنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ.

'হে আল্লাহ! (তোমার অনুগ্রহে) সকালে উপনীত হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার আরশে বহনকারীদের এবং তোমার সকল ফেরেশতাদের ও তোমার সকল সৃষ্টির। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মদ তোমার বান্দাহ এবং রাসূল।'

أَعْتَقَ اللهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ نِصْفَهُ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبعًا أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ.

আল্লাহ তাকে এক-চতুর্থাংশ আগুন থেকে মুক্ত করবেন, আর যে এ দু'আগুলো দু'বার পড়বে আল্লাহ তাকে অর্ধেক আগুন থেকে মুক্ত করবেন,

[৪২৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৭২৬।

আর যে এ দু'আগুলো তিনবার পড়বে আল্লাহ তাকে তিন-চতুর্থাংশ আগুন থেকে মুক্ত করবেন, আর যে এ দু'আগুলো চারবার পড়বে আল্লাহ তাকে সম্পূর্ণ আগুন থেকে মুক্ত করবেন।"[৪২৮]

সন্ধ্যায় اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ স্থলে اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَمْسَيْتُ বলবে।

এর ফযিলতের মধ্যে রয়েছে- যে সকালে চারবার অথবা সন্ধ্যায় চারবার পাঠ করবে আল্লাহ তাকে আগুন থেকে মুক্তি দিবেন।

১২। সকাল-সন্ধ্যায় সাতবার পাঠ করার দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى،

"হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে সকাল এবং সন্ধ্যায় পাঠ করবে

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ،

'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, তিনি মহান আরশের প্রতিপালক।'

سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللّٰهُ مَا أَهَمَّهُ صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا.

(সাতবার উপরোক্ত দু'আ পড়বে) আল্লাহ তার জন্য দুনিয়ার সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং দ্বীনের (আখিরাতের) বিষয়ে যথেষ্ট হবেন।"[৪২৯]

১৩। দিনে একশবার পড়ার দু'আ

ক. সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একশবার পড়ার দু'আ

এ প্রসঙে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنِ الْمُزَنِي، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِيْ، وَإِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

---

[৪২৮] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৬৯ এবং ৫০৭৮।

[৪২৯] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৮১।

"হযরত মুযানী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে ছিলাম, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আমি দৈনিক একশ' বার ক্ষমা প্রার্থনা করে আমার অন্তরকে পূত-পবিত্র করি।"[৪৩০]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর আরেকটি হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ: حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, সকাল এবং সন্ধ্যায় যে ব্যক্তি বলবে:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ،

'আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে'

مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.

একশতবার পাঠ করবে তার উপকারিতা হচ্ছে, বিচার দিবসে সে যা নিয়ে আসবে তার চেয়ে বেশি নিয়ে কেউই আসবে না, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তার মতোই পাঠ করছে অথবা তার চেয়ে বেশি পাঠ করেছে।"[৪৩১]

আলোচ্য দু'আটি পড়ার উপকারিতা ও ফযিলত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَنْ قَالَ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন. যে ব্যক্তি দিনে একশ' বার এই দু'আ:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ،

('আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে।')

فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

---

[৪৩০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৭০২।

[৪৩১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৬৯২।

পড়বে তার গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেওয়া হবে যদিও তা সাগরের ফেনার পরিমাণ হয়।"[৪৩২]

খ. 'মুত্তাফিকুন আলাইহি' বর্ণিত একশবার পড়ার দু'আ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ قَالَ:

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন যে ব্যক্তি বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

"আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ.

উক্ত যিকির একশতবার পাঠ করবে তার যে সাওয়াব রয়েছে তা হচ্ছে:

ক. ১০ জন দাসকে মুক্ত করা,

খ. ১০০ নেক আমল তার জন্য লিখিত হবে,

গ. ১০০ পাপ মুছে দেয়া হবে এবং

ঘ. ঐ দিনে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপত্তা পাবে।"[৪৩৩]

১৪। দিনে রাতে যেকোনো সময় পড়ার দু'আ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

---

[৪৩২] মুসলিম, হাদীস নং: ২৬৯১।

[৪৩৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৩২৯৩।

شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ:

"হযরত সাদ্দাদ বিন আওস রা. থেকে বর্ণিত: তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, সর্বোত্তম ইসতিগফার হলো:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ"

'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দাহ এবং আমি আমার সাধ্যমতো তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছি, আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও, নিশ্চয়ই তুমি ভিন্ন আর কেউ গুনাহসমূহের মার্জনাকারী নেই।'

قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

'রাবী বলেন, যে এটি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে পাঠ করবে তার ফযিলতের মধ্যে রয়েছে, সে যদি রাতে মারা যায় তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে; অনুরূপভাবে সে যদি দিনে পাঠ করে এবং মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [৪৩৪]

১৫। মুসনাদে আহমাদ এ বর্ণিত সকালে পঠিত দু'আ

عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

---

[৪৩৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬৩০৬।

"হযরত ইবনে আবদুর রহমান বিন আবযা রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই তিনি বলতেন:

"أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

'(আল্লাহর অনুগ্রহে) আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিৎরাতের উপর ও ইখলাসের উপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ সা. এর দ্বীনের উপর, আমাদের পিতা ইব্রাহীম আ. এর মিল্লাতের উপর, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না'।"[৪৩৫]

১৬। নাসায়ীতে বর্ণিত সকালে পড়ার দু'আ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَنَّامٍ الْبَيَاضِي، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন গান্নাম আল বায়াদী রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি সকালে বললো:

اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ،

'হে আল্লাহ! আমার সাথে যে নেয়ামত প্রাপ্তাবস্থায় কেউ সকালে উপনীত হয়েছে, অথবা তোমার সৃষ্টির মাঝেও কারো সাথে এসব নেয়ামত তোমার নিকট হতে। তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই, প্রশংসা মাত্র তোমার। আর সকল প্রকার কৃতজ্ঞতার হকদার তুমি।'

فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُمْسِي فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ.

---

[৪৩৫] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং: ১৫৩৬০।

সে যেনো দিনের শুকুরিয়া আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করলো সে যেনো রাতের শুকরিয়া আদায় করলো।"[৪৩৬]

১৭। সহীহ কালিমুত তাইয়্যেব এ বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার দু'আ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْنِيْ بِشَيْءٍ أَقُوْلُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ:

"আবূ হুরাইরা রা. বর্ণিত, নিশ্চয়ই আবু বকর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় যা পড়তে বলতেন তা হলো:

" قُلِ اللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوْءًا عَلٰى أَنْفُسِنَا أَوْ نَجُرَّهُ إِلٰى مُسْلِمٍ.

'হে আল্লাহ! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান। আকাশ ও পৃথিবীর তুমি সৃষ্টিকর্তা। তুমি সব বস্তুর প্রতিপালক এবং সমস্ত কিছুর মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে আর শয়তান এবং তার শিরকের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোনো মুসলিমের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি'।"[৪৩৭]

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকিরের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ

১। সুন্নাহ বাস্তবায়নে অধিক মনোযোগী হওয়া

যখন কোনো একটি দু'আ পাঠ করা হবে তখন একটি সুন্নাহ বাস্তবায়িত হবে। একজন মুসলিমের উচিত সকাল সন্ধ্যায় এই দু'আসমূহ পাঠ করা, যাতে সে যতটুকু সম্ভব সুন্নাহকে বাস্তবায়ন করতে পারে।

---

[৪৩৬] আবু দাউদ হাদীস নং-৫০৭৩।

[৪৩৭] সহীহ কালিমুত তাইয়্যেব,, হাদীস নং: ২১ ও তিরমিযী শরীফ হাদীস নং-৩৩৯২।

২। একনিষ্ঠতা ও চরম আগ্রহের সাথে দু'আগুলো পাঠ করা

এটা প্রয়োজনীয় যে যখন একজন এই দু'আগুলো পাঠ করবে তখন তা করবে ইখলাস, সিদক এবং এগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে এবং এগুলোর অর্থের দিকে খেয়াল করতে চেষ্টা করুন, যেন তা আপনার জীবন, নৈতিকতা এবং আচার আচরণে প্রভাব ফেলতে পারে।

৩। আল্লাহর নিজস্ব সত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করা

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ عَنْهُمَا. قَالَ: تَفَكَّرُوا فِيْ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا تَفَكَّرُوا فِيْ ذَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করো। তবে আল্লাহর নিজস্ব সত্তা নিয়ে কখনো চিন্তা-গবেষণা করো না।[৪৩৮]

লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হলে পালনীয় সুন্নাত

একজন মুসলিমের সাথে সাক্ষাতে পালনীয় সুন্নাতগুলো হলো নিম্নরূপ :

১। মুসলিম গণের উপর সালাম প্রদান করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

"হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করেছিলো, ইসলামে কোন কাজ উত্তম? তিনি বললেন,

---

[৪৩৮] সহীহ কালিমুত তাইয়্যেব,, হাদীস নং: ২১ ও তিরমিযী শরীফ হাদীস নং-৩৩৯২।

'লোকদের খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিতকে সালাম প্রদান করা।'[৪৩৯]

২। সালামে শব্দ বাড়িয়ে বলায় সাওয়াব বেশি

"ওয়ালাইকুমুসসালাম" এর সাথে "ওয়ারাহমাতুল্লাাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলার মাধ্যমে সালামের উত্তর দিলে ৩০টি নেকী হয়।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُوْنَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلَاثُوْنَ.

"হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকটে এক ব্যক্তি আসলো এবং বললো 'আস্‌সালামু আলাইকুম' এবং লোকটি বসলো, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন 'দশ'। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আসলো এবং বললো 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' এবং লোকটি বসলো, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন 'বিশ'। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আসলো এবং বললো 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহু' এবং লোকটি বসলো, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন 'ত্রিশ'।"[৪৪০]

বি. দ্রঃ দেখুন! একজন মুসলমান সালাম পূর্ণাঙ্গভাবে না দেয়ার ফলে কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, প্রতি দু'আর জন্য ১০ নেকি, এভাবে সালামে ১০টি পর্যন্ত দু'আ করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ১০০

---

[৪৩৯] আসমাউস ছিফাতুল বাইহাকী;, হাদীস নং: ৮৮৭।

[৪৪০] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫১৯৫, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ২৬৮৯।

নেকি পর্যন্ত অর্জন করতে পারে। সুতরাং সালামের উত্তর দেওয়ার সময় অবশ্যই বাড়িয়ে বলতে হবে। একজন মুসলিম দিনে রাতে বহুবার সালাম উচ্চারণ করে থাকে। মুসলমানরা মসজিদ ও বাড়িতে প্রবেশ[৪৪১] এবং বের হবার সময় সালাম দেয়। মনে রাখবেন একজন বিদায় নেয় তখনও পূর্ণ সালাম দেয়া উচিত।

রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ، فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো মজলিসে আসে (সাক্ষাতে আসে) তখন বলবে: সালাম, এবং যখন কেউ বিদায় নেয়ার সিদ্ধান্ত নেবে তখনও বলবে: সালাম।"[৪৪২]

৩। প্রস্রাব-পায়খানা অবস্থায় সালাম দেয়া নিষেধ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هٰذِهِ الْحَالَةِ، فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ.

"হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে প্রস্রাবরত অবস্থায় সালাম দিলে রাসূলুল্লাহ সা. তাকে ডেকে বললেন: যখন তুমি আমাকে

---

[৪৪১] মসজিদে প্রবেশ ও বের হবার সময় সালাম দেয়ার কোনো দলিল পাওয়া যায়নি। কিন্তু মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ার বিধান রয়েছে।

[৪৪২] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫২০৮, আত তিরিমিজি, হাদীস নং: ২৭০৬।

এমতাবস্থায় দেখবে, তখন আমাকে সালাম করবে না। কারণ, তুমি আমাকে এমতাবস্থায় সালাম করলে আমি তোমার সালামের উত্তর দেব না।"[৪৪৩]

৪। হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীসঃ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلَقٍ.

"হযরত আবু যার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, কোনো ভালো জিনিসকেই ছোট করে দেখবে না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতের মতো বিষটি হয়।"[৪৪৪]

৫। ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতে মুসাফা করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীসঃ

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.

"হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, এমন দুই জন মুসলিম নেই যারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং হাত মুসাফাহা করে, তারা তাদের আলাদা হবার পূর্বেই তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[৪৪৫]

(ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতে ও বিদায়ে সালাম দেয়া এক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের হক, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।) ইমাম নববী রহ. বলেন, প্রত্যেকের উচিত প্রতিটি সাক্ষাতেই মুসাফাহা করা। তবে অমুসলিমদের সাথে মুসাফাহা করা জায়েয নয়।

---

[৪৪৩] সুনানে ইবনে মাজাহ;, হাদীস নংঃ ৩৫২।

[৪৪৪] মুসলিম, হাদীস নংঃ ২৬২৬।

[৪৪৫] আবু দাউদ, হাদীস নংঃ ৫২১২। আত তিরমিযী ২৭২৭।

৬। মানুষের সঙ্গে উত্তম কথা বলা সুন্নাত

এ বিষয়ে আল কুর'আনের বাণী:

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا.

"আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"[৪৪৬]

নবী করীম সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'কালিমা তাইয়্যিবাহ' উত্তম কথা একটি সাদকাহ।"[৪৪৭]

কালিমা তাইয়্যিবার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর স্মরণ, দু'আ, সালাম, ভালো কর্মাবলীর জন্য অন্যদের প্রশংসা করা, উত্তম ব্যবহার, উত্তম আচরণ এবং কর্ম।

উত্তম কথাবার্তা বলা ব্যক্তির সততা, একনিষ্ঠতা, শান্তিপ্রিয়তা হবার পূর্বশর্ত। উত্তম কথাবার্তা ব্যক্তিকে সৎ ও শান্তির পথে চলতে সাহায্য করে। মনে রাখবেন আমরা সকাল-থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাদের সাথে দেখা হয়, অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী, সন্তানাদি, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করি, তাহলে এটি হবে এক একটি সাদকাহ সমতুল্য সাওয়াবের কাজ।

খাবার গ্রহণের সময় পালনীয় সুন্নাত

খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে নিচের সুন্নাতগুলো অনুসরণ করা উচিত :

---

[৪৪৬] বনী ইসরাঈল ১৭: ৫৩।

[৪৪৭] আল বুখারী, হাদীস নং: ২৯৮৯, মুসলিম, হাদীস নং: ১০০৯।

১। বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করা সুন্নাত

২। ডান হাতে খাওয়া সুন্নাত

৩। নিজের সামনের দিক থেকে খাওয়া সুন্নাত

এ তিনটি সুন্নাহ একই হাদীসে এসেছে

عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حُجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِيْ: يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

"হযরত ওমর বিন সালমা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, হে যুবক! আল্লাহর নাম লও, তোমার ডান (হাতে) খাও এবং খাও যা তোমার সামনের অংশ তা থেকে।"[৪৪৮]

৪। পড়িয়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে খাওয়া সুন্নাত

যদি কোনো খাবার পড়ে যায়, তাহলে তা উঠিয়ে নিয়ে পরিষ্কার করে খাওয়া সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

"হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যদি কোনো খাবার পড়ে যায়, তবে তা তুলে খাও। কেননা, শয়তান ব্যতীত কেউ এটা ফেলে রাখে না।"[৪৪৯]

৫। তিন আঙুলে খাওয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ.

---

৪৪৮ মুসলিম, হাদীস নং: ২০২২।

৪৪৯ মুসলিম, হাদীস নং: ২০৩৪।

"হযরত কা'ব বিন মালিক রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম সা. কে সাধারণত তিন অঙুলে খেতে দেখতাম।"[৪৫০]

এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সা. খাবার গ্রহণের পদ্ধতি এবং এটিই উত্তম, যদি না একান্তই অন্যভাবে প্রয়োজন পড়ে।

৬। খাবার গ্রহণের সময় বসার পদ্ধতি

খাবা গ্রহণের সুন্নাত পদ্ধতি দু'টি:

ক. পায়ের সম্মুখভাগ এবং নলার উপর হাঁটুগেড়ে বসা। অথবা

খ. ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের উপর বসা।

এটিই অগ্রাধিকারযোগ্য যা ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন।

খাবার গ্রহণ শেষে পালনীয় সুন্নাত

১। পাত্র এবং আঙুল চেটে খাওয়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ..

"হযরত জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. খাবারের সময় পাত্র এবং আঙুল চেটে খেতে বলেছেন।"[৪৫১]

২। খাবার শেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহর প্রশংসা করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ:

"হযরত সাহল বিন মুয়ায বিন আনাস রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ার সময় বলে:

---

[৪৫০] মুসিলম, হাদীস নং: ২০৩২।

[৪৫১] মুসলিম, হাদীস নং: ২০৩৩।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ.

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই পানাহার করালেন এবং এর সামর্থ্য প্রদান করলেন, যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে উপায়-উদ্যোগ, ছিল না কোনো শক্তি সামর্থ্য।'

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[৪৫২]

এই দু'আ পাঠের উপকারিতা ও ফযিলত হচ্ছে যে, এটা করলে তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

পানীয় বস্তু পান করার সময় পালনীয় সুন্নাত

কোনো পানীয় বস্তু পান করার ক্ষেত্রে পালনীয় সুন্নাতসমূহ হচ্ছে

১। বিসমিল্লাহ বলে পান করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীসঃ

عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِيْ: يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ..

"হযরত ওমার বিন সালমা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর হুজরার ভিতরে ছিলাম, আমার হাতে একটি বড় পানপাত্র ছিলো, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, হে বৎস! আল্লাহর নাম লও।"[৪৫৩]

২। ডান হাতে পান করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীসঃ

إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِيْنِكَ.

---

[৪৫২] আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৪৫৮, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৩২৮৫।

[৪৫৩] মুসলিম, হাদীস নং: ২০২২।

"হযরত ইয়াস বিন সালমাহ বিন আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. এর সামনে বাম হাতে খাচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ডান হাতে খাও।"[৪৫৪]

৩। পান করার সময় পান পাত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা নিষেধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ..

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. পানির পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।"[৪৫৫]

৪। এক ঢোকে পান না করে তিন ঢোকে পানি পান করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: "إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا.

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমরা পান করবে, তখন তিন ঢোকে পান করবে।"[৪৫৬]

৫। বসে পান করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পানি পান না করে।"[৪৫৭]

---

[৪৫৪] মুসলিম, হাদীস নং: ২০২১।
[৪৫৫] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৩৭২৮ ।
[৪৫৬] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৩৭২৭ ।
[৪৫৭] মুসলিম, হাদীস নং: ২০২৬।

৬। পান করার পর তাহমীদ আল্লাহর প্রশংসা] করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا.

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, মহান আল্লাহ ঐ বান্দাহর উপর সন্তুষ্ট যে খাবারের পর এবং পান করার পর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।"[৪৫৮]

৭। পাত্রের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পান করা নিষেধ

পান পাত্রের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পানি পান করার নিষেজ্ঞা সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. পান পাত্রের ভাঙ্গা অংশ দিয়ে পানি পান করতে ও পানিতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।"[৪৫৯]

৮। পাত্রের মুখে পানি পান করা নিষেধ

পাত্রের মুখে পানি পান করার নিষেজ্ঞা সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সা.এর হাদীস:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ.

---

[৪৫৮] মুসলিম, হাদীস নং: ২৭৩৪।

[৪৫৯] আবু দাউদ শরীফ;, হাদীস নং: ৩৭২২।

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. পান পাত্র (কলসি, জগ, বোতল) কাত করে উহার মুখে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।"[৪৬০]

ঐক্যবদ্ধ বা জামা'আতবদ্ধ থাকা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حِلَقٌ فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ عِزِيْنَ.

হযরত জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সা. মসজিদে প্রবেশ করলেন এমতাবস্থায় তারা (সাহাবীরা) বৃত্তাকারে বসা ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আমার কী হলো যে, আমি তোমাদেরকে পৃথক দেখছি?[৪৬১]

عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا قَالَ: كَأَنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَاعَةَ.

"হযরত আ'মাশ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "মনে হয় তিনি ঐক্যবদ্ধ থাকাকে পছন্দ করতেন।"[৪৬২]

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

"হযরত আবু যার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পর্যন্ত পৃথক হয়ে যায়, সে তো তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল।"[৪৬৩]

রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন:

---

[৪৬০] মুসলিম শরীফ;, হাদীস নং: ২০২৩।
[৪৬১] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৮২৩।
[৪৬২] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৮২৪।
[৪৬৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৭৫৮।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি নেতার মাঝে এমন কিছু (ত্রুটি) দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন এ বিষয়ে ধৈর্যধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ পৃথক হয়ে যায় এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার মৃত্যু হলো জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।"[৪৬৪]

জামা'তের ব্যাপারে কুর'আনী নির্দেশনা

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[৪৬৫]

মজলিস ত্যাগ করার সময় পালনীয় সুন্নাত

যখন মু'মিন মুসলমান বান্দাগণ জাগতিক কর্মকাণ্ডে কোনো স্থানে বা মজলিসে একত্রিত হয়, তখন সেখানে ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। সেই ভুল-ত্রুটি মিটিয়ে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস থেকে প্রাপ্ত দু'আ পাঠ করুন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: بِأُخْرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ:

"হযরত আবি বারযা আসলামী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, যখন তুমি মজলিস ত্যাগ করার ইচ্ছা করবে তখন বলবে:

---

[৪৬৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং:৭০৫৪।

[৪৬৫] আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

"হে আল্লাহ! সমস্ত অসম্পূর্ণতা থেকে আপনি বহু দূরে (আপনি পবিত্র) এবং আমি আপনার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি ছাড়া আর কোনো ইবাদতযোগ্য ইলাহ নেই। আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করি।"[৪৬৬]

একজন মুসলিমের দিনে-রাতের বহু মজলিস এর সুন্নাতসমূহ বাস্তবায়নের উপকারিতা

একজন মুসলিম দিনে-রাতে বহু মজলিসে একত্রিত হয়। যেমন:

ক. আপনার খাওয়ার সময় যখন আপনি অন্যদের সাথে কথা বলেন।

খ. যখন আপনি আপনার প্রতিবেশী বা বন্ধুকে দেখেন তখন নিশ্চয়ই আপনি কথা বলেন।

গ. যখন কাজে, স্কুলে, পড়ার স্থানে আপনার সহযোগী-সহপাঠীদের সাথে থাকেন।

ঘ. যখন আপনি আপনার সন্তান এবং স্ত্রীদের সাথে একত্রিত হয়ে কথা বলেন।

ঙ. যখন আপনি ভ্রমণে থাকেন তখন আপনি আপনার সন্তান এবং স্ত্রী এমনকি সহযাত্রীদের সাথে কথা বলেন।

চ. আপনার পাবলিক লেকচার অথবা নিজস্ব পড়াশুনার সময়।

দেখুন! কতবার আপনি দিন-রাতে এই দু'আ উল্লেখ করতে পারেন এবং আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর করতে পারেন। দিন-রাতে আপনি কতবার আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর প্রভুত্ব, তাঁর মহিমা এবং একমাত্র ইবাদতের যোগ্য হিসেবে তাঁকে স্বীকার ও ঘোষণা করতে পারছেন। সুতরাং দিনে-রাতে আল্লাহর একত্বতা ঘোষণা ও তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে সকল পাপসমূহ মুছে ফেলা সম্ভব। মজলিস এর সাথে

---

[৪৬৬] আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৮৫৯, তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৪৩৩।

সম্পর্কিত সুন্নাতসমূহ পালনের উপকারিতা হচ্ছেঃ ঐ বৈঠকে কথা বলার ক্ষেত্রে যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে এবং গুনাহ হয়েছে তা মিটিয়ে দেয়া হবে।

মজলিস সম্পর্কে ইবনুল ক্বাইয়্যেম রহ. এর বক্তব্য

ইবনুল ক্বাইয়্যেম রহ. বলেন, মুসলিমগণ যে মজলিসে একত্রিত হয়ে তা দু'ধরনের:

ক. সামাজিক মজলিস, যাতে অবসর কাটানোর জন্য বসে থাকে। উপকারিতা সীমাবদ্ধ এবং এটি হৃদয়কে দূষিত করে এবং সময় নষ্ট করে।

খ. ঐ মজলিস যা সফলতার জন্য সাহায্যস্বরূপ এবং সত্যের উপদেশ দানের জন্য হয়ে থাকে। এটি হচ্ছে বিশাল অমূল্যধন এবং সবচেয়ে উপকারী।

মজলিসের সাথে সম্পৃক্ত কিছু নিষিদ্ধ কাজ

১। মজলিস স্থল থেকে অনুমতি ব্যতীত প্রস্থান করা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীসঃ

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ.

"হযরত মালিক বিন হুয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি: যখন তোমাদের কেউ তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ বসে, তখন সে যেন তার অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে না আসে।"[৪৬৭]

২। মজলিসে অন্যের ঘাড় টপকিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস :

عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ. فَقَالَ لَهُ: اِجْلِسْ. فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ.

---

[৪৬৭] সুনানে নাসায়ী শরীফ; হাদীস নং; ৭৮৭।

"হযরত আবু যাহিরিয়্যাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. খুতবা দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় টপকিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন: বসো! তুমি এমনিতেই দেরিতে এসেছো আবার মানুষদেরকে কষ্ট দিচ্ছ।"[৪৬৮]

৩। কাউকে উঠিয়ে সে জায়গায় নিজে বসা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, কেউ যেন অন্যকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে। বরং সে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে অনুরোধ করবে (আমাকে বসার জন্য একটু জায়গা করে দিন)।"[৪৬৯]

৪। কুর'আন সুন্নাহ তথা শরীয়াহ বিরোধী বৈঠকে বসা নিষিদ্ধ

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا.

"আর কু'রআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে।

---

[৪৬৮] সহীহ ইবনে খুযাইমা; হাদীস নং:১৮১১।

[৪৬৯] সহীহ মুসলিম শরীফ;, হাদীস নং: ২১৭৭।

আল্লাহ্ দোযখের মাঝে মুনাফিক ও কাফিরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।"[৪৭০]

বহুমুখী ইবাদতকে একত্রে পালন করা

যে তাদের সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে জানে, সেই পারে কীভাবে একটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে অনেক ইবাদতকে একত্রিত করা যায়।

এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

ক. যেমন আপনি যখন মসজিদে সালাত আদায় করতে যান পায়ে হেঁটে কিংবা গাড়িতে করে, এই কাজটিই স্বয়ং একটি ইবাদাত। কিন্তু অনুরূপ সময়কেই আল্লাহর যিকর, কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে একটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেক ইবাদাহকে একত্রিত করা হলো।

খ. আপনি যখন এমন কোনো মজলিসে যান যেখানে মন্দ কোনো কাজ হয় না, এটিও একটি ইবাদাত। কিন্তু অনুরূপ সময়েই আপনি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে পারেন এবং আল্লাহর স্মরণ করতে পারেন।

গ. একজন মহিলা ঘরে অবস্থান করা, বাড়ির লোকদের কাজ করা একটি ইবাদাত। যখন সে এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে। অনুরূপ সময়েই সে তার সময়কে আল্লাহর যিকর, ইসলামিক লেকচার ইত্যাদি শুনার মাধ্যমে অন্যান্য ইবাদত করতে পারেন এবং সাওয়াবের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে নিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ:

"ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে এক বৈঠকে ছিলাম আমরা গণনা করে দেখেছি তিনি একশতবার বলেছিলেন:

---

[৪৭০] সূরা নিসা ৪: ১৪০।

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমি আপনার নিকট ফিরে আসছি। নিশ্চয়ই আপনি সবচেয়ে ক্ষমাশীল এবং সবচেয়ে দয়াময়'।"[৪৭১]

চিন্তা করে দেখুন রাসূলুল্লাহ সা. কীভাবে একটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দু'টি ইবাদত করলেন।

১. আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা।

২. সাহাবীদের সাথে বসা এবং তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়া।

মহান আল্লাহকে সার্বক্ষণিক ও সর্বদা স্মরণ করা

মহান আল্লাহর যিকরের ব্যাপারে অবিস্মরণীয় এবং বিবেচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে :

১। আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে ইবাদতের মূল

আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে ইবাদতের মূল। সকল অবস্থায় এবং সকল সময়ে এটি ইবাদতকারীদের মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস প্রণিধানযোগ্য

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

"হযরত আয়িশা রা. বলেন, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা. সদা-সর্বদা আল্লাহর স্মরণ করতেন।"[৪৭২]

আল্লাহর সাথে এই সম্পর্কই হচ্ছে জীবন। তাঁর নৈকট্য হচ্ছে সফলতা এবং সন্তুষ্টি আর পথভ্রষ্টতা এবং বিপর্যয় থেকে বহু দূরে থাকার একমাত্র উপায়।

২। আল্লাহর স্মরণ মু'মিন ও মুনাফিকের পার্থক্য নির্ধারণ করে দেয়

আল্লাহর স্মরণ মুনাফিকদের থেকে সত্যিকার মু'মিন-মুসলিম বান্দাকে আলাদা করে। কারণ, মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা আল্লাহকে খুবই কম স্মরণ করে।

---

[৪৭১] আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৫১৬, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৪৩৪।

[৪৭২] মুসলিম, হাদীস নং: ৩৭৩।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.

"অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহ্‌র সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। আসলে তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়। আর তারা আল্লাহ্‌কে অল্পই স্মরণ করে।"[৪৭৩]

৩। আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে শয়তানের উপর বান্দার পক্ষ থেকে ঢালের ন্যায়

শয়তান বান্দাদের উপর বিজয়ী হতে পারে না, যদি না বান্দা আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী হয়। আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে ঢালের ন্যায়।

৪। যিকর হচ্ছে মু'মিন মুসলিম বান্দার পরম সুখ ও প্রশান্তি

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি পায়।"[৪৭৪]

৫। আল্লাহকে স্মরণকালীন সময় দুনিয়ার শ্রেষ্ট সময়

মহান আল্লাহকে সদাসর্বদা ও সার্বক্ষণিক স্মরণ করা। জান্নাতে মু'মিন-মুসলিম বান্দাদের কোনো আফসোস থাকবে না, শুধু দুনিয়ার ঐ সময়ের জন্য যা সে আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত কাটিয়েছে। মহান আল্লাহকে প্রতিনিয়ত এবং সার্বক্ষণিক স্মরণ রাখো, তাহলে আল্লাহর সাথে অটুট ও নিরবচ্ছিন্ন সুদৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

---

[৪৭৩] আন নিসা, ৪:১৪২
[৪৭৪] আর রাদ, ১৩:২৮

৬। আল্লাহর স্মরণ সম্পর্কে ইমাম নববী রহ. এর বক্তব্য

আল্লাহর স্মরণ সম্পর্কে ইমাম আন নববী রহ. বলেন: ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেন, যিকির অন্তরে এবং মৌখিক হতে পারে এবং সর্বাবস্থায় হতে পারে। আর এ যিকির তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবীর, তাহমীদ এবং রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি দরুদ ইত্যাদির মাধ্যমে হতে পারে। তবে নারীদের হায়েয ও নিফাস চলাকালে যিকির করা নিয়ে মুসলিম চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেন।[৪৭৫]

৭। আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে স্মরণ করেন যে আল্লাহকে স্মরণ করে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।।"[৪৭৬]

একজন ব্যক্তি অনেক খুশি হয় যখন তাকে সংবাদ দেয়া হয় যে শাসকরা তাকে নিয়ে আলোচনা করছে, তাদের সমাবেশে এবং তার প্রশংসা করছে। সুতরাং এটা কিরূপ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের উপলব্ধি হওয়া উচিত, মহান আল্লাহ, যিনি বিশ্বজগতের রব্ব, তিনি এর চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করছেন?

৮। আল্লাহর স্মরণে অমনোযোগিতা ও উদাসিনতা থাকা নিষেধ

আল্লাহর স্মরণ দ্বারা এমন কিছু বোঝায় না যে দুই একটি শব্দ উচ্চারণ করা, যখন হৃদয় কী বলছে তা থেকে সে উদাসীন থাকে এবং আল্লাহর মমতা, মাহাত্ম্য এবং আনুগত্য থেকে মন উদাসীন থাকে। সুতরাং জিহ্বা দ্বারা স্মরণ করাই যথেষ্ট নয়। বরং তার প্রতি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি, মনোযোগ দেয়া এবং অর্থের দিকে খেয়াল করাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ.

---

[৪৭৫] নারীদের প্রাকৃতিক নিয়মে হায়েয ও নিফাসের সময় নামায, রোযা এবং কুর'আন স্পর্শ করে তিলাওয়াত নিষিদ্ধ। আল্লাহর স্মরণ ও যিকির করা নিষিদ্ধ নয়।

[৪৭৬] সূরা বাক্বারাহ ২:১৫২

"তোমার সকাল-সন্ধ্যায় নিজের মধ্যে, বিনীতভাবে এবং ভয় সহকারে এবং উঁচু শব্দে না করে আল্লাহকে স্মরণ কর, এবং তাদের মতো হয়ো না যারা উদাসীন।"[৪৭৭]

মনে রাখুন: যিকির করার সময় ব্যক্তিকে অবশ্যই বুঝা উচিত যে, সে কী বলছে? সে এগুলো শুধু মুখেই বলবে না বরং অন্তর থেকে বলবে, এতে করে ব্যক্তির আত্মিক ও বাহ্যিক সবই আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হবে।

মহান আল্লাহ অনুগ্রহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা

১। সর্বদা আল্লাহর অনুগ্রহরাশী ও নিয়ামত নিয়ে চিন্তা করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: تَفَكَّرُوْا فِى آلاَءِ اللّٰهِ، وَلاَ تَتَفَكَّرُوْا فِى اللّٰهِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহর নিয়ামত নিয়ে চিন্তা করো এবং আল্লাহর ব্যাপারে চিন্তা করো না।"[৪৭৮]

২। পছন্দনীয় কিছু দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করা

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ.

"হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) পছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার নি'আমতে সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করেছে।"[৪৭৯]

---

[৪৭৭] সুরা, আল আ'রাফ ৭:২০৫

[৪৭৮] আল তাবারানী, আল আওসাত, হাদীস নং: ৬৩১৯, আল বায়হাক্বী শুওয়াবুল ঈমান, হাদীস নং: ১১৯, আলবানী হদীসটিকে হাসান বলেছেন ।

[৪৭৯] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৩৮০৩।

একজন মু'মিন-মুসলমান বান্দা দিন ও রাতে এমন কী কী কাজ করতে পারে, যা দ্বারা সে আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিতে পারে। এমন কাজগুলো কী কী এবং কোনো কোনো অবস্থায় হতে পারে। দিন ও রাতে এমন কী কী কাজ আছে যা শুনে ও অনুধাবন করে আল্লাহর প্রশংসা ও প্রার্থনা করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে?

আপনি কি অনুধাবন করতে পারছেন কিভাবে তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হচ্ছে! যেখানে আপনার চারপাশের অনেক লোক আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে মসজিদে আসছে, না সেখানে আপনি মসজিদে আসছেন। বিশেষ করে ফজরের নামাযের সময় যখন সকল মানুষ গভীর ঘুমে মৃতের মতো শুয়ে আছে সেখানে আপনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে মসজিদে আসছেন।

আপনি কি অনুধাবন করতে পারছেন! যখন আপনি রাস্তায় হাঁটছেন তখন কিভাবে আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হচ্ছে! আপনি রাস্তায় হেঁটে বিভিন্ন দৃশ্য দেখে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী দিচ্ছেন। অথচ সেখানে একটি বিপদগামী গাড়ি উচ্চস্বরে গান বাজিয়ে চলমান অবস্থায় দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছে, এটি কি শয়তানের প্ররোচনা নয়?

আপনি কি অনুধাবন করেন না যে, যখন আপনি পৃথিবীব্যাপী দুর্ভিক্ষ, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব, যুদ্ধ, বিগ্রহের খবর শুনছেন, তখন আপনি শান্তিতে বসবাস করছেন, এটা কি আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ নয়? আর যে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করে তাঁর ইবাদত, প্রার্থনা এবং প্রশংসা করে সর্বাবস্থায় ও সকল প্রতিকূলতায় সার্বক্ষণিকভাবে সেইতো প্রকৃত মু'মিন-মুসলিম বান্দা। একজন প্রকৃত মু'মিন-মুসলিম বান্দা সদা-সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা, ইবাদত এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলে।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوْا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ۖ فَاذْكُرُوْا آلَاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে কাওমে নূহের পর সর্দার করেছেন এবং তোমাদের দেহের বিস্তৃতি বেশি করেছেন। তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর-যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।"[৪৮০]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস:

عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ، فَقَالَ:

"হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যদি কেউ কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে অতঃপর বলে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً،

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে ঐ বিপদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যে বিপদে তোমাকে নিপতিত করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টজীবের অনেকের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, মর্যাদাবান করেছেন।'

إِلَّا عُوْفِيَ مِنْ ذٰلِكَ الْبَلَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ مَا عَاشَ.

তবে তাকে যেন আজীবন ঐ বিপদ থেকে নিরাপদ রাখা হয় এই প্রার্থনা করছি।"[৪৮১]

রাসূলুল্লাহ সা. এর ওপর দরূদ

নবী করীম সা.-এর ওপর দরূদ হলো– "হে নবী আপনার ওপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক" বলা। আর এমন সালাম যা সালাতের ভিতর তাশাহহুদের মাঝে পড়া হয়।

---

[৪৮০] আল কুর'আন, সূরা আ'রাফ ৭:৬৯

[৪৮১] তিরমিযী শরীফ,, হাদীস নং: ৩৪৩১

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، اَلسَّلَامُ عَلٰى جِبْرِيْلَ، اَلسَّلَامُ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ، اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ:

"হযরত আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নবী করীম সা. এর সাথে নামায পড়লাম। তখন আমরা বললাম: আল্লাহ তায়া'লার উপর শান্তি বর্ষিত হোক তার বান্দাদের পূর্বে এবং জীবরাঈলের উপর, মিকাঈলের উপর, তার অমুক অমুক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নবী করীম সা. আমাদেরকে মুখ করে বসলেন এবং বললেন:

" إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذٰلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،

"আল্লাহ তা'আলা নিজেই সালাম-শান্তিদাতা সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সালাতের মাঝে বসে সে যেন বলে যাবতীয় শ্রদ্ধা, সালাত ও পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর হে নবী আপনার ওপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক। আর প্রশান্তি নিরাপত্তা আমাদের ও নেককার বান্দাদের ওপর বর্ষিত হোক। যখন সে এটা বলে তখন আসমান ও যমীনের সকল নেককার বান্দা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ.

অতপর সে এর পরে যে কোন (দু'আ) কালাম বাছাই করতে পারবে।" তথা সে নিজের জন্য দু'আ করবে এমন দু'আ থেকে যা তাকে মুগ্ধ করে।[৪৮২]

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : . . فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ. كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: "قُوْلُوْا:

"হযরত কা'ব বিন আজরা রা. হতে বর্ণিত,. . . তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের নিকট বের হয়ে আসলে আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা.! আমরা শিখেছি কীভাবে আপনাকে সালাম দিব। এখন আমাদেরকে শিখিয়ে দিন আপনার ওপর আমরা কীভাবে দরূদ পড়ব? তিনি বললেন, তোমরা বল:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

হে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ সা. ও তাঁর পরিবারের ওপর যেমনি আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন। ইব্রাহীম আ.-এর পরিবারের ওপর। হে আল্লাহ বরকত দান করুন মুহাম্মদ সা. ও তাঁর পরিবারের ওপর; যেমনি বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম আ.-এর পরিবারের ওপর। আপনিইতো সর্বপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান।[৪৮৩]

যে সকল স্থানে রাসূলুল্লাহ সা. এর ওপর দরূদ পড়া সুন্নাত

আর যে সব স্থানে নবী করীম সা. এর ওপর দরূদ পড়া সুন্নাত তা হলো :

---

[৪৮২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬২৩০।

[৪৮৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৩৩৭০।

১। আযানের পরে মুয়াজ্জিনের জবাবের পরে দরূদ পড়া সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. এর হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছেন: "যখন তোমরা আযান শোন তখন তোমরা তার জবাবে তাই বল– যেমনি সে বলে। অতপর আমার ওপর দরূদ পড়, কেননা যে আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে, তার ওপর আল্লাহ দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট অসীলা কামনা কর, কেননা; এটা জান্নাতের এমন এক স্তর যা আল্লাহর বান্দাদের থেকে এক বান্দার জন্যই শোভনীয়। আর আমি আশা করি, সেই ব্যক্তি আমিই হবো। সুতরাং যে আমার অসীলা হওয়াটা আল্লাহর কাছে চাইবে, তাঁর জন্য আমার শাফা'আত হালাল হয়ে যাবে।"[৪৮৪]

২। মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দরূদ পড়া সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلْ:

---

[৪৮৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৩৮৪।

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন নবীর ওপর সালাম পেশ করে। অতপর যেন বলে হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও। আর যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার দেয়া রিযিক অনুগ্রহ চাই।

وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

"আর যখন বের, তখন যেন বলে: 'হে আল্লাহ, আমি তোমার কছে তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।"[৪৮৫]

৩। সালাতে সর্বশেষ তাশাহুদের বৈঠকে দরূদ পড়া সুন্নাত

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، يقول: سَمِعَ النَّبِيَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُوْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «عَجِّلْ هٰذَا» . ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللّٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ .

"হযরত ফালালাহ বিন উবাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. বলতে শুনেছেন: এক ব্যক্তি সালাতে দু'আ করছে, কিন্তু তাঁর ওপর দরূদ পাঠ করেনি। তখন নবী করীম সা. বললেন, এটা তাড়াহুড়া হয়ে গেল। অতপর রাসূলুল্লাহ সা. তাকে ডাকলেন, অতপর তাকে বা অন্য কাউকে বললেন– যখন তোমাদের কেউ সালাত পড়ে, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন দিয়ে শুরু করে। অতপর নবী করীম সা. এর ওপর যেন দরূদ পড়ে, তারপর যা খুশি সে যেন প্রার্থনা করে।"[৪৮৬]

---

[৪৮৫] সুনানে ইবনেমাযাহ, হাদীস নং: ৭৭২।
[৪৮৬] সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং: ৩৪৭৭।

৪। দু'আ কবুল হওয়ার জন্য দরূদ পড়া সুন্নাত

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"ওমর বিন খাত্তাব রা. বলেছেন– দু'আ আকাশ ও যমীনের মাঝে স্থির থাকে। এর থেকে কিছু উর্ধ্বে পৌছে না; যতক্ষণ না নবী করীম (স)-এর ওপর দরূদ পড়া হয়।"[৪৮৭]

৫। জুমু'আর দিনে নবী করীম সা.-এর ওপর দরূদ পড়া সুন্নাত

যেমন নবী করীম সা.-এর বাণী–

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.

"হযরত আউস বিন আউস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: নিশ্চয়ই তোমাদের দিনসমূহের মধ্য থেকে উত্তম দিন হলো জুমু'আর দিন। এদিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এদিনে তাঁকে মৃত্যু দেয়া হয়েছে। এ দিনে শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং তাতেই সংজ্ঞাহীন করা হবে। সুতরাং ঐদিনে আমার ওপর বেশি বেশি করে দরূদ পড়। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"[৪৮৮]

৬। জানাযার সালাতে দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ পড়া সুন্নাত

৭। বক্তৃতা, খোৎবা, ভূমিকা ও মজলিসসমূহে দরূদ পড়া সুন্নাত

৮। নবী সা. এর নাম উল্লেখের সময় দরূদ পড়া সুন্নাত

---

[৪৮৭] সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং: ৪৮৬।

[৪৮৮] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ১০৪৭।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: সেই লোকের নাক ধূলিমলিন হোক যার নিকট আমার নাম উল্লেখের পরও সে আমার ওপর দরূদ পড়েনি।"[৪৮৯]

তিনি (স) আরও বলেন–

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

"হযরত হুসাইন বিন আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: কৃপণ সে, যার নিকট আমার নাম উল্লেখের পর সে আমার ওপর দরূদ পাঠ করে না।"[৪৯০]

রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর দরূদ পড়ার ফযিলত

১। দশবার রহমত বর্ষণ করা হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।[৪৯১]

২। দশটি মন্দ-পাপ কমিয়ে দেয়া হয়

দশবার রহমত বর্ষণ করা হয় এবং দশটি মন্দ-পাপ কমিয়ে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

---

[৪৮৯] সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং: ৩৫৪৫।

[৪৯০] সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং: ৩৫৪৬।

[৪৯১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৪০৮।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.

"যে আমার ওপর একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। তার দশটি মন্দ-পাপ কমিয়ে দেয়া হবে, বাড়িয়ে দেয়া হবে তার দশটি মর্যাদা।"[৪৯২]

কুর'আন মাজীদ প্রতি মাসে একবার খতম করা সুন্নাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা প্রতি মাসে একবার কুর'আন মাজীদ খতম করবে।"[৪৯৩]

দৃষ্টি আকর্ষণ :

প্রতি মাসে কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করে শেষ করার একটি সহজ উপায় হচ্ছে প্রতি ফরয সালাতের ১০ মিনিট পূর্বে মসজিদে যাওয়া। এই সময়ে ২ পাতা বা ৪ পৃষ্ঠা পড়ে শেষ করা সম্ভব। সুতরাং পুরো দিনে ১০ পাতা বা একপারা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এভাবে সহজেই আপনি পুরো মাসে কুরআন মাজীদ পড়ে শেষ করতে পারেন।

---

[৪৯২] সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং: ১২৯৭।

[৪৯৩] আবু দাউদ, ১৩৮৮।

আল কুর'আনের কতিপয় সূরা ও তাদের ফযিলত

১। সূরা ফতিহা ও এর ফযিলত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

"শুরু করছি আল্লাহ্র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।"

"১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৩. যিনি বিচার দিনের মালিক। ৪. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৬. ঐ সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"[৪৯৪]

ক. সূরা ফতিহার ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الفُرْقَانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ.

"রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, এ সূরার মত (মর্যাদাসম্পন্ন) কোন সূরা তাওরাত, ইনজিল, যাবূর এমনকি কুর'আনেও নাযিল হয়নি। আর এটি বার বার পঠিত সাতটি আয়াত সম্বলিত সূরা এবং মহান কুর'আন যা আমাকে দেয়া হয়েছে।"[৪৯৫]

---

[৪৯৪] আল কুর'আন: ১: ১-৭।

[৪৯৫] সুনানে তিরমিযী, ২৮৭৫।

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এক সফরে ছিলেন, পথিমধ্যে একস্থানে তিনি অবতরণ করেন। তাঁর পাশেই একজন লোক অবতরণ করলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি কী তোমাকে কুর'আনের উত্তম সূরার কথা বলব না? তিনি বললেন, জ্বি হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সা. আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন তিলাওয়াত করলেন।"[৪৯৬]

২। সূরা নাস ও সূরা ফালাক

سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِ . مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ .

"শুরু করছি আল্লাহ্র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।"

"১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, ২. মানুষের অধিপতির, ৩. মানুষের মা'বুদের ৪. তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, ৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬. জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।"[৪৯৭]

سُورَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ .

"শুরু করছি আল্লাহ্র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।"

"১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, ৩. অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন

---

[৪৯৬] হাকেম, আত তারগীব ওয়াত তারহীব।

[৪৯৭] আল কুর'আন: ১১৪: ১-৬।

তা সমাগত হয়, ৪. গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে ৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"[৪৯৮]

সূরা নাস ও ফালাক এর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ آيَاتٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ}

"হযরত উকবা বিন আমর জুহান্নি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা এমন দু'টি সূরা নাযিল করেছেন যার কোন তুলনা নেই। সেগুলো হলোঃ 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক'।"[৪৯৯]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالمُعَوِّذَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.

"হযরত উকবা বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে প্রত্যেক ফরয সালাতের শেষে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তে আদেশ করেছেন।"[৫০০]

৩। সূরা ইখলাসের ফযিলত :

ক. কুর'আনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করার সমান সাওয়াব

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ القُرْآنِ؟ مَنْ قَرَأَ: اللَّهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ."

---

[৪৯৮] আল কুর'আন: ১১৩: ১-৫।

[৪৯৯] সুনানে তিরমিযী, ২৯০২।

[৫০০] সুনানে তিরমিযী, ২৯০৩।

"হযরত আবু আইউব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ কী একরাতে কুর'আনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে সক্ষম? যে ব্যক্তি 'আল্লাহু ওয়াহেদ আস সামাদ' অর্থাৎ সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করল, সে যেন কুর'আনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করলো।"[৫০১]

খ. এ সূরা পাঠকারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ». قُلْتُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «الجَنَّةُ»

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে আসলাম, রাসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ' পড়তে শুনলেন, এবং রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। আমরা (সাহবায়ে কিরামগণ) জিজ্ঞাসা করলাম, কী ওয়াজিব হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'জান্নাত'।"[৫০২]

গ. এ সূরা পাঠকারীর পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

"হযরত আনাস্ বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন দু'শত বার 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পড়বে, তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, কিন্তু তার ঋণের বোঝা থাকলে তা ব্যতীত।"[৫০৩]

---

[৫০১] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৬।

[৫০২] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৭।

[৫০৩] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৮।

ঘ. এ সূরা পাঠকারীগণ ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ: يَا عَبْدِيَ ادْخُلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ"

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর জন্য বিছানায় শুয়ে ডান কাত হয়ে একশ বার 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পড়বে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা, তোমার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।"[৫০৪]

৪। সূরা নাসর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا .

"শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।"

"১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় ২. এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, ৩. তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।"[৫০৫]

ক. সূরা নাসর- এর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ...«أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ»

---

৫০৪ সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৮।

৫০৫ আল কুর'আন: ১১০: ১-৩।

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. (জনৈক ব্যক্তিকে) বলেছেন,...তোমার কাছে কী 'ইযা যাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত্হু' নেই? লোকটি বললোঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, এটি কুর'আনের এক চতুর্থাংশ।"[৫০৬]

৫। সূরা কাফিরূন- এর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ...«أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «رُبُعُ القُرْآنِ»

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. (জনৈক ব্যক্তিকে) বলেছেন,...তোমার কাছে কী 'কুল ইয়া আইউ হাল কাফিরূন' নেই? লোকটি বললোঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, এটি কুর'আনের এক চতুর্থাংশ।"[৫০৭]

৬। সূরা যিলযাল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا . وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا . وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا . يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا . بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا . يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ . فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

"শুরু করছি আল্লাহ্র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।"

"১. যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, ২. যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে। ৩. এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? ৪. সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, ৫. কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ

[৫০৬] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৫।
[৫০৭] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৫।

করবেন। ৬. সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। ৭. অত:পর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। ৮. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।"[৫০৮]

ক. সূরা যিলযাল- এর ফযিলত সর্ম্পকে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ...«أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «رُبُعُ القُرْآنِ»

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. (জনৈক ব্যক্তিকে) বলেছেন,...তোমার কাছে কী 'ইযা যুলযিলাতিল আরদি' নেই? লোকটি বললো: হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, এটি কুর'আনের এক চতুর্থাংশ।"[৫০৯]

অন্য হাদীসে সূরা যিলযাল কে কুর'আনের অর্ধেক বলা হয়েছে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ القُرْآنِ،

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'ইযা যুলযিলাতিল আরদি' অর্ধেক কুর'আনের সাওয়াব।"[৫১০]

৭। সূরা বাকারা- এর ফযিলত সর্ম্পকে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن لكل شَيْء سناما وَإِن سَنَام الْقُرْآن سُورَة الْبَقَرَة من

---

[৫০৮] আল কুর'আন: ৯৯: ১-৮।

[৫০৯] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৫।

[৫১০] সুনানে তিরমিযী, ২৮৯৪।

قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَمَنْ قَرَأَهَا نَهَارًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

"হযরত সাহাল বিন সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি বস্তুর চূড়া রয়েছে, আল কুর'আনের চূড়া হলো সূরা বাকারা। যে ব্যক্তি রাতে তার ঘরে এ সূরা পাঠ করবে, তিন রাত পর্যন্ত তার ঘরে শযতান প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি দিনে তার ঘরে এ সূরা পাঠ করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না।"[৫১১]

৮। সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত এর ফযিলত

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»

"হযরত আবি মাসউদ আল আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত রাতে পড়বে, এটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।"[৫১২]

৯। আয়াতুল কুরসী- এর ফযিলত

ক. এটি কুর'আনের আয়াত সমূহের প্রধান

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ.

---

[৫১১] সহীহ ইবনে হিব্বান, আত তারগীব ওআত তারহীব, ২২৪৬।

[৫১২] সুনানে তিরমিযী, ২৮৮১।

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি বস্তুর চূড়া রয়েছে, আল কুর'আনের চূড়া হলো সূরা বাকারা। এতে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা কুর'আনের আয়াত সমূহের প্রধান, তা হল আয়াতুল কুরসী।"[৫১৩]

খ. আয়াতুল কুরসী পাঠকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পাবে

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللَّهُ عَنْهُ. قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِى. لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ. وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় যাবার ইচ্ছা করে সে যেন আয়াতুল কুরসী পাঠ করে। যে তা পাঠ করবে সে আল্লাহর নিকট থেকে নিরাপত্তা পাবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার কাছে আসতে পারবে না।"[৫১৪]

গ. আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাত লাভের পথ নিশ্চিত হয়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ } .

"হযরত আবি উমামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জান্নাতে প্রবেশে মৃত্যু ছাড়া আর কোন বাধা থাকবে না।"[৫১৫]

---

[৫১৩] মুসনাদে হারেস, ৭২১, সুনানে তিরমিযী, ২৮৭৮ ।

[৫১৪] আল বুখারী, হাদীস নং: ৫০১০।

[৫১৫] মিশকাতুল মাসাবীহ, ৯৭৪, বায়হাকী, সহীহ ইবনে হিব্বান,নাসায়ী, বায়হাকী, ।

১০। সূরা কাহাফ- এর ফযিলত সর্ম্পকে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

"হযরত আবি দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত রাখা হবে।"[৫১৬]

১১। সূরা ইয়াসিন- এর ফযিলত

ক. দশবার কুর'আন খতমের সাওয়াব পাওয়া যায়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يٰسٓ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি হৃদয় আছে। আল কুর'আনের হৃদয় হলো সূরা ইয়াছিন। যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দশ বার কুর'আন খতমের সাওয়াব দিবেন।"[৫১৭]

খ. মুমূর্ষু ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াছিন পড়ার ফযিলত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ (يس) ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه فاقرؤوها عِنْدَ مَوْتَاكُمْ.

---

[৫১৬] সুনানে আবু দাউদ, ৪৩২৩, সহীহ মুসলিম ও নাসায়ী।

[৫১৭] সুনানে তিরমিযী , ২৮৮৭।

"হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। সুতরাং তোমরা মুমূর্ষু ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত কর।"[৫১৮]

গ. সূরা ইয়াছিন পাঠকারীর গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، غُفِرَ لَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাতে সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তার ঐ রাতের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।"[৫১৯]

ঘ. সূরা ইয়াছিন পাঠকারীর সকল হাজত পূর্ণ হয়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ يس فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ.

"হযরত আতা বিন আবি রিবাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবে, তার সকল হাজত পূর্ণ করা হবে।"[৫২০]

---

[৫১৮] সুনানে আবু দাউদ, ৩১২১, বায়হাকী, মিশকাতুল মাসাবীহ, ২১৭৮।

[৫১৯] সুনানে দারেমী, ৩৪৬০।

[৫২০] সুনানে দারেমী, ৩৪৬১।

১২। সূরা দুখান- এর ফযিলত সর্ম্পকে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা হা-মীম আদদুখান তিলাওয়াত করে, ভোর হওয়া পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।"[৫২১]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর অন্য হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর রাতে সূরা হা-মীম আদদুখান তিলাওয়াত করে, তাকে মাফ করা হবে।"[৫২২]

১৩। সূরা আর রাহমান- এর ফযিলত সর্ম্পকে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যেক জিনিসেরই সৌন্দর্য আছে, এ সৌন্দর্যের কারণে সে জিনিসটি দুলহানের ন্যায় হয়। আর কুর'আনের সৌন্দর্য হলো সূরা আর রাহমান।

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ، رَحِمَ اللَّهُ ضَعْفَهُ.

"যে ব্যক্তি সূরা আর রাহমান তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তার প্রতি অগনিত রহম করবেন।"[৫২৩]

---

[৫২১] সুনানে তিরমিযী, ২৮৮৮।

[৫২২] সুনানে তিরমিযী, ২৮৮৮।

[৫২৩] তারগীব আজ জুরজানী, ৪৭৮।

১৪ । সূরা ওয়াকিয়া-এর ফযিলত

ক. অতীত, বর্তমান, দুনিয়া ও আখিরাত সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জিত হয়

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

قَالَ مَسْرُوقٌ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعِلْمَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَلْيَقْرَأْ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ.

"হযরত মাসরূক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অতীত, বর্তমান, দুনিয়া ও আখিরাত সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে চায়, সে যেন সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করে।"[৫২৪]

খ. এ সূরা পাঠকারী কখনো অভাবে পতিত হবে না

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا.

"হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে, সে কখনো দারিদ্র বা অভাবে পতিত হবে না।"[৫২৫]

১৫ । সূরা মূলক- এর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ فَتُؤْتَى رِجْلَاهُ فَتَقُولُ رِجْلَاهُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ أَوْ قَالَ بَطْنِهِ، فَيَقُولُ: لَيْسَ

---

[৫২৪] মুসনাদে আবি সায়বা, ৩৪৮৭৩।

[৫২৫] মুসনাদে আবি সায়বা, ৩৪৮৭৩।

لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى رَأْسُهُ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، قَالَ: فَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُورَةُ الْمُلْكِ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْنَبَ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষকে যখন কবরে রাখা হবে, তখন তার দু'পায়ের দিক থেকে (আযাবের) ফেরেশতা আসবে। সূরা মূলক তখন বলবে, আমার দিক দিয়ে তোমার কোন পথ নেই। কারণ সে সূরা মূলক পড়ত। তারপর ফেরেশতা তার বুক অথবা পেটের দিক থেকে আসবে। সে তখন বলবে, আমার এ দিক থেকে তোমার কোন পথ নেই। অতপর তার মাথার দিক দিয়ে আসবে। সূরা মূলক তখন বলবে, আমার এ দিক থেকে তোমার কোন পথ নেই। কেননা, সে সূরা মূলক পাঠ করত। বস্তুত এ হচ্ছে প্রতিরোধকারী, যে কবরের আযাব প্রতিরোধ করে। যে ব্যক্তি রাতে এ সূরা পাঠ করে নিল, সে অনেক কিছু করে ফেলল এবং অনেক পুণ্যময় কাজ করলো।"[৫২৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, কুর'আনে ত্রিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়। এ সূরাটি হলো: 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মূলক'।"[৫২৭]

---

[৫২৬] মুসতাদরাক হাকেম, ৩৮৩৯, গ্রন্থকার এটিকে সহীহ বলেছেন।

[৫২৭] ইবনে হিব্বান, ১৭৬৬, সুনানে তিরমিযী, ২৮৯১।

১৬। সূরা হাশর- এর শেষ তিন আয়াত

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ . هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

"তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ; তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা' আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা; স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।"[৫২৮]

১৭। সূরা হাশর- এর শেষ তিন আয়াত এর ফযিলত

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .

---

[৫২৮] আল কুর'আন: ৫৯: ২২-২৪।

"হযরত মাকাল বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে তিনবার 'আউযুল্লিাহিছ ছামিউল আলিমি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম' পড়বে তারপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত একবার পাঠ করবে আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই ব্যক্তির জন্য ইসতিগফার করতে থাকে, সেদিন যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে ব্যক্তি শহীদী মৃত্যু লাভ করবে। এভাবে সন্ধ্যায় একই নিয়মে যিনি পাঠ করবে সে ব্যক্তিও উক্ত মরতবা লাভ করবে। সে যদি রাতের বেলা মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে শহীদী দরজা লাভ করবে।"[৫২৯]

১৮। সূরা আলে ইমরানের ২৬ ও ২৭ নং আয়াত ও এর ফযিলত

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"বলুন হে আল্লাাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচছা বেহিসাব রিযিক দান কর।"[৫৩০]

---

[৫২৯] সুনানে তিরমিযী, ২৯২২।

[৫৩০] আল কুর'আন, ৩: ২৬-২৭।

ক. সূরা আলে ইমরানের ২৬ ও ২৭ নং আয়াত এর ফযিলত

এ আয়াত দুটি পড়ার ফলে মহান আল্লাহ বান্দার আর্থিক দারিদ্র দূর করবেন। আলোচ্য আয়াত দুটির শানে নুযুল ও তাফসীর বিশ্লেষণ করে এতটুকু বলা যায়। যেমন তাফসীরে মাআ'নিউল কুর'আন প্রণেতা বলেন:

تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمَالُ

"আলোচ্য আয়াতে রাজত্ব বলে ধন-সম্পদ বুঝানো হয়েছে।"[৫৩১]

শেষকথা

দিন-রাত ২৪ঘণ্টায় পালনীয় সুন্নাতের ব্যাপারে আলোচ্য বইটিই যথেষ্ট হবে যদি এর প্রতিটি অধ্যায় যথাযথ বুঝে শুনে আমল করা যায়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন নবী করীম সা. এর সুন্নাতের উপর জীবনযাপন এবং মৃত্যুবরণ করার তৌওফিক দান করেন। মহান আল্লাহ তাআ'লা মানব জাতির হিদায়েতের জন্য ইসলামী বিধি-বিধান দিয়েছেন, নাযিল করেছেন আল কুর'আন। আর ইসলামী বিধি-বিধান সমূহ বাস্তব জীবনে পালনের নিদের্শনা দিয়েছেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সা.। সুতরাং তার দেখানো সুন্নাত অনুসারে প্রতিটি কাজ করার মাধ্যমে রয়েছে দুনিয়াবি কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা ও শোকরিয়া বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহর জন্য, যিনি রাসূলের অনেকগুলো সুন্নাতকে একত্রিত করার মহৎ কাজটি সমাপ্ত করার তাওফিক দিয়েছেন।

---

[৫৩১] আজ জুযাজ, তাফসীরে মায়ানিউল কুর'আন ও ইরাবুহু, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯২।

গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ রচনায় যে সকল গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, সে সকল গ্রন্থের তালিকা ঃ

ক্রম	লেখক/অনুবাদক/ সংকলক	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনী	প্রকাশ স্থান	মুদ্রন সন
০১	-	আল কুর'আন	-	-	-
০২	বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল	আস-সহীহ	দারে তাওকুন নাজাত	দামে শক	১৪২২ হিঃ
০৩	মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ	আস-সহীহ	দারে এহইয়া আত-তুরাস আল আরাবী	বৈরুত	-
০৪	আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনে আশ'আস	আস-সুনান	মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ	বৈরুত	-
০৫	তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা	আস-সুনান	মাকতাবাতু মুসতফা আল বালী আল হালী	মিশর	১৩৯৫ হিঃ
০৬	তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা	শামায়েল	মাকতাবাতু মুসতফা আল বালী আল হালী	মিশর	১৩৯৫ হিঃ
০৭	নাসায়ী, আহমদ ইবনে শুআইব	আস-সুনান	মাকতাবাতু মাতবুআত আল ইসলামীয়্যা	বৈরুত	১৪০৬ হিঃ
০৮	ইবনে মাজাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ	আস-সুনান	দারে এহইয়া কিতাবুল আরাবীয়্যা	বৈরুত	-
০৯	আবি ইয়ালা আল-মাউসিলী, আহমদ ইবনে আলী	আল-মুসনাদ	দারুল মা'মুর বিত তুরাস	দামে শক	১৪০৪ হিঃ
১০	ইবনে খুযাইমা, আবু বকর হাম্মদ ইবনে ইসহাক	আস-সহীহ	মাকতাবাতুল ইসলামীয়্যা	বৈরুত	-
১১	ইবনে হিব্বান, আবু হাতিম মুহাম্মদ	আস-সহীহ	মুয়স্যাতুর রিসালা	বৈরুত	১৪০৮ হিঃ

১২	বায়হাকী, আহমদ ইবনে হুসাইন	শু'আবুল ঈমান	মাকতাবাতু রাশেদ বিন নসর	রিয়াদ	১৪২৩ হিঃ
১৩	বায়হাকী, আহমদ ইবনে হুসাইন	আস-সুনানুল কুবরা	দারুল কুতুবুল ইলমীয়্যা	বৈরুত	১৪২৪ হিঃ
১৪	বায়হাকী, আহমদ ইবনে হুসাইন	আস-সুনানুল ছোগরা	জামেআ দেরাসাতুল ইসলামীয়্যা	পাকিস্তান	১৪১০ হিঃ
১৫	বায়হাকী, আহমদ ইবনে হুসাইন	আসমাউস ছিফাত	দারুল কুতুবুল ইলমীয়্যা	বৈরুত	১৪২৪ হিঃ
১৮	আলবানী, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন	সহীহ জামিয়িস সগীর	মাকতাবাতুল ইসলামী	-	-
১৯	সুলায়মান বিন আহমদ বিন আইয়ুব	মু'জামুল আওসাত	মাকতাবাতুল ইসলামীয়্যা	বৈরুত	১৪০৫ হিঃ
২০	আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল বিন হিলাল বিন আসাদ	মুসনাদে আহমদ	মুয়াস্যাতুর রিসালা	বৈরুত	১৪২১ হিঃ
২১	ইবনে উশাই	শরহে ফিক্‌হ,	-	-	-
২২	আবু আব্দুল্লাহ ওয়ালিউদ্দিন আত তাবরানী	মিশকাতুল মাসাবীহ	মাকতাবাতুল ইসলামী	বৈরুত	১৯৮৫ খ্রীঃ
২৩	সাউদি উলামা-কমিটি	ফাতাওয়া ইসলামিয়া	-	-	-
২৪	মুফতি মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান	ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার	ইসলামীক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ	ঢাকা	১৪৩১ হিঃ
২৫	আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বিন ফযল বিন বারহাম	সুনানে দারেমী,	দারু কুতুবুল ইলমিয়্যা	বৈরুত	১৪১১ হিঃ

২৬	মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন হামদুয়্যা বিন নুয়িম বিন হাকেম	মুসতাদারক আল হাকিম	মাকতাবাতুল ইসলামীয়্যা	বৈরুত	১৪০৫ হিঃ
২৭	সুলায়মান বিন আহমদ বিন আইয়ুব	মু'জামুল কাবীর	মাকতাবাতু ইবনে কাইমিয়্যা	মিশর	১৪১০ হিঃ
২৯	আহমদ বিন মাহদী বিন মাসউদ বিন নু'মান বিন দিনার	দারে কুতনী	মুয়স্যাতুর রিসালা	বৈরুত	১৪২৪ হিঃ
৩০	ইবনে আবি শাইবাহ	ইরওয়াইল গালীল	দারুল ওতান	রিয়াদ	১৯৯৭ খ্রীঃ
৩১	ইবনে আবি শাইবাহ	আল-মুসনাদ	দারুল ওতান	রিয়াদ	১৯৯৭ খ্রীঃ
৩২	আলবানী, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন	সহীহ তারগীব ওয়াত তাহরীব	মাকতাবাতুল মা'আরেফ	রিয়াদ	১৪১৪ হিঃ
৩৩	আবু ইসহাক আজ জুযাজ	তাফসীরে মা'নিউল কুর'আন ও ইরাবুহু	ইলমূল কুতুব	বৈরুত	১৪০৮ হিঃ
৩৪	তকী উদ্দিন আবু আব্বাস আহমদ বিন আব্দুল হালিম	সহীহ কালিমুত তাইয়্যেব	দারুল ফিকর	বৈরুত	১৪০৭ হিঃ

সোনালী সোপান প্রকাশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৩৭১৬, ০১৭১৫৮১৯৮৬৯

ISBN 978-984-90188-0-3
9 578221 285587